sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 3/9/2026 8:47 PM Page 1

সকালের শিরোনাম

আলোচনা ও কূটনীতিই শান্তির একমাত্র রাস্তা পশ্চিম এশিয়া নিয়ে সংসদে বার্তা জয়শঙ্করের ● পৃঃ ৬

স্লোগান ছেড়ে জনসংযোগ, 'পরিবর্তন যাত্রা'র মাঝপথে ভোলবদল বিজেপির ● পৃঃ ৩

কেরলে 'সিজেপি' তত্ত্বে বাম, বিজেপিকে বিঁধলেন রাহুল ● পৃঃ ৬

মঙ্গলবার

দৈনিক বাংলা পত্রিকা ●১০ মার্চ ২০২৬ ● বাংলা ২৫ ফাল্গুন ১৪৩২ ●বর্ষঃ- ০১ ●সংখ্যা ঃ- ১৮৪ ● মূল্যঃ- ০৫ টাকা● PRGI NO : WBBEN/25/A1493 ● www.sakalershironam.in ● sakalershironam@gmail.com

ম্যাকাউট-উত্তরবঙ্গেও উপাচার্য নিয়োগ জট, শীর্ষ আদালতে জমা পড়েছে জোড়া প্যানেল

আজকের খবর

দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভা (পশ্চিম বর্ধমান)

বিজেপির প্রার্থী কে?

তার উপর অনেকটা নির্ভর এবারের ফলাফল

পছন্দ-অপছন্দের অবস্থানে বর্তমান তৃণমূল প্রার্থী

কি বলছে সমীকরণ ?

সকালের শিরোনাম

অঞ্জু সরকার

দুর্গাপুর

● দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে ভোটের প্রধান ভূমিকায় শ্রমিক

দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভা, যার ভোটের ফলাফল নির্ধারিত করে শ্রমিক মহল। কারণ, দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে ৯০ শতাংশ বাস শ্রমিক পরিবারের। কর্মসূত্রে যারা বিভিন্ন রাজ্য থেকে এসে বর্তমানে এই শহরের স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছেন। এক কথায় বলা যায়, দুর্গাপুর শহরে বসবাসকারী সকলেই কোন না কোন শ্রমিকের সন্তান, যাদের পিতা বা মাতা কেউ হয়ত ডিএসপি, এএসপি, ডিপিএল, এমএএমএস, এবিএল, ইসিএল, রেল, ডিটিপিএস, সিমেন্ট কারখানা, গ্রাফাইট বা পিসিবিএল-এ চাকরিরত ছিলেন। তাদের মধ্যে আজ হয়ত অনেকেই অন্য কোন পেশার সাথে যুক্ত হয়েছেন। কিন্তু, তারা সকলে শ্রমিক পরিবার থেকেই আশা। সেই কারণে দুর্গাপুর পূর্ব বা পশ্চিম বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল অনেকটাই শিল্প মনোভাবের উপর তার প্রতিফলন ঘটে।

● বর্তমান বিধায়কের কাজ নজর কাড়তে পারেনি

ভোট আসছে। তার প্রস্তুতিও চলছে জোড়কদমে, এবার মানুষ জানতে চাইছে এতদিনে কি পেলাম। দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রেরও তাই অবস্থা। এই কেন্দ্রের দুর্গাপুর পৌরসভার ১৬টি ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের অধিকাংশ বলছেন, 'উন্নয়নের আসল পরিভাষা কি! তা আমরা নতুন করে জানার চেষ্টা করছি। কে করবে পৌরসভার ওয়ার্ডগুলির উন্নয়ন! বিধায়ক না পৌরসভা ? সবটা কেমন যেন মিলে-মিশে এক করে দেখানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বর্তমান শাসক দল। সেটা বোঝার আমরা চেষ্টা করছি। তবে উন্নয়ন এখন আর চোখে দেখা যায় না, উপলব্ধি করতে হয়'। অন্যদিকে দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভার অন্তর্গত রয়েছে কাঁকসা ব্লকের তিনটি পঞ্চায়েত, যথাক্রমে গোপালপুর, মলানদিঘি এবং আমলাজোড়া গ্রাম পঞ্চায়েত। যার অধিকাংশ এলাকা কৃষি নির্ভর। তবে গোপালপুর পঞ্চায়েত এলাকায় রয়েছে শিল্পতালুক। বাকি দুর্গাপুর পৌরসভার ১৬টি ওয়ার্ড মুলত শিল্পাঞ্চলের মধ্যেই পরে। সেখানে বিভিন্ন শিল্প কারখানার জমি এবং কিছু ব্যক্তিগত জমিতে চাষাবাদ হয়। তবে এই ১৬টি ওয়ার্ডের বসবাসকারী অধিকাংশ মানুষ শিল্প কল-কারখানা নির্ভরশীল। বর্তমান বিধায়ক নিজেই রাজ্যের একধিক দপ্তরের মন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর কৃষি উপদেষ্টা থেকে একেবারে মন্ত্রী। গ্রামাঞ্চলে কৃষিতে উন্নয়নে নতুন ধরনের চাষবাস নেই বললেই চলে, তবে বিধায়ক চেষ্টা করেছেন চাষাবাদে নতুনত্ব আনার। অন্য জেলাতে কি হয়েছে তা জানা না হলেও, নিজের কেন্দ্রের চাষাবাদ এলাকায় ড্রোন উড়িয়ে চাষবাসের বেহাল দশা কাটানো যায়নি বলেই মত কৃষকদের। বহু চাষীভাইদের সরকারি অনুদানের আবেদনের ফাইল চাপা পড়ে আছে বলে তাদের অভিযোগ। সম্প্রতি উন্নয়নের কথা মন্ত্রী বললেই দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের প্রসঙ্গ চলে আসে। সেখানে ডায়ালিসিস খুলেছে, মেশিন এনেছে। আরও কত কি। তারপরেই আসে কাঁকসা ব্লক এলাকার রাস্তা নির্মানের কথা। কিন্তু, দুর্গাপুর পৌরসভার প্রায় ১৬টা ওয়ার্ড রয়েছে পূর্ব বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত। তারমধ্যে ১ থেকে ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কোনো প্রান্তরেই তেমন দেখা মেলেনি বর্তমান বিধায়কের নজর কাড়া কোন কাজ, যা আক্ষেপ ইস্পাত নগরীর বাসিন্দাদের। ইস্পাত নগরীর এ-জোন, বি-জোন, সি-জোন এলাকার তৃণমূল কর্মীদের মধেও লক্ষ্য করা গেছে ক্ষোভ। তাদের কথায়, এক দল কামাচ্ছে আর একদল হাঁপাচ্ছে। গত পাঁচ বছর ধরে এই ১০টা ওয়ার্ডের উন্নয়নের কাজ করেছে কেবল দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার নগর প্রশাসন বিভাগ। তাও প্রতিটি ওয়ার্ডের রাস্তাঘাটের জরাজীর্ণ দশা। নালা, নর্দমাগুলো ঢেকে গেছে ময়লা আর আবর্জনায়। কি দুরবস্থা! ইস্পাত নগরী কোয়ার্টারগুলোর স্ট্রিটের ভেতরে বেশিরভাগ জায়গায় আলো নেই, আগাছা ভর্তি, নজর নেই কারোর। সন্ধ্যে নামতেই অন্ধকারে ঢেকে যায় গোটা এলাকা।

● ভোটারদের মধ্যে রয়েছে ক্ষোভ

কে ভোট দেবে? স্থানীয় ভোটারদের এবার ক্ষোভ রয়েছে। অথচ ইস্পাত নগরীর বুকে মন্ত্রী আর সাংসদের সুবিশাল বাংলো রয়েছে তার চারিধার ঝা চকচকে করে রাখা হয়েছে। আর আমজনতা নিপাত যাক। কোনো দলই ভোট প্রচারে রাত্রিবেলায় এলাকায় বিশেষ যায় না। এলাকার রাতের দৃশ্য তারা দেখেন না। তাহলে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা ভোটের আগে এবার দিদির আদর্শ-উন্নয়নকে পাথেয় করবে কি করে ?

● শহর কেন্দ্রিক ভোটে অসফল তৃণমূল

শহরকেন্দ্রিক ভোট তৃণমূল পায় না। কাঁকসা ব্লকের কিছু গ্রামের ভোটে জয় পেয়ে আসছে তৃণমূল। তবে এবার তাতেও ভাটা পরার ইঙ্গিত মিলছে।

● বিজেপি প্রার্থীর উপর সিটের ভাগ্য

শহরকেন্দ্রিক ভোটে লিড পেতে অসফল তৃণমূল। এবারও তার ব্যাতিক্রম হবার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। এর মধ্যে বিরোধী দল হিসাবে বিজেপি যদি জোরালো প্রার্থী দেয়, তাহলে কাঁকসা ব্লকের ভোটটাও টানা মুশকিল হয়ে যাবে শাসকদলের।

● হাড্ডাহাড়ি লড়াইয়ের সম্ভাবনা

তবে এবার ২৬-এর নির্বাচনে দুপক্ষের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবেই। বিজেপিকে লোকবল বাড়াতে হবে। তবে, এযাবৎ বিজেপির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য তেমন কোন পরিকল্পনা দেখা যায়নি। তা সত্বেও তারা ভোট তুলে আনে অবাধে। 'শাসক কে নয়' এই চিন্তায় অনেকেই ভোট দেয় বিরোধী শিবিরে, যার ফল পায় প্রধান বিরোধী দল। সিপিএম, কংগ্রেস-কে শিল্পাঞ্চলের মানুষ আর অত গুরুত্ব দিচ্ছে না, যা প্রকাশ পেয়েছে।

● গত পরিসংখ্যান কি বলছে ?

২০১১ সালে দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভার চিত্রটা অনেকটাই বদলে ফেলেছিল তৃণমূল। প্রয়াত নিখিল ব্যানার্জি তৃণমূলের প্রার্থী হয়ে জিতেছিলেন সিপিএম প্রার্থী আলপনা চৌধুরীর বিরুদ্ধে। বিজেপির লক্ষ্মণ ঘড়ুই ছিলেন তৃতীয় স্থানে। নিখিল ব্যানার্জি ভোট পেয়েছিলেন ৮৭ হাজার ০৫০ ভোট। সিপিএমের আলপনা ভোট পেয়েছিল ৭৮ হাজার ৪৮৪ ভোট। বিজেপির লক্ষণ ঘড়ুই ভোট পায় ৭ হাজার ৪৪৯। তখন থেকেই বিজেপি খাতা খুলে ফেলেছিল। ২০১৬ সালের ভোটের চিত্রটা পাল্টে গিয়ে সিপিএমের দিকে গিয়েছিল। তৃণমূল প্রার্থী প্রদীপ মজুমদারকে হারিয়ে বিধায়ক হন সিপিএমের সন্তোষ দেবরায়। সন্তোষবাবু পান ৮৪ হাজার ২০০ ভোট। আর তৃণমূলের প্রদীপ মজুমদার পায় ৭৫ হাজার ০৬৯ ভোট। বিজেপির অখিল মন্ডল ভোট পেয়েছিলেন ২৩ হাজার ৩০২। সিপিএম রীতিমতো নিজেদের ক্যারিশমায় পূর্ব বিধানসভার আসনটি জয় করে নেয়। ২০২১-এ আবার ফিরে আসে তৃণমূল। জয় পায় প্রদীপ মজুমদার। তিনি ভোট পান ৭৯ হাজার ৩০৩ ভোট। বিজেপির কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরীকে হারিয়ে। দীপ্তাংশু ভোট পেয়েছিলেন ৭৫ হাজার ৫৫৭। ২৯ হাজার ০৬৩ ভোট সংগ্রহ করেন সিপিএমের আভাস চৌধুরী।

● উপসংহার

২০১৬ সাল থেকে তৃণমূল প্রার্থী প্রদীপ মজুমদার ভোটের বাজার দখল করতে শুরু করেন। গত পাঁচ বছরে এই কেন্দ্রের মানুষের সঙ্গে আবহাওয়ায় যোগাযোগ কম হওয়ায় উনার গ্রহণযোগ্যতা অনেকটাই কমেছে। ভোট বাক্সে তার প্রভাব অবশ্যই পড়বে। এবারও তিনি প্রার্থী হলে সাময়িকভাবে সাধারণ মানুষকে পাশে পাবেন কতটা, তার উত্তর মিলবে ভোটের ফলাফলে। তবে, বিরোধী দল বিজেপি যদি স্থানীয় এবং গ্রহণযোগ্য প্রার্থী দেয়, সেক্ষেত্রে ভোটের সমীকরণে ব্যাপক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

কালো পতাকা ও 'গো ব্যাক' স্লোগান জ্ঞানেশ কুমারকে

প্রতিবাদ উপেক্ষা করেই কালীঘাটে পুজো

সকালের শিরোনাম

সুষমা পাল মন্ডল

বাংলায় পা রাখতেই নজিরবিহীন বিক্ষোভের মুখে পড়লেন দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। ভোট প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে রবিবার রাতেই রাজ্যে এসেছে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। এদিন, রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বৈঠক করার কথা রয়েছে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের। তার আগে সোমবার সকালে কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে বিক্ষোভকারীদের রোষের মুখে পড়েন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাড়ায় তাঁকে ঘিরে ধরে কালো পতাকা দেখানোর পাশাপাশি ওঠে 'গো ব্যাক' স্লোগান। তবে এই বিক্ষোভ নিয়ে কোনো মন্তব্য না করেই মন্দির চত্বর ছাড়েন কমিশনার। তবে পুজো দিয়ে বেরিয়ে সকলের মঙ্গল কামনা করেছেন তিনি। রবিবার রাতে তিন দিনের সফরে কলকাতায় এসেছে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার-সহ মোট ১২ জন এসেছেন বঙ্গে। তাঁদের স্বাগত জানাতে রবিবার রাতে বিমানবন্দরে গিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব ও মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। কিন্তু শহরে পা দিয়েই বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়

এরপর ৪ পৃঃ

জ্ঞানেশ কুমারের কাছে অনুরোধ তৃণমূলের প্রতিনিধিদের

অনুরোধ করব, যাতে কোনও বৈধ নাগরিক ভোটাধিকার থেকে বাদ না পড়ে

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

বিজেপি-এর কথায় তালিকা তৈরি করেছেন। এটা ভুল হয়েছে। আপনার ভুল হয়ে গেছে। করব, যাতে কোনও বৈধ নাগরিক ভোটাধিঅনুরোধকার থেকে বাদ না পড়ে'। এভাবেই সোমবার কলকাতায় জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সামনে বাংলার বৈধ ভোটারদের বাদ না দেওয়ার আবেদন জানালো তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। রবিবার রাতেই কলকাতায় এসেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। নেতৃত্বে রয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। তবে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের যথেষ্ট বেশি সময় দেওয়া হলেও তৃণমূলের প্রতিনিধি দলকে একেবারে শেষে অত্যন্ত অল্প সময় দেওয়া হয়েছিল বলে বৈঠকের পরে অভিযোগ জানান তৃণমূল প্রতিনিধি দলের সদস্য তথা রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং ফিরহাদ হাকিমেরা। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের টিকিটের সদ্য রাজ্যসভার সাংসদ নির্বাচিত হওয়া পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল রাজীব কুমার। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার

এরপর ৪ পৃঃ

ধর্নার চতুর্থ দিন

যদি নিজেদের ১৩ টা বাজাতে না চান তাহলে বিজেপির অপ্রচারে কেউ ভুল বুঝবেন না - হুঁশিয়ারি মমতার

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

যদি নিজেদের ১৩টা বাজাতে না চান তাহলে বিজেপির অপ্রচারে কেউ ভুল বুঝবেন না।' এভাবেই আজ ধর্মতলার ধরনা মঞ্চ থেকে বাংলার মানুষকে সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ধরনার চতুর্থদিনে বিজেপির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চ থেকে তিনি বলেন, বিজেপির তরফে ধরনামঞ্চের আশেপাশে লিফলেট বিলি করা হচ্ছে। এজেন্সিকে দিয়ে এ কাজ করানো হচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি। এরপরই অভিযুক্তদের হাতেনাতে ধরার নির্দেশ দেন মমতা। মন্ত্রী শশী পাঁজাকে দ্রুত এফআইআর করতে বলেছেন তিনি। পাশাপাশি সকলকে আশেপাশে নজর রাখার নির্দেশও দেন তিনি। জানা যাচ্ছে, ইতিমধ্যেই একজনকে হাতেনাতে ধরা হয়েছে। সোমবার সকালে মঞ্চ থেকেই বিস্ফোরক অভিযোগ করেন তিনি। জানান, ধরনামঞ্চের আশেপাশে বিজেপির তরফে লিফলেট বিলি করা হচ্ছে। মমতা বলেন, 'বিজেপি ধরনামঞ্চের কাছে লিফলেট বিলি করাচ্ছে। এদের হাতে নাতে ধরতে হবে। গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত ওদের, ভোট চোর। শশী পাঁজাকে দায়িত্ব দিচ্ছি এদের বিরুদ্ধে এফ আই আর করুক। এখানে ওদের ঢোকার অধিকার নেই। অন্যায় করলে ফোঁস করতে হয়। এদের হাতে নাতে ধরুন।' মমতা আরও বলেন, 'সবাইকে আমি সতর্ক করছি। ধরনার জায়গায় নজর রাখুন। কোথায় গেল ওরা? পালিয়েছে বোধহয়। এদের আমাদের ধরতেই হবে।' এরপরই ধর্মতলা চত্বরে তল্লাশি চালিয়ে

এরপর ৪ পৃঃ

১৬ দফা দাবি কমিশনে জমা বিজেপি প্রতিনিধি দলের

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

একুশের বিধানসভা নির্বাচনের মতো বাংলায় আট দফায় ভোট নয়, ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় এক দফা অথবা সর্বোচ্চ দুই দফায় ভোট করার দাবি জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে জানালো বঙ্গ বিজেপি। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বাংলার সিপিএমও দাবি জানিয়েছে দুই দফায় ভোট হলেও আপত্তি নেই। সোমবার নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এবং তাঁর টিমের সঙ্গে বৈঠক করে বেরিয়ে এমনটাই জানিয়েছে দুই দলের প্রতিনিধিরা। বিজেপির প্রতিনিধি দলে ছিলেন তাপস রায়, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় এবং শিশির বাজোরিয়া। সিপিএমের তরফে দেখা করলেন, মহম্মদ সেলিম ও শমীক লাহিড়ি। বিজেপির পক্ষে শিশির বাজোরিয়া সাংবাদিকদের বলেন, 'আমাদের প্রথম দাবি হলো নির্বাচন এক, দুই বা সর্বোচ্চ তিন দফায় করা হোক। সাত বা আট দফা নির্বাচনের কোনও প্রয়োজন নেই।' বিজেপি প্রতিনিধিদল নির্বাচন কমিশনের কাছে মোট ১৬ দফা দাবির একটি স্মারকলিপি জমা দিয়েছে। বৈঠকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সাধু এবং বিবেক জোশি উপস্থিত ছিলেন। বিজেপির তিন

এরপর ৪ পৃঃ

খামেনেইয়ের উত্তরসূরি পুত্র মোজতবা

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

জল্পনার অবসান। জল্পনা ছিলই, সোমবার তাতে সরকারি সিলমোহর দিল তেহরান। আমেরিকার রক্তচক্ষু আর ইজরায়েলি ড্রোন হামলার আবহে ইরানের পরবর্তী সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে ঘোষিত হল আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের পুত্র মোজতবা খামেনেইয়ের নাম। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি মার্কিন-ইজরায়েল যৌথ হামলায় খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর থেকেই অভিভাবকহীন ছিল শিয়া দেশটি। সোমবার ৮৮ সদস্যের 'অ্যাসেম্বলি অফ এক্সপার্ট্স' বা বিশেষজ্ঞ সভা মোজতবাকেই সর্বোচ্চ ক্ষমতা অর্পণ করল। এর ফলে ইরানের শাসনব্যবস্থা থেকে শুরু করে সামরিক সিদ্ধান্ত সব ক্ষেত্রেই মোজতবার কথাই এখন থেকে চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।বাবার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার নিয়ে টানাপড়েন চললেও শেষ পর্যন্ত খামেনেই-পুত্রের ওপরেই আস্থা রাখল প্রশাসন। এই ঘোষণার পরেই ইরানের রেভলিউশনারি গার্ড বাহিনী বা আইআরজিসি নতুন নেতার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে। যদিও এই সিদ্ধান্ত ঘিরে মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনার পারদ চড়েছে কয়েক গুণ। ইজরায়েলি বাহিনী (আইডিএফ) সাফ জানিয়েছে, 'খামেনেইয়ের কুর্সিতে যিনি বসবেন, তিনিই হবেন পরবর্তী নিশানা।' এমনকি এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদেরও নিকেশ করার হুমকি দিয়েছে তেল আবিব। তা সত্ত্বেও পিছু না হটে মোজতবাকে সামনে এনে ইরান বুঝিয়ে দিল, তারা পশ্চিমী চাপের কাছে মাথা নোয়াতে নারাজ।আমেরিকার নবনির্বাচিত

এরপর ৪ পৃঃ

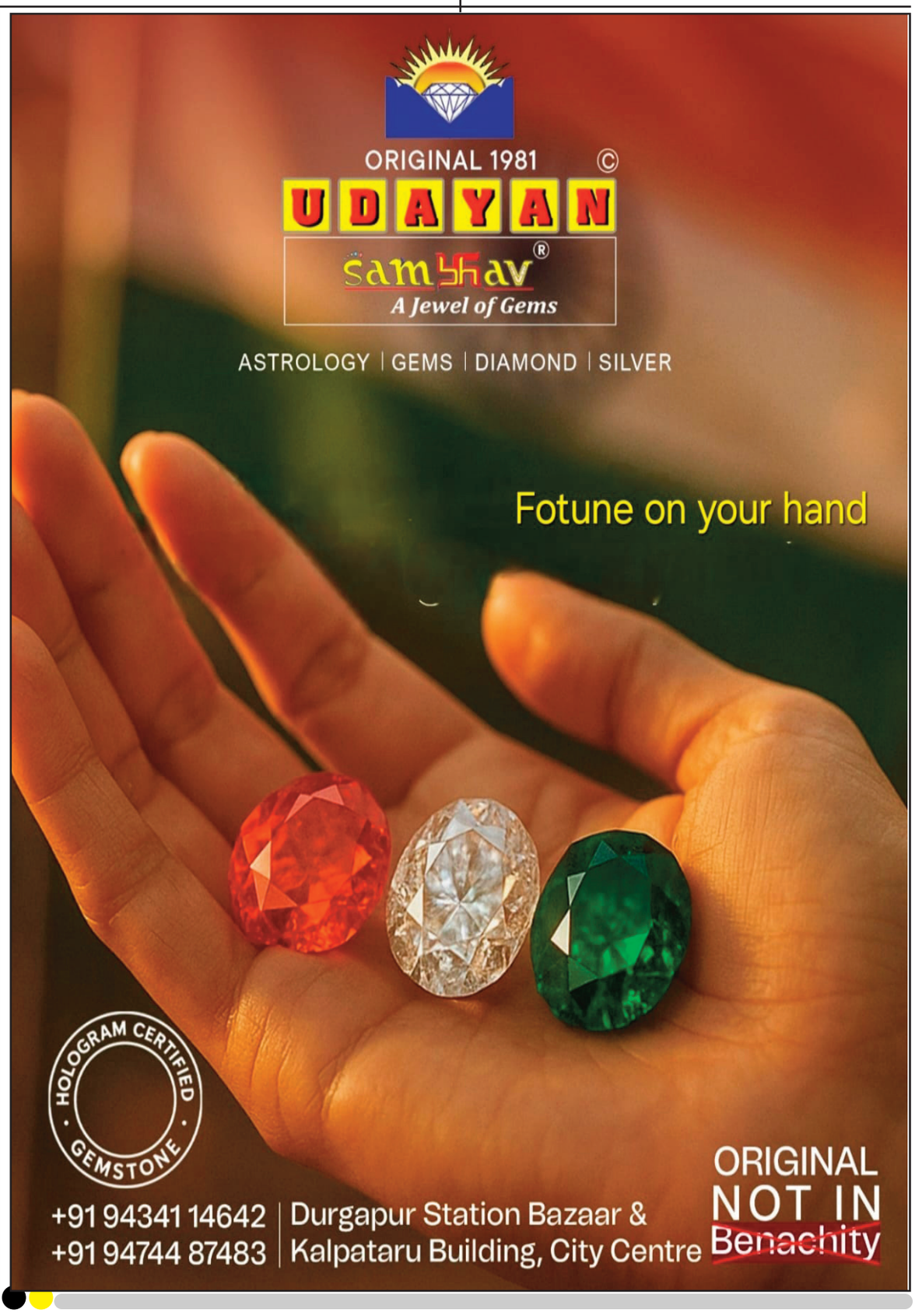

নির্বাচিত তৃণমূলের চার ও বিজেপির এক রাজ্যসভার সাংসদ

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

প্রত্যাশিতভাবেই বাংলা থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হলেন তৃণমূলের চার মনোনীত প্রার্থী। পাশাপাশি বিজেপি থেকেও রাজ্য সভায় নির্বাচিত হলেন রাহুল সিনহা। বাংলার বিধানসভায় বিধায়কের সংখ্যার নিরিখে রাজ্যসভার এই পাঁচ আসনে তৃণমূল এবং বিজেপির মনোনীত প্রার্থীদের জয় ছিল প্রত্যাশিত। সেইমতো

এরপর ৪ পৃঃ

মলয় ঘটকের ক্ষমতা খর্ব করলেন মমতা

লাগাতার ব্যর্থতায় তিরস্কার ধরনা মঞ্চেই

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

বাংলার ভোটার তালিকায় স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর প্রক্রিয়ার আবহে আদালতে একের পর এক ব্যর্থতার জেরে রাজ্যের আইন মন্ত্রী মলয় ঘটকের ক্ষমতা খর্ব করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, ধর্মতলায় ধরনা মঞ্চ থেকেই ব্যক্তিগত আলাপচারিতার সময় আইন মন্ত্রী মলয় ঘটকের প্রতি রীতিমতো উষ্মা প্রকাশ করে তাকে আপাতত দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় সিদ্ধান্ত না নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে। আপাতত আইন দপ্তরের কার্যকলাপ মুখ্যমন্ত্রী নিজেই চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে নেবেন বলে জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত এর আগেই তৃণমূলের লিগ্যাল সেলের দায়িত্ব আইন মন্ত্রী মলয় ঘটকের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চন্দ্রিমার হাতে দিয়েছিলেন মমতা। এনিয়ে প্রকাশ্যে কেউ মুখ না খুললেও দলীয় সূত্রে খবর, দফতরের কাজে মাথা না গলাতে বারণ করা হয়েছে আইনমন্ত্রীকে। একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, বার কাউন্সিলের নির্বাচন নিয়ে জটিলতার সূত্রপাত। সোম ও মঙ্গলবার বার কাউন্সিলের নির্বাচন। জানা যাচ্ছে, এই নির্বাচনেই মলয়ের কিছু পদক্ষেপ নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন নেত্রী। তা নিয়ে আলোচনার জন্য মলয়কে

এরপর ৪ পৃঃ

সকালের শিরোনাম

সম্পাদকীয়

১০ মার্চ ২০২৬, মঙ্গলবার

আন্তর্জাতিক উদ্বেগ...

মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে উত্তেজনার আগুন জ্বলছে। ইরানে সাম্প্রতিক সামরিক অভিযানে বহু বেসামরিক নাগরিক নিহত হওয়ার ঘটনায় আন্তর্জাতিক মহলে উদ্বেগ বাড়লেও কার্যকর পদক্ষেপের অভাব নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিশেষ করে জাতিসংঘের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগাছি। তাঁর বক্তব্য, এই সংঘাত থামাতে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর দায়িত্ব আরও দৃঢ়ভাবে পালন করা উচিত ছিল।আরাঘচির অভিযোগ,আমেরিকা এবং ইজরাইল-এর সামরিক অভিযানে শত শত নিরপরাধ ইরানি নাগরিক প্রাণ হারিয়েছেন। অথচ পরিস্থিতির ভয়াবহতা সত্ত্বেও জাতিসংঘ এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট কার্যকর উদ্যোগ নেয়নি। তাঁর মতে, আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের প্রশ্নে জাতিসংঘের আরও স্পষ্ট এবং দৃঢ় অবস্থান নেওয়া জরুরি ছিল।এই প্রসঙ্গে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তেনিও গুতেরস সম্প্রতি বিশ্ব অর্থনীতির সম্ভাব্য ঝুঁকি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানান। কিন্তু আরাঘচির মতে, বিষয়টিকে শুধুমাত্র 'সংঘাত' বা 'লড়াই' হিসেবে দেখলে বাস্তব পরিস্থিতি আড়াল হয়ে যায়। তাঁর দাবি, এটি প্রকৃতপক্ষে দুটি শক্তিধর দেশের পক্ষ থেকে ইরানের বিরুদ্ধে একতরফা আগ্রাসন।আরাঘচি আরও বলেন, বিশ্ব অর্থনীতির ক্ষতির আশঙ্কা নিয়ে আলোচনা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই মানবিক বিপর্যয়ের দিকটিও সমান গুরুত্ব পাওয়া উচিত। তাঁর দাবি অনুযায়ী, গত সাত দিনে হামলায় বহু সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছেন। এমনকি ইরানের মিনাব শহরে ১৭৫ জন শিশুর মৃত্যুর কথাও তিনি উল্লেখ করেন যা আন্তর্জাতিক বিবেককে নাড়া দেওয়ার মতো ঘটনা। এই সংঘাতের পেছনে রয়েছে আরও জটিল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট।গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আল খামেইনি এবং শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তাদের হত্যাকাণ্ডের ঘটনার পর পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ইরানের দাবি, এরপরই যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল তাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করে।পাল্টা জবাবে ইরানের সশস্ত্র বাহিনীও বিভিন্ন স্থানে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে।তবে প্রশ্ন উঠছে, এই সংঘাতের শেষ কোথায় ? প্রতিটি যুদ্ধই শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে। শিশু, নারী ও নিরস্ত্র নাগরিকরাই হয়ে ওঠেন সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী। তাই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দায়িত্ব কেবল উদ্বেগ প্রকাশে সীমাবদ্ধ থাকা নয় বরং বাস্তব পদক্ষেপের মাধ্যমে শান্তির পথ তৈরি করা।বর্তমান পরিস্থিতি আবারও মনে করিয়ে দেয় বৈশ্বিক শান্তি রক্ষায় জাতিসংঘের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। যদি এই ধরনের সংঘাতে দ্রুত এবং কার্যকর হস্তক্ষেপ না করা হয় তবে মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতা আরও ভয়াবহ আকার নিতে পারে। আর সেই আগুনের আঁচ শেষ পর্যন্ত বিশ্বকেও স্পর্শ করবে।

স্মৃতির পাতা থেকে

আল মাহমুদ

আল মাহমুদ (১১ জুলাই ১৯৩৬ , ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯) ছিলেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি। তিনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, ছোটগল্প লেখক, শিশুসাহিত্যিক এবং সাংবাদিক ছিলেন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াংশে সক্রিয় থেকে তিনি আধুনিক বাংলা কবিতাকে নতুন আঙ্গিকে, চেতনায় ও বাক্ ভঙ্গীতে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছেন।১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন প্রবাসী সরকারের দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত সরকার বিরোধী সংবাদপত্র দৈনিক গণকণ্ঠ (১৯৭২-১৯৭৪) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।১৯৫০-এর দশকে যে কয়েকজন লেখক বাংলা ভাষা আন্দোলন, জাতীয়তাবাদ, রাজনীতি, অর্থনৈতিক নিপীড়ন এবং পশ্চিম পাকিস্তানি সরকার বিরোধী আন্দোলন নিয়ে লিখেছেন তাদের মধ্যে মাহমুদ একজন। লোক লোকান্তর (১৯৬৩), কালের কলস (১৯৬৬), সোনালী কাবিন (১৯৭৩), মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো ইত্যাদি তার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।কবি আল মাহমুদ তার অনবদ্য গল্প ও উপন্যাসের জন্যও খ্যতি অর্জন করেছিলেন।আল মাহমুদ ১৯৩৬ সালের ১১ জুলাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মোড়াইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।তার পিতৃপ্রদত্ত নাম মীর আবদুস শুকুর আল মাহমুদ। তার পিতার নাম মীর আবদুর রব ও মাতার নাম রওশন আরা মীর। তার দাদার নাম আব্দুল ওহাব মোল্লা; যিনি হবিগঞ্জ জেলায় জমিদার ছিলেন।কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি থানার সাধনা হাই স্কুল এবং পরে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড হাই স্কুলে পড়ালেখা করেন। মূলত এই সময় থেকেই তার লেখালেখির শুরু। আল মাহমুদ বেড়ে উঠেছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। তিনি মধ্যযুগীয় প্রণয়োপাখ্যান, বৈষ্ণব পদাবলি, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল প্রমুখের সাহিত্য পাঠ করে ঢাকায় আসার পর কাব্য সাধনা শুরু করেন এবং ষাটের দশকেই স্বীকৃতি ও পাঠকপ্রিয়তা লাভ করেন।সংবাদপত্রে লেখালেখির সূত্র ধরে ১৯৫৪ সালে মাহমুদ ঢাকা আগমন করেন। সমকালীন বাংলা সাপ্তাহিক পত্র/পত্রিকার মধ্যে কবি আব্দুর রশীদ ওয়াসেকপুরী সম্পাদিত ও নাজমুল হক প্রকাশিত সাপ্তাহিক কাফেলা পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন। পাশাপাশি তিনি দৈনিক মিল্লাত পত্রিকায় প্রুফ রিডার হিসেবে সাংবাদিকতা জগতে পদচারণা শুরু করেন। ১৯৫৫ সাল কবি আব্দুর রশীদ ওয়াসেকপুরী কাফেলা পত্রিকার চাকরি ছেড়ে দিলে তিনি সেখানে সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন।১৯৭১ সালে তিনি ভারত গমন করেন এবং মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। যুদ্ধের পরে দৈনিক গণকণ্ঠ নামক পত্রিকায় প্রতিষ্ঠা-সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। সম্পাদক থাকাকালীন সরকারের বিরুদ্ধে লেখার কারণে এক বছরের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়।১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পর তিনি গল্প লেখার দিকে মনোযোগী হন। ১৯৭৫ সালে তার প্রথম ছোটগল্প গ্রন্থ পানকৌড়ির রক্ত প্রকাশিত হয়। পরে

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাকে শিল্পকলা একাডেমির গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের সহপরিচালক পদে নিয়োগ দেন। দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালনের পর তিনি পরিচালক হন। পরিচালক পদ থেকে ১৯৯৩ সালে অবসর গ্রহণ করেন।তার সাহিত্য চর্চার প্রথম দিকের সময় তিনি সমাজতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। ১৯৫৪ সাল অর্থাৎ ১৮ বছর বয়স থেকে তার কবিতা প্রকাশ পেতে থাকে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত সমকাল পত্রিকা এবং কলকাতার নতুন সাহিত্য, চতুষ্কোণ, ময়ূখ ও কৃত্তিবাস ও বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় লেখালেখির সুবাদে ঢাকা-কলকাতার পাঠকদের কাছে তার নাম পরিচিত হয়ে ওঠে এবং তাকে নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয়। কাব্যগ্রন্থ লোক লোকান্তর (১৯৬৩) সর্বপ্রথম তাকে স্বনামধন্য কবিদের সারিতে জায়গা করে দেয়। এরপর কালের কলস (১৯৬৬), সোনালি কাবিন (১৯৭৩), মায়াবী পর্দা দুলে উঠো (১৯৭৬) কাব্যগ্রন্থগুলো তাকে প্রথম সারির কবি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। ১৯৯৩ সালে বের হয় তার প্রথম উপন্যাস কবি ও কোলাহল।তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার নগরকেন্দ্রিক প্রেক্ষাপটে ভাটি বাংলার জনজীবন, গ্রামীণ আবহ, নদীনির্ভর জনপদ, চরাঞ্চলের জীবনপ্রবাহ এবং নরনারীর চিরন্তন প্রেম-বিরহকে তার কবিতায় অবলম্বন করেন। নারী ও প্রেমের বিষয়টি তার কবিতায় ব্যাপকভাবে এসেছে। উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী হিসেবে নারীর যৌনতা, আকাঙ্ক্ষা ও ভোগের লালসাকে তিনি শিল্পের অংশ হিসেবেই দেখিয়েছেন। আধুনিক বাংলা ভাষার প্রচলিত কাঠামোর মধ্যে স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততায় আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ তার অনন্য কীর্তি।১৯৬৮ সালে 'লোক লোকান্তর' ও 'কালের কলস' নামে দুটি কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। তার সবচেয়ে সাড়া জাগানো সাহিত্যকর্ম সোনালি কাবিন। ১৯৭০-এর দশকের শেষার্ধ তার কবিতায় বিশ্বস্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস উৎকীর্ণ হতে থাকে; এর জন্য তিনি প্রগতিশীলদের সমালোচনার মুখোমুখি হন। ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত হয় তার প্রথম উপন্যাস কবি ও কোলাহল। কোনো কোনো তাত্ত্বিকের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, বিশ্বাসগ্রস্ততার কারণে তার বেশকিছু কবিতা লোকায়তিক সাহিত্যদর্শন দৃষ্টান্তবাদ দ্বারা অগ্রহণযোগ্য। তবে একথাও সত্য, কবিতায় দর্শন থাকে, কিন্তু দর্শন দ্বারা কবিতা নিয়ন্ত্রিত নয়, কবিতা আবেগের কারবার।

বিস্মৃতির বারোভূঁইয়া ঃ কালু ভূঁইয়া

বনভূমির অদম্য প্রহরী

সুনীপম মহাকুল

সব ইতিহাস কাগজে লেখা থাকে না। কিছু ইতিহাস লুকিয়ে থাকে দিঘির জলে, জঙ্গলের অন্ধকারে, আর গ্রামের বুড়ো মানুষের গলায়। রাত নামলে, সুবর্ণরেখার দিক থেকে যখন হাওয়া আসে, তখন নয়াগ্রামের মাটি যেন এখনও খুব আস্তে একটা নাম উচ্চারণ করে; কালু ভূঁইয়া। তিনি কি নিছক লোককথা? নাকি সত্যিই ছিলেন জঙ্গলমহলের এক বিস্মৃত ভূঁইয়া-রাজা, যাঁর রাজদণ্ড ছিল মাটির উপরে, আর শপথ ছিল বনভূমি রক্ষার? দলিল তাঁর কথা কম বলেছে, কিন্তু স্মৃতি তাঁকে ভোলেনি। আর সেই স্মৃতির ভেতরেই জন্ম নিয়েছে রাউতমণি, কুসুম আর রক্তে-রাঙা এক যুদ্ধের কাহিনি। লোকশ্রুতি আর সাম্প্রতিক স্থানীয় গবেষণা মিলিয়ে কালু ভূঁইয়ার কাহিনিকে সাধারণত আঠারো শতকের প্রথমার্ধ থেকে মধ্যভাগে, অর্থাৎ বর্গি-আতঙ্কের সময়পর্বে বসানো হয়। বাংলায় মারাঠা বা বর্গি আক্রমণের প্রধান সময় ছিল ১৭৪২ থেকে ১৭৫১; সুবর্ণরেখা-সংলগ্ন পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাও তার অভিঘাতে কেঁপে উঠেছিল। তাই কালু ভূঁইয়ার যুদ্ধকাহিনির সম্ভাব্য সময়ও এই পর্বের আশেপাশে ধরা হয়। তবে নির্দিষ্ট সাল, মাস, দিন;এমন প্রামাণ্য তারিখ এখনো স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না। তখন জঙ্গলমহল ছিল অন্যরকম। পথ ছিল কম, ভয় ছিল বেশি। গড়ের চারদিকে বন, বনের পরে জল, জলের পরে আরও অনিশ্চয়তা।

সেই সময় কুলটিকরি গড়ের রাজা বলে পরিচিত ছিলেন কালু ভূঁইয়া। লোকমুখে তিনি শুধু এক ভূঁইয়া নন, বারোভূঁইয়ার একজন;অর্থাৎ বহিরাগত শক্তির সামনে মাথা নোয়াতে নারাজ সেইসব স্থানীয় প্রভুদের একজন, যাঁরা নিজেদের মাটি নিজেরাই রক্ষা করতেন। তাঁর রাজত্ব নাকি বিস্তৃত ছিল রখণি, পাটাশোল, জঙ্গলকুড়চি, কুলটিকরি পেরিয়ে কেশিয়ারির পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত। আজ যাকে আমরা মানচিত্রে কেবল কয়েকটি এলাকা বলে চিনে নিই, তখন সেগুলো ছিল তাঁর শপথের বনভূমি। কালু ভূঁইয়ার ঘরেও ছিল আলো। তাঁর রানির নাম কুসুম। আর তাঁদের কন্যা;রাউতমণি। লোককথা বলে, রাউতমণির রূপের কথা শুধু পাশের জনপদে নয়, দূরদেশেও পৌঁছে গিয়েছিল। জঙ্গলের ভিতরে থাকা রাজবাড়ির জানলা দিয়ে নাকি সন্ধের আলো যেমন ঢুকত, তেমনই ঢুকে পড়েছিল রাজকন্যার সৌন্দর্যের গল্প। সেই গল্প গিয়ে পৌঁছয় ওড়িশার রাজদরবারে। সেখান থেকেই শুরু হয় কাহিনির বাঁক। খুরদা বা পুরীর গজপতি বংশের এক দিব্যসিংহ নাকি রাউতমণিকে বিয়ে করতে চান;এমনটাই লোকশ্রুতি।

কিন্তু এখানেই ইতিহাস একটু কুয়াশায় ঢেকে যায়। কারণ ওড়িশার গজপতি বংশে দিব্যসিংহ দেবা নামে একাধিক রাজা ছিলেন;একজনের শাসনকাল ১৬৮৯, ১৭১৬, আরেকজনের ১৭৯৩,১৭৯৮। ফলে লোককথার 'দিব্যসিংহ'কে ঠিক কোন ঐতিহাসিক রাজা হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে, তা নিশ্চিত নয়। তাই এই অংশটিকে লোকঐতিহ্যনির্ভর আখ্যান হিসেবেই দেখা নিরাপদ। কিন্তু গল্প তো সেখানেই তার আসল ডানা মেলে। দূত এল। প্রস্তাব এল। বলা হল, রাউতমণিকে চাওয়া হচ্ছে। জঙ্গলের রাজপ্রাসাদে নিশ্চয়ই সেদিন নিস্তব্ধতা নেমেছিল। রানির চোখে হয়তো উদ্বেগ ছিল, সভাসদদের মনে ছিল শঙ্কা। কারণ এ কেবল বিয়ের প্রস্তাব নয়;এ ছিল ক্ষমতার ভাষা। রাজকন্যাকে চাইবার অর্থ, রাজবাড়ির দোরগোড়ায় নিজের দাবি পুঁতে দেওয়া। কালু ভূঁইয়া নাকি সেদিন মাথা নত করেননি। লোককথা বলে, তিনি সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন অপমানের সঙ্গেই। বহিরাগত শক্তিকে তিনি 'ডাকাত সর্দার' বলে তুচ্ছ করেছিলেন। কথাটা সত্যি হোক বা কিংবদন্তির আগুনে আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠুক, এই প্রত্যাখ্যানই কালু ভূঁইয়ার চরিত্রকে গড়ে দেয়;তিনি দমে যাওয়ার মানুষ নন, বনভূমি তাঁর, সিদ্ধান্তও তাঁর। তারপর আকাশ বদলে গেল।একদিন ভোরে হয়তো জঙ্গলের পাখিরা হঠাৎ চমকে উড়েছিল। দূর থেকে শোনা গিয়েছিল ঘোড়ার শব্দ। মাটি কেঁপে উঠেছিল। দিব্যসিংহের সৈন্যদল নেমে এসেছে। কুসমা দিঘির জল তখনও শান্ত, কিন্তু চারদিকের বাতাসে জমে উঠছে যুদ্ধের গন্ধ। রানি কুসুম আর রাউতমণি তখন গড়ের অন্তঃপুরে। বাইরে কালু ভূঁইয়া অস্ত্র হাতে প্রস্তুত। তারপর শুরু হল সেই যুদ্ধ, যার নাম আজও লোকমুখে বেঁচে আছে। রণডাঙায় নাকি টানা সাত দিন লড়াই চলেছিল। দিন গড়িয়ে রাত, রাত গড়িয়ে সকাল;তবু তলোয়ার থামেনি। বন কেঁপেছে, মাটি ফেটেছে, আর মানুষের আর্তনাদ মিশে গেছে ঢাকের শব্দে। কালু ভূঁইয়ার মানুষজন জঙ্গল চিনত, পথ চিনত, মাটি চিনত। তারা জানত কোথায় দাঁড়ালে শত্রুর ঘোড়া দিশেহারা হবে, কোথায় তির ছুড়লে বনই ঢাল হয়ে উঠবে। প্রথম দিকে নাকি তারা প্রতিরোধও গড়ে তোলে প্রবলভাবে। কিন্তু বহিরাগত বাহিনী ছিল বড়, সজ্জিত, আর ক্রুদ্ধ। সপ্তম দিনের শেষে, লোকগাথা বলে, রক্ত এতটাই ঝরেছিল যে পাশের কুণ্ড লাল হয়ে যায়। সেই থেকেই জায়গার নাম;রক্তিয়াকুঁড়। নামের মধ্যেই রয়ে যায় যুদ্ধের দাগ। কালু ভূঁইয়া সেদিন পড়ে যান। বনভূমির প্রহরী মাটিতেই মিশে যান। তাঁর পতন ছিল শুধু একজন রাজার মৃত্যু নয়; ছিল এক জেদী স্বাধীনতার ভেঙে পড়া। তারপর আসে কাহিনির সবচেয়ে বিষাদময় দৃশ্য। রানি কুসুম বুঝেছিলেন, যুদ্ধ শেষ। প্রাসাদের প্রাচীর আর তাঁদের রক্ষা করবে না। লোককথা বলে, তিনি কুসমা দিঘির জলে আত্মবলিদান দেন। যেন নিজের নামের ফুলটিও নিজেই জলে ভাসিয়ে দিলেন। এই দৃশ্য ইতিহাসের দলিলে নেই, কিন্তু লোকস্মৃতিতে আছে অসম্ভব তীব্রতায়;এক রানি, এক দিঘি, আর চারপাশে ভাঙা রাজ্যের নীরবতা। রাউতমণির ভাগ্যও সেদিন তাঁর নিজের হাতে রইল না। লোকশ্রুতি বলে, দিব্যসিংহ তাঁকে বিয়ে করেন। আর সেই বিয়ের সঙ্গে যুক্ত হয় রাজ্যদখলের কাহিনি;দীপাকিয়ারচাঁদের উপর তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। এখানে প্রেম নেই, আছে পরাজয়ের পরিণতি; আছে রাজনীতির নির্মমতা। এক রাজকন্যা, যাকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ, শেষ পর্যন্ত সেই যুদ্ধেরই নীরব সাক্ষী হয়ে ওঠেন। কালু ভূঁইয়ার কাহিনির আরেকটি ধারা তাঁকে বর্গি-প্রতিরোধের নায়ক হিসেবেও মনে রাখে। বাংলায় বর্গি তাণ্ডবের সময়কাল ছিল মূলত ১৭৪২,১৭৫১, এবং পশ্চিম বাংলার বিস্তীর্ণ অংশে সে তাণ্ডব ছড়িয়ে পড়েছিল। স্থানীয় স্মৃতিতে কালু ভূঁইয়া নাকি সেই সময় ভূমিজ-আদিবাসী যোদ্ধাদের নিয়ে প্রতিরোধ গড়েছিলেন।

ফলে তাঁর কাহিনিতে দিব্যসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ আর বর্গি-আতঙ্ক;দুই স্মৃতি কখনও কখনও মিশে গেছে বলেই মনে হয়। এ কারণেই কালু ভূঁইয়ার জীবনকথাকে নির্দিষ্ট দলিলের ইতিহাসের চেয়ে লোকঐতিহ্যের মহাকাব্য বলা বেশি সঙ্গত। তাই কালু ভূঁইয়ার গল্প পড়তে গেলে তাকে কেবল তঠিক কত সালে কী হলদ এই মাপে ধরা যায় না। তবু সময়ের ফ্রেম যদি বসাতেই হয়, তবে বলা যায়;সম্ভাব্য সময়পর্ব ঃ আঠারো শতকের প্রথমার্ধ থেকে মধ্যভাগ। সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ঐতিহাসিক পটভূমি বর্গি-আতঙ্কের যুগ, ১৭৪২,১৭৫১ দিব্যসিংহ-পর্ব লোকশ্রুতি-ভিত্তিক; সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক দিব্যসিংহের পরিচয় নিশ্চিত নয়। আজ কুলটিকরির বাতাসে আর তলোয়ারের শব্দ নেই। কুসমা দিঘির জলে আর রক্তের আভা দেখা যায় না। রক্তিয়াকুঁড়ও হয়তো আজ এক নীরব ভূখণ্ড।

কিন্তু লোককথা কখনও পুরো মরে না। সে মাটির নিচে আগুন হয়ে থাকে। আর সেই আগুনেই এখনও জেগে ওঠে এক নাম;কালু ভূঁইয়া। বারোভূঁইয়ার বিস্মৃত এক ভূঁইয়া। বনভূমির অদম্য প্রহরী। যিনি হয়তো ইতিহাসের মোটা বইয়ে নেই, কিন্তু জঙ্গলমহলের রাতের বাতাসে আজও টিকে আছেন।

ব্যাবসা বাণিজ্য

নতুন মাল্টি-ক্রপ কীটনাশক 'টাকাই'

সকালের শিরোনাম

হুগলী

গোদরেজ অ্যাগ্রোভেট লিমিটেড, বাজারে আনল নতুন মাল্টি-ক্রপ কীটনাশক 'টাকাই'। ভারতের অন্যতম শীর্ষ বহুমুখী কৃষি-ব্যবসায়িক সংস্থা-গোদরেজ অ্যাগ্রোভেট লিমিটেড, লঞ্চ করেছে নতুন মাল্টি-ক্রপ কীটনাশক 'টাকাই'। আইএসকে জাপান-এর উন্নত সাইক্লাপ্রিন প্রযুক্তি দ্বারা চালিত এই টাকাই প্রধানত লেপিডপ্টেরান বা 'শুঁয়োপোকা-জাতীয়' পোকামাকড় যা ফসলের ক্ষতি করে, তার বিরুদ্ধে দ্রুত নিয়ন্ত্রণ এবং দীর্ঘস্থায়ী সুরক্ষা প্রদান করে।

এর ফলে কৃষকরা সামগ্রিকভাবে ফসলের স্বাস্থ্য উন্নত করতে সক্ষম হবেন। উন্নতমানের ফসল মিলবে। সংস্থাটি ধান, ভুট্টা, ছোলা এবং সয়াবিন ফসলের জন্য লেবেল অনুমোদন পেয়েছে। পাশাপাশি বাঁধাকপি ও লঙ্কা ফসলের জন্য লেবেল সম্প্রসারণের অনুমোদন বর্তমানে তাদের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বছরে প্রায় ১৫ মিলিয়ন টন ধান উৎপাদনের জন্য 'রাইস বোল অব ইন্ডিয়া' নামে সুপরিচিত;সেখানে লেপিডপ্টেরান জাতীয় পোকামাকড় কৃষি উৎপাদন ও কৃষকদের আয়ের ক্ষেত্রে বড়সড় ক্ষতির হুমকি তৈরি করছে। ধান চাষে ইয়েলো স্টেম বোরার ও লিফ ফোল্ডারের আক্রমণে তীব্র প্রাদুর্ভাবের সময় ফলনে ২০,৪০ শতাংশ পর্যন্ত ক্ষতি হতে পারে। অন্যদিকে ভুট্টা চাষে ফল আর্মিওয়ার্মের আক্রমণে সাধারণত ২৫,৩০ শতাংশ ক্ষতি দেখা যায়, যা চরম পরিস্থিতিতে বেড়ে ৬০,৬৫ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।

একইভাবে লঙ্কা ও বাঁধাকপির মতো সবজি ফসলেও অনুরূপ পোকামাকড়ের আক্রমণে ১৫,৩০ শতাংশ পর্যন্ত ক্ষতি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। পোকামাকড়, রোগ ও আগাছা যখন বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তখন সময়োপযোগী ও কার্যকর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল সুরক্ষা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। যাতে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি অর্থনীতি ও খাদ্য নিরাপত্তা টেকসই থাকে। কোম্পানির সিইও এন কে রাজাভেলু বলেন, 'পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে নিরাপত্তার কার্যকর ব্যবস্থাপনাই ভারতীয় কৃষকের সাফল্য নির্ধারণ করে। টাকাই-এর মাধ্যমে আমরা কৃষকদের এমন একটি সমাধান দিতে চাই, যা দ্রুত পোকার আক্রমণ বন্ধ করে দীর্ঘ সময় ধরে ফসল সুরক্ষা নিশ্চিত করে।

পশ্চিমবঙ্গের মতো একটি রাজ্যে, যেখানে ধানসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ফসল একাধিক মরশুমে চাষ করা হয় এবং পোকামাকড়ের আক্রমণের ঝুঁকি বেশি থাকে, সেখানে সময়মতো হস্তক্ষেপ আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। উন্নত মানের ফলন নিশ্চিত করতে সাহায্য করে'।

দ্য ওয়ান অ্যান্ড অনলি

সকালের শিরোনাম

অঞ্জু সরকার

দুর্গাপুর

ব্লেন্ডার্স প্রাইড প্যাকেজড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার হল সংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক। এবার তাদের একেবারে নতুন বিজ্ঞাপন নিয়ে এল। যার শিরোনাম, 'দ্য ওয়ান অ্যান্ড অনলি'। এ হল সাফল্যের নতুন এক আকর্ষণীয় আখ্যান। আজকের পৃথিবীতে সাফল্যের মাপকাঠিগুলো খুব বেশি করে দৃশ্যমান হয়ে উঠছে এবং সেখানে খুব ভিড় বেড়ে যাচ্ছে।

এমন অবস্থায় এই ব্র্যান্ড বেশ জোরের সঙ্গে প্রকাশ করছে এই চিরন্তন সত্য; সত্যিকারের সাফল্য নিহিত থাকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। যা বহু মানুষের ভালবাসা আদায় করে নেয় এবং এর সাহায্যেই একজন আলাদা এক জগৎ তৈরি করে ফেলে।

এই নতুন বিজ্ঞাপনে সেই মেজাজকেই ধরা রেখেছে। এই ভাবটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনজন প্রধান চরিত্র; অবন্তী নাগরথ, কিরণদীপ চহল ও মাহিকা শর্মা। প্রত্যেকেই এই ব্র্যান্ডের আলাদা দিকটির মূর্ত রূপ।

অবন্তী তাঁর নির্ভীক আত্মবিশ্বাস ও স্বাতন্ত্র্য দিয়ে নিজের ক্যারিসমা ছড়াচ্ছেন, কিরণদীপ তাঁর আকর্ষণীয় ও সুদৃঢ় উপস্থিতির মাধ্যমে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলছেন, এবং মাহিকা তাঁর ধীরতা ও স্থিরতার জন্য যে-সমাদর লাভ করেন তার সাহায্যে বিস্ময় জাগিয়ে তুলছেন।

তাঁরা সবাই এক উচ্চাকাঙ্ক্ষার জগতে আছেন নিজেদের মধ্যে থাকা অনেকগুলি মিল নিয়ে। তবুও তাঁরা, এবং এই ব্র্যান্ড নিজেও, অন্য এক স্বতন্ত্র মাত্রা নিয়ে হাজির হয়েছে এবং লোকজনকে দারুণ ভাবে প্রাভাবিত করছে। স্টাইল ও সাবস্ট্যান্সের মধ্যে নিহিত এই ব্র্যান্ড অনবরত আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতিতে আকাঙ্ক্ষায় সাফল্যকে নতুন রূপে গড়ে তুলছে। তার উপর তারা আইকনিক সব ফ্যাশন প্ল্যাটফর্মও তৈরি করেছে। 'দ্য ওয়ান অ্যান্ড অনলি'-র মাধ্যমে তারা তাদের পরবর্তী বিবর্তনের নতুন পথের সূচনা করল।

নতুন প্রজন্মের সেই সব সাহসী কৃতীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলে যাঁরা স্বীকৃতি লাভের চেয়েও আরও বেশি কিছু চান। তাঁরা চান সমাদর এবং চান প্রভাব বিস্তার করতে।

সমস্ত দিককে তুলে ধরা এই বিজ্ঞাপন বিভিন্ন ডিজিটাল ও সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে দেওয়া হয়েছে। পার্নড রিকার্ড ইন্ডিয়া-র চিফ মার্কেটিং অফিসার দেবশ্রী দাসগুপ্ত বলেন, 'ব্লেন্ডার্স প্রাইড সব সময়েই স্টাইল ও মর্যাদা সহ সাফল্যের শক্তিতে বিশ্বাস করে এসেছে।

'দ্য ওয়ান অ্যান্ড অনলি' পেশ করছে সাফল্যের সুনির্দিষ্ট এক নতুন ভাবনা। যে-সাফল্যে ইন্ধন জোগায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। এটা সেই সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটকে সামনে নিয়ে এসেছে যেখানে আজকের দিনে ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণ-তরুণীরা শুধু সফল হতে চান না,

তাঁরা সুনিশ্চিত ভাবে সবার চেয়ে আলাদা বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির হতে চান। সাফল্যের এই আখ্যান দিয়েই ব্লেন্ডার্স প্রাইড তরুণ-তরুণীদের সুতীব্র উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে ধরেছে, এবং এর পাশাপাশি অনুপ্রেরণাদায়ক সাংস্কৃতিক অধিনায়ক হিসাবে নিজেদের অবস্থানকে মজবুত করছে'।

ছাত্র রাজনীতি থেকে তরুণ প্রজন্ম বিমুখ না কি বীতশ্রদ্ধ ?

পলাশ দত্ত

আড্ডাখানার ধোঁয়াটে আলোচনা হোক বা ড্রয়িংরুমের গম্ভীর বিতর্ক, একটা কথা এখন বড্ড চেনা হয়ে গিয়েছে। বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীরা নাকি ভীষণ আত্মকেন্দ্রিক। তাদের জগৎটা নাকি শুধু মার্কশিট, ল্যাপটপ আর মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির প্যাকেজেই বন্দি। সমাজ বা রাজনীতি নিয়ে তাদের কোনও মাথাব্যথা নেই। এক কথায়, বর্তমান প্রজন্ম নাকি 'কেরিয়ার-সর্বস্ব'। কিন্তু এই অভিযোগ কি পুরোপুরি সত্যি? ইতিহাসের আয়নায় তাকালে দেখা যায়, ছাত্রসমাজ যখনই পথে নেমেছে, তখনই বদলে গিয়েছে ক্ষমতার সমীকরণ। তাই আজকের এই তথাকথিত 'বিমুখতা' কি কেবল ব্যক্তিগত উদাসীনতা, নাকি এর পেছনে রয়েছে গভীর কোনও ব্যবস্থার ব্যর্থতা? সেই প্রশ্নটাই এখন সবথেকে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসলে ছাত্র আন্দোলনের ঐতিহ্য আমাদের রক্তে মিশে আছে। শুধু ভারত নয়, বিশ্বজুড়ে ছাত্ররাই বারবার শোষণের বিরুদ্ধে প্রথম দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া থেকে চিলি, ফ্রান্স থেকে বাংলাদেশ সর্বত্রই ছাত্রশক্তি শাসক বদলের কারিগর হিসেবে কাজ করেছে। ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে চিনের তিয়েনআনমেন স্কোয়্যারের সেই লড়াইয়ের কথা। আটের দশকের শেষে গণতন্ত্রের দাবিতে যখন কাতারে কাতারে ছাত্র পথে নেমেছিল, তখন রাষ্ট্র নামিয়েছিল যুদ্ধট্যাঙ্ক। আদর্শের জন্য প্রাণ তুচ্ছ করে ট্যাঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ার সেই সাহস আজও বিশ্বকে স্তব্ধ করে দেয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও ছাত্রদের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। আবার স্বাধীনতার পরবর্তী অধ্যায়ে এ রাজ্যের রাজনীতিতেও ছাত্ররাই ছিল মূল চালিকাশক্তি। কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউস থেকে শুরু করে রাজপথের মিছিল; সর্বত্রই প্রতিবাদের সুর চড়িয়েছে তরুণ তুর্কিরা।তবে গত কয়েক দশকে প্রেক্ষাপট অনেকটাই বদলেছে। আগে ছাত্র রাজনীতি মানেই ছিল একটা বৃহত্তর আদর্শের লড়াই। আজ সেই চেনা ছবিতে কেন চড়া দেখা দিল, তা তলিয়ে দেখা দরকার। পশ্চিমবঙ্গের উদাহরণ টানলে দেখা যায়, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশের অভাব নতুন প্রজন্মকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। বাম আমলের শেষের দিকে হোক বা বর্তমান জমানায় ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনিয়মিত হয়ে পড়া এবং ক্যাম্পাসে পেশিবাহিনীর দাপট সাধারণ পড়ুয়াদের মনে বিতৃষ্ণা তৈরি করেছে। যেখানে ভোটের বদলে 'সিলেকশন' বা মনোনয়ন প্রাতা চলে, সেখানে মেধাবী ছাত্ররা নিজেদের ব্রাত্য মনে করতে শুরু করে। রাজনীতির এই 'দাদাগিরি' সংস্কৃতির কারণেই অনেকে পড়াশোনা আর কেরিয়ারের নিরাপদ আশ্রয়ে ঢুকে পড়তে বাধ্য হচ্ছেন। ছাত্ররা যখন দেখে যে তাদের চয়ন করা প্রতিনিধিরা আদতে ওপরতলার নির্দেশে চলছে, তখন সেই প্রক্রিয়ার প্রতি বিশ্বাস হারানোই স্বাভাবিক। এই অনীহা আসলে রাজনীতির প্রতি নয়, বরং কলুষিত রাজনৈতিক পরিবেশের প্রতি এক নীরব প্রতিবাদ।আসলে ছাত্র রাজনীতির সার্থকতা শুধু মিছিলে পা মেলানো বা স্লোগান দেওয়া নয়। ছাত্র রাজনীতি মানে বৃহত্তর সমাজের সঙ্কটে মানুষের পাশে দাঁড়ানো। যখন সামাজিক বা রাজনৈতিক সংকট সাধারণ মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে দেয়, তখনই শিক্ষিত ছাত্রসমাজ নিজের ভবিষ্যৎ ভুলে রাস্তায় নেমে আসে। দেশভাগের যন্ত্রণা হোক বা স্বাধীনতার পরবর্তী খাদ্য আন্দোলন বাংলার ছাত্রসমাজ বারবারই প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে। ষাট বা সত্তরের দশকের দিকে তাকালে এক তীব্র আদর্শগত লড়াইয়ের ছবি পাওয়া যায়। কংগ্রেসের ছাত্র পরিষদ তখন ইন্দিরা গান্ধীর সমাজতান্ত্রিক ভাবনায় ভরসা রাখছিল। অন্যদিকে বামপন্থী ছাত্র সংগঠন এসএফআই মধ্যপন্থী বিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর ছিল। আবার একদল চরমপন্থী মেধাবী ছাত্র 'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস' স্লোগান দিয়ে জঙ্গলমহলের পথে পা বাড়িয়েছিল। সেই সময়ে ছাত্রদের আন্দোলনমুখী হওয়ার প্রধান কারণ ছিল সামাজিক মুক্তির নেশা। তখন ব্যক্তিগত কেরিয়ারের চেয়ে সামাজিক বিপ্লব অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মেধাবী ছাত্ররা অনায়াসে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিসর্জন দিয়ে গ্রামের মেহনতি মানুষের পাশে দাঁড়াতে চলে যেত। সেই ত্যাগের মানসিকতা আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে।কিন্তু গত পঞ্চাশ বছরে সেই ঝোড়ো হাওয়ায় কিছুটা হলেও ভাটা পড়েছে। চৌত্রিশ বছরের বাম জমানায় ভূমি সংস্কার বা পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার মাধ্যমে এক ধরনের সামাজিক স্থিতিশীলতা এসেছিল। 'সবার জন্য খাদ্য, সবার জন্য শিক্ষা' এই দাবিগুলো তখন বামপন্থী আন্দোলনের মূল ভিত্তি ছিল। ২০১১ সালে পরিবর্তনের পর সেই চিত্রনাট্যে নতুন মোড় আসে। আগের জমানায় যা ছিল স্রেফ দাবি, বর্তমান সরকার সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে তাকে বাস্তবের রূপ দিতে চেয়েছে। খাদ্যসাথী, কন্যাশ্রী বা স্বাস্থ্যসাথীর মতো প্রকল্পগুলো সাধারণ মানুষের দুয়ারে পৌঁছে যাওয়ায় এক ধরণের তুষ্টি বা নির্ভরতা তৈরি হয়েছে। যখন মৌলিক চাহিদাগুলো রাষ্ট্র পূরণ করতে শুরু করে, তখন হয়তো রাজপথের লড়াইয়ের তীব্রতা স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা কমে আসে। সরকারের একটা 'মানবিক মুখ' গত কয়েক দশকে বারবার সামনে এসেছে বলেই হয়তো শিক্ষিত যুবকদের একাংশ মনে করছে, এখন আর ত্যাগের বা আত্মাহুতির সময় নেই। তারা ভাবছে, রাষ্ট্র যখন তাদের সুরক্ষা দিচ্ছে, তখন সরাসরি রাজনৈতিক সংঘাতে যাওয়ার প্রয়োজন কোথায়?তবুও প্রশ্ন থেকে যায়, সুযোগ-সুবিধার এই ঘেরাটোপ কি ছাত্র সমাজকে পুরোপুরি ভাবনাহীন করে তুলবে? যেখানে দেশ পরিচালনার নীতি নির্ধারিত হয় জনগণের রায়ে, সেখানে শিক্ষিত তরুণেরা কেন নির্বাক থাকবে? বিশ্বায়নের এই যুগে সমস্যার চরিত্র বদলে যাচ্ছে দ্রুত। আজ লড়াইটা শুধু এক মুঠো ভাতের নয়, লড়াইটা পরিবেশের, লড়াইটা তথ্যের গোপনীয়তার কিংবা লিঙ্গসাম্যের। শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকের তপাচারণ করে বা পাঁচ অঙ্কের মাইনের স্বপ্ন দেখে দেশ গড়া সম্ভব নয়। 'ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ' এই প্রাচীন প্রবাদটি বর্তমান যুগে কিছুটা অসম্পূর্ণ। পড়াশোনা তো অবশ্যই জরুরি, কিন্তু তার পাশাপাশি রাজনৈতিক সচেতনতা না থাকলে শিক্ষিত সমাজ মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়বে। রাজনৈতিক সচেতনতা মানেই যে কোনও দলের তল্পিবাহক হওয়া নয়, বরং নিজের নাগরিক অধিকার এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ থাকাই হলো প্রকৃত সচেতনতা। আজকের ছাত্ররা যদি বিশ্ব রাজনীতি বা দেশের অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি না বোঝে, তবে তারা স্রেফ দক্ষ শ্রমিক হয়েই থেকে যাবে, প্রকৃত নাগরিক হয়ে উঠবে না।কেরিয়ার আর রাজনীতি কি একে অপরের পরিপন্থী? মোটেও নয়। সচেতন থাকা মানেই দলের ঝাণ্ডা ধরা নয়, বরং রাষ্ট্রের প্রতিটি পদক্ষেপে সজাগ দৃষ্টি রাখা। আজকের ছাত্ররা যদি কেবল নিজেদের উন্নতি নিয়েই ব্যস্ত থাকে, তবে ভবিষ্যতের গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো দুর্বল হতে বাধ্য। দেশ ও দশের ভালো-মন্দের খবর রাখা প্রত্যেক সচেতন নাগরিকের প্রাথমিক দায়িত্ব। কেরিয়ারের ইঁদুর দৌড়ে শামিল হয়েও যেন বৃহত্তর সমাজের ডাক ছাত্ররা ভুলে না যায়। রাজনীতি মানে ক্ষমতার লড়াই নয়, রাজনীতি মানে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার। ছাত্রছাত্রীদের এই বিশাল কর্মশক্তি যদি কেবলমাত্র করপোরেট অফিসের চার দেওয়ালে বন্দি হয়ে যায়, তবে সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ থমকে যাবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে যখন মুক্ত চিন্তার পথ রুদ্ধ হয়, তখনই রাজনীতির প্রতি বিতৃষ্ণা তৈরি হয়। কিন্তু সেই বিতৃষ্ণা কাটিয়ে উঠে নতুন ধারার রাজনীতি গড়ে তোলাও ছাত্রদেরই কাজ।প্রযুক্তির উন্নতির ফলে আজকের ছাত্রদের কাছে প্রতিবাদের ভাষা বদলেছে। রাজপথে স্লোগান দেওয়ার পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়ায় জনমত গড়ে তোলাও এখন রাজনীতির অংশ। পরিবেশ রক্ষা থেকে শুরু করে শিক্ষার অধিকার; প্রতিটি ক্ষেত্রেই ছাত্রদের কণ্ঠস্বর জরুরি। তথাকথিত কেরিয়ার-সর্বস্বতার তকমা মুছে ফেলে তাদের প্রমাণ করতে হবে যে, তারা শুধু নিজের জন্য নয়, বরং এক উন্নত সমাজ গড়ার লক্ষ্যেও কাজ করতে জানে। রাষ্ট্র যখন মানবিক হয়, তখন নাগরিকের দায়িত্ব বাড়ে।

সেই বর্ধিত দায়িত্ব পালন করার জন্য চাই স্বচ্ছ রাজনৈতিক দর্শন। ব্যক্তিগত সাফল্য নিশ্চয়ই জরুরি, কিন্তু সেই সাফল্য যদি সামাজিক দায়বদ্ধতা বর্জিত হয়, তবে তার মূল্য কতটুকু?উপসংহারে বলা যায়, ছাত্ররা রাজনীতি-বিমুখ নয়, বরং তারা বর্তমানের একঘেয়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে নেতিবাচক রাজনীতির বিকল্প খুঁজছে। কেরিয়ারের নিশ্চয়তা যেমন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন একটি সুস্থ সমাজব্যবস্থা যেখানে সেই কেরিয়ার বিকশিত হতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গেট পেরিয়ে যখন তারা বৃহত্তর কর্মজীবনে পা রাখবে, তখন সমাজ ও রাজনীতির ঢেউ তাদের স্পর্শ করবেই।

তাই আগে থেকেই সচেতন হওয়া শ্রেয়। দিনশেষে, সচেতন ছাত্রসমাজই পারে একটি সুস্থ ও সবল রাষ্ট্রের ভিত গড়ে দিতে। তারা যদি আজ উদাসীন থাকে, তবে আগামী দিনের নেতৃত্ব দেওয়ার লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ছাত্রদের বৌদ্ধিক অংশগ্রহণই হোক আগামীর দিশা।

sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 3/9/2026 8:47 PM Page 3

যুদ্ধের জেরে অগ্নিমূল্য এলপিজি অটোর রুটে এবার ভাড়ার খাঁড়া

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

আকাশছোঁয়া জ্বালানির জ্বালায় শহর ও শহরতলির অটো পরিষেবা এখন কার্যত খাদের কিনারায়। পশ্চিম এশিয়ার রণক্ষেত্রে যুদ্ধের দামামা বাজতেই বিশ্ববাজারে মাথাচাড়া দিয়েছে এলপিজির দাম। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে কলকাতার রাজপথে। জ্বালানির অগ্নিমূল্যের জেরে অটো চালানোই এখন দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে চালকদের কাছে। ফলে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে যাত্রী ভোগান্তি। পরিস্থিতি বিচার করে অটোর ভাড়া বাড়ানোর জোরালো দাবি উঠতে শুরু করেছে বেসরকারি পরিবহণ মহলে। রান্নার গ্যাসের পাশাপাশি বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম একলাফে অনেকটা বেড়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন কয়েক হাজার অটোচালক। কেন্দ্রীয় তেল সংস্থাগুলি কলকাতায় ১৪.২ কেজির সিলিন্ডারের দাম ৬০ টাকা বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে সিলিন্ডার পিছু দাম ৮৭৯ টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৩৯ টাকায়। পিছিয়ে নেই ১৯ কেজির বাণিজ্যিক সিলিন্ডারও। তার দামও প্রায় ১১৫ টাকা বেড়ে যাওয়ায় ছোট ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে অটোচালকদের নাভিশ্বাস ওঠার দশা। নতুন এই বর্ধিত দাম ইতিমধ্যেই কার্যকর হওয়ায় আমজনতার রান্নাঘরের বাজেটের সঙ্গে পরিবহণ খরচও এক ধাক্কায় অনেকখানি বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।জ্বালানির সংকটের আশঙ্কায় শহর ও শহরতলির পাম্পগুলিতে সকাল থেকেই লম্বা লাইন চোখে পড়ছে। বিশেষ করে এলপিজি পাম্পগুলিতে অটোচালকদের ভিড় উপচে পড়ছে। এই পরিস্থিতির জন্য সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন উত্তর কলকাতা জেলা তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি তথা কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ (পরিবেশ) স্বপন সমাদ্দার। ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন, 'অটোর এলপিজি নিয়ে একটা সমস্যা তৈরি হয়েছে ঠিকই। কিন্তু এমন পরিস্থিতি যে তৈরি হতে পারে তা কেন্দ্রীয় সরকারের আগে আঁচ করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতেই পারত।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার তেমন কোনও প্রস্তুতি না নেওয়াতেই সমস্যা তৈরি হয়েছে।'জ্বালানির জোগান নিয়ে অবশ্য আশার কথা শুনিয়েছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল পেট্রোল পাম্প/ পেট্রোল ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মনোজকুমার মণ্ডল। তাঁর দাবি, রাজ্যের পাম্পগুলিতে এখনও এলপিজির জোগান স্বাভাবিক। মনোজবাবু বলেন, 'যে কোনও পণ্যের দাম বাড়লে তার একটি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয়। এ ক্ষেত্রেও তেমন কিছু প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গিয়েছে। তবে রাজ্যের পেট্রোল পাম্পগুলিতে এলপিজির জোগান কমে গিয়েছে, তেমনটা নয়। আপাতত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।'

দাম বাড়লেও অটোর ভাড়া বৃদ্ধি নিয়ে দোটানায় শাসকদলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন, তাই এই মুহূর্তে ভাড়া বাড়িয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়তে নারাজ নেতৃত্ব। তবে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে বৈঠকে বসতে চাইছে ইউনিয়নগুলি। চৌরাস্তা-রাসবিহারী অটো রিক্সা ইউনিয়নের কার্যকরী সভাপতি সুব্রত মিস্ত্রী বলেন, 'এলপিজির দাম বৃদ্ধির পর ভাড়া নিয়ে আলোচনা করতে আমরা শীঘ্রই বৈঠকে বসব। তবে যা-ই সিদ্ধান্ত হোক না কেন, তা শীর্ষ নেতৃত্বের অনুমোদন ছাড়া নেওয়া হবে না।' সব মিলিয়ে যুদ্ধের আঁচে এখন তপ্ত কলকাতার অটো রুট।

সড়কে অকালমৃত্যু রুখতে 'পথবন্ধু'র ঢাল নবান্নের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

জাতীয় ও রাজ্য সড়কের মৃত্যুমিছিল রুখতে কোমর বেঁধে নামছে নবান্ন। রাজ্যের হাজারেরও বেশি দুর্ঘটনাপ্রবণ ব্ল্যাক স্পটে প্রশিক্ষিত 'পথবন্ধু' মোতায়েন করার একগুচ্ছ পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। মূলত দুর্ঘটনার ঠিক পরের গোল্ডেন আওয়ারে দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু করতে এবং আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা পৌঁছে দিতেই এই বিশেষ বাহিনীর সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরিবহণ দফতর সূত্রে খবর, চিহ্নিত প্রতিটি স্পটে সাত জন করে প্রশিক্ষিত ভলান্টিয়ার রাখ ার কথা ভাবা হয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর, গত কয়েক বছরে রাজ্যে পথ দুর্ঘটনার গ্রাফ যে হারে উর্ধ্বমুখী, তাতে রীতিমতো উদ্বিগ্ন প্রশাসন। পরিসংখ্যান বলছে, দুর্ঘটনার পর অনেক ক্ষেত্রেই সময়মতো চিকিৎসা পরিষেবা না মেলায় অকালে প্রাণ হারাচ্ছেন বহু মানুষ। বিশেষ করে রাতের অন্ধকারে নির্জন রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটলে প্রশাসনের কাছে খবর পৌঁছোতেই অনেকটা দেরি হয়ে যায়। সেই ব্যবধান ঘুচিয়ে প্রাণের ঝুঁকি কমাতে 'পথবন্ধু' প্রকল্পের উপরেই নতুন করে ভরসা রাখছে রাজ্য।প্রস্তাব অনুযায়ী, প্রতিটি দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকায় নির্দিষ্ট ভাবে সাত জন করে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হতে পারে। সরকারের লক্ষ্য, স্থানীয় এই ভলান্টিয়াররা যাতে দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই অকুস্থলে পৌঁছোতে পারেন। তাঁদের উন্নতমানের ফার্স্ট এড কিট বা প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম দেওয়া হবে। জখম ব্যক্তির রক্তপাত বন্ধ করা থেকে শুরু করে ব্যান্ডেজ করা; সব বিষয়েই তাঁদের হাতেকলমে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। পাশাপাশি এই স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য বিশেষ জ্যাকেট ও পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা থাকছে, যাতে ভিড়ের মধ্যে পুলিশ বা সাধারণ মানুষ তাঁদের সহজেই চিনে নিতে পারেন।প্রশাসনিক আধিকারিকদের মতে, 'পথবন্ধু'রা ভলান্টিয়ার হিসেবেই কাজ করেন। তবে তাঁদের সঙ্গে প্রশাসন নিয়মিত সমন্বয় রাখে, যাতে দুর্ঘটনার সময় দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়। পাঁচ বছর আগে শুরু হওয়া এই প্রকল্পে এবার নতুন উদ্যমে প্রাণ ফেরাতে চাইছে সরকার। শুধু উদ্ধারকাজ নয়, সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতেও এই 'পথবন্ধু'দের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হবে। সড়কের মোড়ে মোড়ে প্রচার চালাবেন তাঁরাই। দ্রুত চিকিৎসা পরিষেবা ও সচেতনতা এই দ্বিমুখী কৌশলেই সড়কের রক্তক্ষয় কমাতে চাইছে নবান্ন।

ঘোলা জলে ড্রোন ফেইল, ডুবুরিদের হাইটেক করতে ৬ কোটির লগ্নি পুলিশের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

গঙ্গার পিলপিলে ঘোলা জলই এখন কলকাতা পুলিশের মাথাব্যথার কারণ। তল্লাশিতে নামানো ওয়াটার ড্রোন কার্যত ডাহা ফেল করায় এবার ডুবুরিদের ওপরই ভরসা রাখছে লালবাজার। বিপর্যয় মোকাবিলায় আধুনিক সাজে ডিএমজি বাহিনীকে সাজাতে প্রায় ৬ কোটি টাকার মেগা বাজেট বরাদ্দ করেছে কলকাতা পুলিশ। লক্ষ্য একটাই, জলের তলায় নিখুঁত যোগাযোগ এবং প্রাণ বাঁচানোর লড়াইয়ে গতি আনা। গঙ্গার তলদেশে ঠিক কী ঘটছে, তা বুঝতে পরীক্ষামূলকভাবে নামানো হয়েছিল ওয়াটার ড্রোন। কিন্তু ড্রোনের চোখে ধরা দিচ্ছে কেবলই অন্ধকার। পুলিশকর্তাদের কথায়, 'গঙ্গার জল এমনই ঘোলা যে ড্রোনের ক্যামেরায় স্পষ্ট ছবিই ওঠেনি।' মাত্র কয়েক মিটার দূরের দৃশ্যও ধরা না পড়ায় ড্রোন নিয়ে সন্দিহান কর্তারা। তাই বিকল্প হিসেবে ডুবুরি ও কন্ট্রোল রুমের মধ্যে নিছিদ্র সংযোগ গড়ে তুলতে আনা হচ্ছে 'আন্ডার ওয়াটার কমিউনিকেশন সিস্টেম'। প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা খরচে কেনা এই প্রযুক্তিতে জলের তলায় থেকেও একে অপরের সঙ্গে পরিষ্কার কথা বলতে পারবেন ডুবুরিরা। থাকবে জলনিরোধক ইয়ারফোন ও মাইক্রোফোন। এমনকি বুদবুদের শব্দও বাধা হবে না এই সংলাপে। ডুবুরিদের সুরক্ষায় ৩ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা খরচ করে কেনা হচ্ছে ১০টি অত্যাধুনিক পোশাক। বিশেষ এই মাস্ক ও পোশাকে বিষাক্ত গ্যাস নির্গমনের ব্যবস্থা যেমন থাকবে, তেমনই জলের গভীরতাতেও মিলবে স্বচ্ছ দৃষ্টি। শুধু তাই নয়, নৌকোডুবি বা জলের তলায় আটকে পড়া যান কাটতে আনা হচ্ছে ৫টি বিশেষ হাইড্রোলিক কাটার। ১৫ লক্ষ টাকার এই যন্ত্র জলের ২৫ মিটার নিচেও অনায়াসে ধাতব পাত কাটতে সক্ষম।

উদ্ধারকাজ ত্বরান্বিত করতে ৪৪ লক্ষ টাকায় কেনা হচ্ছে ২০টি রাবার বোট। একেকটি নৌকায় পাঁচজন করে উদ্ধারকর্মী বসতে পারবেন। পাশাপাশি থাকছে উজ্জ্বল কমলা রঙের ১২০টি লাইফ রিং, ৭০টি লাইফ জ্যাকেট এবং ৪টি প্যাডেল বোট। গঙ্গার পলিমাখা স্রোতে প্রাণের ঝুঁকি কমাতে লালবাজারের এই আধুনিকীকরণ আগামী দিনে বিপর্যয় মোকাবিলায় গেমচেঞ্জার হতে চলেছে বলেই মনে করছে পুলিশ মহল। প্রতীকী ফটো।

স্লোগান ছেড়ে জনসংযোগ, 'পরিবর্তন যাত্রা'র মাঝপথে ভোলবদল বিজেপির

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

বাংলার বিধানসভা ভোটের উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে। বঙ্গে রাজনৈতিক পালাবদলের ডাক দিয়ে রাজপথ চষে বেড়াচ্ছে বিজেপির 'পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা'। কিন্তু রথ গড়ালেই কি ভোট নিশ্চিত? এই প্রশ্নই এখন ভাবাচ্ছে দিল্লির বিজেপি নেতৃত্বকে। তাই যাত্রার মাঝপথেই জনসংযোগের ধরনে আমূল বদল আনার নির্দেশ এল হাইকম্যান্ডের তরফে। ভিড় জমানোর চেয়েও বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে আম-আদমির মন পাওয়ার ওপর। বিজেপির অন্দরের খ বর, জেলাস্তরের নেতাদের স্পষ্ট জানানো হয়েছে, শুধুমাত্র স্লোগান বা রোড-শো করলে চলবে না। রাস্তায় চলতে চলতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে গল্প জুড়তে হবে কর্মীদের। বাংলার বর্তমান পরিস্থিতির কথা বুঝিয়ে বলতে হবে একদম মেঠো ভাষায়। সাধারণ ভোটারদের মধ্যে থাকা জড়তা কাটাতে অদ্ভুত এক কৌশল নিয়েছে দল। কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাত্রা চলাকালীন আশপাশের বাড়িতে ঢুকে খ াওয়ার জল চাইতে হবে। এর মাধ্যমেই ঘরের অন্দরমহলে পৌঁছে যেতে চাইছে গেরুয়া শিবির। দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মনে করছে, রাজনৈতিক কর্মসূচি থেকে সাধারণ মানুষ যে দূরত্ব বজায় রাখে, এই দাওয়াইতেই তা কাটবে। বিজেপির এই রণকৌশলকে অবশ্য তুড়ি মেরে ওড়াচ্ছে তৃণমূল। মথুরাপুরের সভা থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি আক্রমণ শানিয়ে বলেছেন, 'বিজেপির এই কর্মসূচিতে ভিড় হচ্ছে না। এর থেকে চায়ের দোকানের আড্ডায় বেশি ভিড় হয়।' পাল্টা জবাব দিতে ছাড়েনি বিজেপিও।ব্যারাকপুরের কর্মসূচিতে এসে অনুরাগ ঠাকুর বলেন, 'রাজ্যের ঋণ ৮ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। সরকারি শূন্যপদে নিয়োগ হচ্ছে না। রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর করেনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। বিজেপি কথা দিয়েছে, ক্ষমতায় এলে দুই মাসের মধ্যে সব শূন্যপদে নিয়োগ ও সপ্তম পে কমিশন কার্যকর করা হবে।' মুখ্যমন্ত্রীর সাংবিধানিক পদকে অসম্মান করার প্রসঙ্গ তুলে তিনি দাবি করেন, এ সবের জবাব মানুষ ইভিএমেই দেবে। উত্তরবঙ্গের লাটাগুড়িতেও সুর চড়িয়েছেন বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধরি। তাঁর অভিযোগ, উত্তরবঙ্গের মানুষ বঞ্চনার শিকার। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, 'এ রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসলে সবার আগে উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের জন্য ৬ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে।' চা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি। এদিকে কালনার সভা থেকে উত্তরপ্রদেশের আদলে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সুকান্ত মজুমদার। তিনি কর্মীদের চাঙ্গা করতে বলেন, 'বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় এলে উত্তরপ্রদেশের মতো বুলডোজার নীতি চালু হবে। পুলিশ শুধু অপরাধীকে গ্রেপ্তারই করবে না, তার বাড়িও বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে।' আগামী ১৪ মার্চ ব্রিগেডে প্রধানমন্ত্রীর সভার মাধ্যমেই এই যাত্রার ইতি ঘটবে। তার আগে জনসংযোগকেই তুরুপের তাস করতে চাইছে পদ্ম-শিবির।

সপ্তাহভর দুর্যোগ, মেঘ-বৃষ্টির খেলা চলবে শনিবার পর্যন্ত

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

ফাল্গুনের শেষ বেলায় বঙ্গে অকাল বর্ষণের ভ্রুকুটি। ঝোড়ো হাওয়া আর বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির দাপটে ভিজছে শহর থেকে জেলা। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস বলছে, এখনই রেহাই নেই দুর্যোগ থেকে। সোমবার থেকে শুরু হওয়া এই মেঘ-বৃষ্টির খেলা চলবে আগামী শনিবার পর্যন্ত। বঙ্গোপসাগর থেকে আসা প্রচুর পরিমাণ জলীয় বাষ্প এবং উত্তরবঙ্গের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জোড়া ফলায় বিদ্ধ বাংলা। রোববারের পর সোমবারও কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কোথাও কোথাও ঝোড়ো হাওয়ার গতিবেগ ছুঁতে পারে ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার। হাওয়ার অফিসের বিজ্ঞানী অন্বেষা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, 'বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে রাজ্যে । এর প্রভাবেই বিক্ষিপ্তভাবে আংশিক বা মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা । বৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে । সিকিম এবং উত্তরবঙ্গের উপর দিয়ে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা অতিক্রম করবে । তার প্রভাবেই সেখানেও ঝড়-বৃষ্টি চলবে ।' আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, মঙ্গলবার পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আবহাওয়া সবচেয়ে বেশি উত্তাল থাকবে। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে। দক্ষিণে সোমবার বৃষ্টির দাপট বেশি থাকবে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও দুই বর্ধমানে। মঙ্গলবারও বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম ও দুই ২৪ পরগনায় বৃষ্টির দাপট বজায় থাকবে।বুধবার থেকে বৃষ্টির তীব্রতা কিছুটা কমলেও অস্বস্তি কাটবে না। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া ও পূর্ব মেদিনীপুরে বুধবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত উত্তরের পাঁচ জেলায় হালকা বৃষ্টি চললেও বাকি জেলায় আকাশ মূলত মেঘলা থাকবে। আবহাওয়া পুরোপুরি শুষ্ক হতে শুরু করবে আগামী রবিবার থেকে। মেঘ কাটলে রোদের তেজ বাড়বে, যার ফলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রির কোঠায় পৌঁছাতে পারে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের আধিক্য থাকায় ভ্যাপসা গরম আর অস্বস্তি দুই-ই সঙ্গী হবে বঙ্গবাসীর। আপাতত এক সপ্তাহ ছাতা আর রেইনকোট ছাড়া বাড়ির বাইরে পা রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।

রেজিস্ট্রেশনে এবার মাস্ট ভিএলটিডি, বাণিজ্যিক যানে কড়া নজর নবান্নের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

বাণিজ্যিক গাড়ির রিয়েল-টাইম নজরদারি ও যাত্রী নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবার চূড়ান্ত কড়াকড়ি শুরু করল রাজ্য পরিবহণ দপ্তর। চলতি মাস থেকেই নতুন বাণিজ্যিক গাড়ি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে 'ভেহিকল লোকেশন ট্র্যাকিং ডিভাইস' বা ভিএলটিডি লাগানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। গত ১ মার্চ থেকেই এই নিয়ম কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছে দপ্তর। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এই বিশেষ যন্ত্র ছাড়া এখন থেকে আর কোনও নতুন বাণিজ্যিক গাড়ির রেজিস্ট্রেশন হবে না। দীর্ঘদিন এই নিয়ম চালুর ক্ষেত্রে কিছু শিথিলতা থাকলেও এবার কোমর বেঁধে নেমেছে প্রশাসন। সরকারি সংস্থা 'ওয়েবেল'-এর তৈরি ব্যাক-এন্ড অ্যাপ্লিকেশনটি সম্পূর্ণ কার্যকর হতেই কড়া অবস্থান নিয়েছে পরিবহণ দপ্তর। রাজ্যের সমস্ত আরটিও এবং এআরটিও-কে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই ডিভাইসের ক্ষেত্রে আর কোনও অজুহাত বা অস্থায়ী ছাড় দেওয়া হবে না। ন্যাশনাল পারমিটধারী পুরনো পণ্যবাহী গাড়ির ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। ভিএলটিডি না থাকলে মিলবে না ফিটনেস সার্টিফিকেট বা 'সিএফ'। এই ভিএলটিডি আদতে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন জিপিএস ব্যবস্থা। সাধারণ ট্র্যাকিং সিস্টেমের তুলনায় এটি অনেক বেশি শক্তিশালী। গাড়ি চুরি রোধ করার পাশাপাশি এটি যাত্রী ও চালকের নিরবচ্ছিন্ন নিরাপত্তা দেবে। পরিসংখ্যান বলছে, রাজ্যের প্রায় ৬৪ হাজার ৫০০টির বেশি ন্যাশনাল পারমিটধারী গাড়ির মধ্যে ৩৯ হাজার ৪৮টিতে এই যন্ত্র বসানো হলেও এখনও প্রায় ২৯ হাজার গাড়ি নিয়মের বাইরে। সেই গাড়িগুলিকে চিহ্নিত করে দ্রুত নোটিস পাঠানোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। তবে যন্ত্র কেনার ক্ষেত্রে মালিকদের স্বাধীনতা দিচ্ছে সরকার। আগে নির্দিষ্ট সংস্থার থেকে যন্ত্র কেনার বাধ্যবাধকতা থাকলেও এখন তা তুলে নেওয়া হয়েছে। সরকারি পোর্টালে নথিভুক্ত এআইএস-১৪০ মানের যে কোনও সংস্থার ডিভাইস বেছে নিতে পারবেন মালিকরা। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে অল বেঙ্গল বাস-মিনিবাস সমন্বয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক রাহুল চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'মাঝে কিছুটা ছাড় থাকলেও নতুন গাড়ির ক্ষেত্রে নিয়ম ফের বাধ্যতামূলক হয়েছে। সরকারি নিয়ম তো আমাদের মেনে চলতেই হবে।' পরিবহণ দপ্তরের এই পদক্ষেপে বাণিজ্যিক পরিবহণ ব্যবস্থায় বাড়তি সুরক্ষা আসবে বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। প্রতীকী ফটো।

ম্যাকাউট-উত্তরবঙ্গেও উপাচার্য নিয়োগ জট, শীর্ষ আদালতে জমা পড়েছে জোড়া প্যানেল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

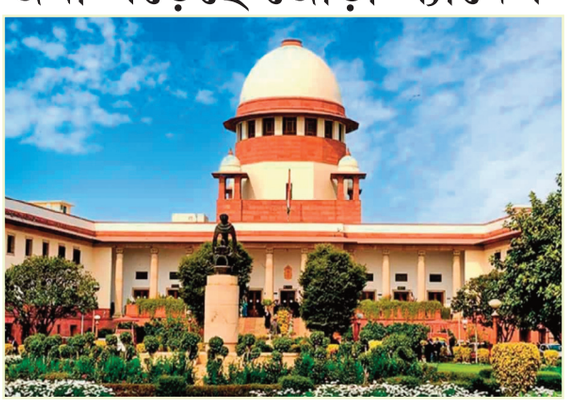

রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উপাচার্য নিয়োগ ঘিরে নাটকীয় মোড় নিল। এবার সার্চ কমিটির অন্দরেই তৈরি হয়েছে মতভেদ। যার জেরে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বাছাইয়ের ক্ষেত্রে 'ডাবল প্যানেল' বা দ্বৈত তালিকা তৈরির নজিরবিহীন ঘটনা সামনে এসেছে। গত ২ ও ৩ মার্চ মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ম্যাকাউট), উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এবং নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শেষ করেছে সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত বিশেষ কমিটি। সূত্রের খবর, ম্যাকাউট এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে তিন সদস্যের প্যানেল নিয়ে কমিটির সদস্যরা একমত হতে পারেননি। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘু সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে আলাদা তালিকা। তবে স্বস্তির খবর এটাই যে, অধিকাংশ সদস্যের বিচারে তালিকায় ওপরের দিকেই রয়েছেন রাজ্যের পছন্দের নামগুলো। যদিও অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে দাড়ি পাল্লা ঝুঁকেছে আগের প্যানেলেরই এক প্রার্থীর দিকে। সব মিলিয়ে নবান্ন ও রাজভবনের দীর্ঘ দড়ি টানাটানির পর এখন বল সুপ্রিম কোর্টের কোর্টে।বিকাশ ভবনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, 'এ ব্যাপারে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে সুপ্রিম কোর্টে শুনানি আছে। সেখানে সম্ভাব্য প্যানেল মুখবন্ধ খামে জমা দেওয়ার কথা। তবে ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার এ রাজ্যের রাজ্যপাল পরিবর্তন করেছে। এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতির উপর নজর রাখা ছাড়া উপায় নেই।' শিক্ষা মহলের নজর এখন শীর্ষ আদালতের নির্দেশের দিকে। কারণ ৩৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৩৩টিতে নিয়োগ মিটলেও এই তিনটি নিয়েই জট অব্যাহত। নিয়োগের তালিকায় পুরনো মুখের সঙ্গে যোগ করা হয়েছে নতুন প্রার্থীদেরও। রাজ্যপাল বদলের প্রেক্ষাপটে এই আইনি লড়াই কোন পথে হাঁটে, এখন সেটাই দেখার।

রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উপাচার্য নিয়োগ ঘিরে নাটকীয় মোড় নিল। এবার সার্চ কমিটির অন্দরেই তৈরি হয়েছে মতভেদ। যার জেরে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বাছাইয়ের ক্ষেত্রে 'ডাবল প্যানেল' বা দ্বৈত তালিকা তৈরির নজিরবিহীন ঘটনা সামনে এসেছে। গত ২ ও ৩ মার্চ মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ম্যাকাউট), উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এবং নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শেষ করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 3/9/2026 8:47 PM Page 4

ছেলেধরা সন্দেহে মহিলাকে বিবস্ত্র করে মার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রায়গঞ্জ

ছেলেধরা সন্দেহে এক মানসিক ভারসাম্যহীন বিধবা মহিলাকে বেধড়ক মারধর করল উন্মত্ত জনতা। রবিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ থানার ভাটোল ফাঁড়ির মহীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষণিয়া গ্রামে। ওই মহিলাকে অর্ধনগ্ন করে বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে বাঁশপেটা করা হয় বলেও অভিযোগ। পুলিশ জখম ওই মহিলাকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করে। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে রেফার করা হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। জখম ৪০ বছরের উজ্জ্বলি মণ্ডলের বাড়ি রায়গঞ্জ থানার শেরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের খোকসা সংলগ্ন বটতলা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই মহিলা বোনের বাড়ি যাচ্ছিলেন। লক্ষণিয়া হাজিপাড়া এলাকায় একটি ভুট্টাখেতে শৌচকর্ম করতে যান তিনি। সেসময়ই ছেলেধরা সন্দেহে তাঁকে বিবস্ত্র করে মারধর করেন সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা। ইট দিয়ে মাথা থেঁতলে খুনের চেষ্টাও করা হয়। রায়গঞ্জ মেডিকেলের শল্যচিকিৎসক সঞ্জয় শেঠ বলেন, 'মহিলার অবস্থা আশঙ্কাজনক। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে রেফার করা হয়েছে।' রায়গঞ্জ থানার আইসি উদয়শংকর ঘোষ বলেন, 'ঘটনার তদন্ত চলছে। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে।' ওই মহিলার দিদি রিনা মণ্ডল বলেন, 'বোন শেরপুরের বাড়ি থেকে আমার বাড়িতে আসছিল। অর্ধনগ্ন করে মারধরের ঘটনাটি সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখার পর ঘটনাস্থলেই ছুটে যাই। ততক্ষণে পুলিশ বোনকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেলে নিয়ে গিয়েছে। অমানবিক নির্যাতনের সঙ্গে যুক্ত যারা, ছবি দেখে চিহ্নিত করে তাদের গ্রেপ্তার করুক পুলিশ।'

দাম ১০০০ টাকা হলেও ভরসা খাঁটিত্বে!

তিন পুরুষের ঘানি শিল্পকে প্রাণপণে বাঁচিয়ে রেখেছেন নুর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কুশমণ্ডি

এক কিলোগ্রাম তেলের দাম নাকি এক হাজার টাকা- সম্প্রতি বড়গাছি হাটে এমনটা শুনে চক্ষু চড়কগাছ হওয়ার অবস্থা মনোরঞ্জন সাহার। বাড়ি কুশমণ্ডিতে হলেও থাকেন কালিয়াগঞ্জের ডালিমাগাঁও গ্রামে। তাঁর অবস্থা দেখে তেল বিক্রেতা নুর ইসলাম বলে উঠেন, 'আরে মশাই ঘানির সর্ষের তেল। দরদামের কোনও সুযোগ নেই।' কুশমণ্ডি ব্লকের মালিহার বনগাঁ গ্রামে নুর ইসলামের বাড়ি। তিনি জানান, প্রতি শুক্রবার সকালে গাছ বাহি অর্থাৎ ঘানি গোরু দিয়ে টানিয়ে সর্ষে থেকে তেল বের করেন। এইভাবে তিন পুরুষের পরম্পরা টিকিয়ে রেখেছেন তিনি। নুরের কথায়, '১ হাজার টাকায় ১ কেজি তেল বিক্রি করে যে লাভ হয় সেটা বলার মতো নয়। পাঁচ কেজি সর্ষে ঘানিতে ঘুরিয়ে তেল বেরোয় ১ কেজি ২০০ গ্রাম। সকাল ৭ টায় ঘানি শুরু হলে ৫ কেজি সর্ষে ভাঙতে দুপুর গড়িয়ে যায়। সর্ষের দাম, গোরুর খাওয়া খরচ আর নিজের পরিশ্রমের হিসেবে যেটা নেহাতই কম।' বাবা দবিরদ্দিন আহম্মেদের কাছে শিখে এখন নিজে হাতে ঘানি চালান নুর। সেই ঘানির তেল বাড়ি থেকে কিনে নিয়ে যান কবিরাজ থেকে শুরু করে সদ্যোজাত শিশুর বাবারা। এছাড়াও তেল বিক্রি করেন কুশমণ্ডি ব্লকের বিভিন্ন হাটে। রায়গঞ্জ থানার টুঙ্গিদিঘির গ্রামীণ কবিরাজ আফেলদ্দিন আহম্মেদের কথায়, 'শরীরের নানা অংশের ব্যথার জন্য ঘানির তেলের বিকল্প নেই।' কুশমণ্ডির রাম নন্দী জানালেন, বেশকিছুদিন খোঁজাখুঁজির পর ঘানির তেলের খোঁজ পান। একদিন সকালে নুর ইসলামের বাড়িতে গিয়ে সমস্তকিছু দেখে এসেছেন। তাই দাম নিয়ে তাঁর কোনও সংশয় নেই। ঠান্ডার সময় ঘানির তেলের চাহিদা থাকে সবচেয়ে বেশি। অনেকেই মুড়ির সঙ্গে এমনকি গরম ভাতে প্রথমে সর্ষের তেল ছিটিয়ে একদলা ভাত মুখে দিয়ে পরে তরকারির দিকে হাত বাড়ান। উষাহরণ গ্রামের ফণীন্দ্রনাথ বসাক কথায় কথায় জানালেন, 'আমরা কৃষক মানুষ। ভাতের পাতে নুন আর সর্ষের তেল অবশ্যই চাই। ঘানির তেলের দাম অনেক বেশি বলে বাজার থেকে কেনা সর্ষের তেল দিয়ে সেই স্বাদ মেটাই।' শীতের তুলনায় গরমের সময় চাহিদা কমে আসে। সর্ষে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে নির্ভেজাল সর্ষের ঘানির তেল তৈরি করা নুর ইসলাম সমাজে তেলি বা কলু নামে পরিচিত হয়েছেন ছোটবেলায়। তাঁর ছোট্ট ছেলেও ধরে রাখবে এই পরম্পরা সেব্যাপারে তিনি নিশ্চিত বলে জানালেন নুর। তিনি জানান, প্যাকেটজাত নানা কোম্পানির সর্ষের তেল বর্তমানে বাজারে পাওয়া গেলেও এবং সেসবের দাম অনেক কম হলেও কলুর বলদের ঘানিতে ভাঙা সর্ষের তেলের বিকল্প এখনও আসেনি |কুশমণ্ডি

রক্তসংকট তীব্রতর হওয়ার আশঙ্কা জেলায়

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জলপাইগুড়ি

হাতে কাগজ। আর মুখে চাপা উত্তেজনা, উৎকণ্ঠা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এক তরুণ। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আরেক মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিও দৃশ্যত মনমরা, হতোদ্যম। কী হবে, কোনও ধারণা নেই। ছবিটা জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংকের বাইরের। এঁরা প্রত্যেকেই রোগীর পরিজন। এসেছেন রক্ত সংগ্রহ করতে।

কিন্তু, নেগেটিভ গ্রুপের রক্ত মজুত নেই। তাই এতগুলো লোক চাতকের মতো অপেক্ষা করছেন একটা সুখবরের জন্য। শুধু জলপাইগুড়ি নয়। রক্ত জোগাড় করতে গিয়ে নাজেহাল রোগীর পরিজনদের অভিযোগ, একই ছবি লাগোয়া ময়নাগুড়িতেও। ব্লাড ব্যাংক থেকে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, গত কয়েকমাস একদমই মজুত থাকছে না নেগেটিভ গ্রুপের রক্ত। পজিটিভ চারটি গ্রুপের রক্ত ১-২ ইউনিট করে মজুত থাকছে আপৎকালীন পরিস্থিতির জন্য। ফলে শুধু নেগেটিভ গ্রুপ নয়। পজিটিভ গ্রুপের রক্তের প্রয়োজন পড়লেও রোগীর পরিবারকে রক্তদাতা খুঁজে নিয়ে আনতে হচ্ছে। আগামী এক মাসের মধ্যে মাত্র দুটি রক্তদান শিবির আয়োজনের খবর রয়েছে ব্লাড ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কাছে। আর এর মধ্যে যদি ভোট ঘোষণা হয়ে যায় তাহলে রাজনৈতিক দলগুলো আদর্শ আচরণবিধির কারণে রক্তদান শিবির আয়োজন করতে পারবে না। ফলে, রক্তের সংকট তীব্র হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খান বললেন, 'মাঝেমধ্যে কিছু রক্তদান শিবির আয়োজন করা হচ্ছে। কিন্তু যথেষ্টই কম মজুত রয়েছে রক্ত। আমার মনে হয়, আরও বেশি করে রক্তদান শিবিরের আয়োজন হওয়া উচিত। আমরাও ইতিমধ্যে কিছু সংগঠনের সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা করেছি।' জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংককে প্রতিদিন গড়ে ৬০ থেকে ৭০ ইউনিট রক্ত সরবরাহ করতে হয়। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ছাড়াও শহরের চারটি নার্সিংহোম এবং সংলগ্ন ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি ও হলদিবাড়ি হাসপাতালে প্রয়োজন অনুযায়ী রক্ত যায় এখান থেকে। ফলে অভাবের মধ্যে প্রতিদিন এই বিপুল পরিমাণ রক্তের জোগান দিতে হিমসিম খেতে হচ্ছে ব্লাড ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে। পরিস্থিতি এমনও হয়, রোগীর পরিবারের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়তে দেখা যায় ব্লাড ব্যাংকের কর্মীদের। অন্যদিকে, রক্তদান শিবির হলেও অধিকাংশ ক্যাম্প থেকে ৩০-৪০ ইউনিটের বেশি রক্ত আসছে না। ফলে, প্রায় সব সময় ব্লাড ব্যাংকে রক্তসংকট থেকেই যাচ্ছে।

ব্লাড ব্যাংকের গেটের সামনে হাপিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে থাকা ধূপগুড়ির বাসিন্দা চন্দন মণ্ডল বললেন, 'আমার বোন নার্সিংহোমে ভর্তি।

ওর অস্ত্রোপচার হবে। 'এ' নেগেটিভ রক্তের প্রয়োজন। রক্ত জোগাড় করতে পারিনি বলে অস্ত্রোপচারের দিন বদল করতে হয়েছে। এখন আমার এক পরিচিত বীরপাড়া থেকে রক্তদাতা নিয়ে আসছেন।' একই সমস্যার কথা শোনা গেল বেরুবাড়ির বাসিন্দা বাপি মণ্ডলের মুখে।

শিশু উদ্যানের উদ্বোধনে মন্ত্রী বীরবাহা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

ঝাড়গ্রাম শহরে নতুন করে শিশুদের জন্য একটি বিনোদন কেন্দ্র গড়ে উঠল। দীর্ঘদিন ধরে শহরে নতুন পার্ক তৈরির দাবি জানিয়ে আসছিলেন বাসিন্দারা। ক্রমশ বাড়তে থাকা জনসংখ্যা ও বসতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিশুদের খেলাধুলা ও সাধারণ মানুষের অবসর কাটানোর পরিকাঠামো বাড়ানোর দাবি ছিল জোরালো। অবশেষে সেই দাবির প্রেক্ষিতেই সোমবার ঝাড়গ্রাম শহরের বিদ্যাসাগর পল্লিতে ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে উদ্বোধন হলো একটি নতুন শিশু উদ্যানের। পার্কটির উদ্বোধন করেন রাজ্যের বনদফতরের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। বিধায়ক তহবিলের প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই পার্কটি স্থানীয়দের জন্য খুলে দেওয়া হয় ফিতে কেটে। শিশুদের খেলাধুলার জন্য এখানে বসানো হয়েছে বিভিন্ন আধুনিক সরঞ্জাম। দোলনা, স্লাইড, ঝোলার বিভিন্ন উপকরণ, স্প্রিং লাগানো ঘোড়া সহ ছোটদের জন্য নানা ধরনের খেলনা রাখা হয়েছে পার্কে। পাশাপাশি পার্কের চারদিকে মর্নিং ওয়াকের জন্য ব্লক বসানো রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। দর্শনার্থীদের বসার জন্য রয়েছে চেয়ারের ব্যবস্থাও। শুধু শিশুদের জন্য নয়, এলাকার মহিলাদের অবসর সময় কাটানোর কথা মাথায় রেখেও পার্কটি তৈরি করা হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। তাঁর কথায়, শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে খেলাধুলার গুরুত্ব অপরিসীম। সেই কারণেই শহরে আরও এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এদিন পার্ক উদ্বোধনের পর মন্ত্রী শিশু উদ্যানে ঘুরে দেখেন এবং উপস্থিত এলাকার শিশু ও মহিলাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ সময় কাটান। তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন ও কুশল বিনিময় করেন তিনি। শিশুদের সঙ্গে হাসিমুখে কথাবার্তা বলতেও দেখা যায় মন্ত্রীকে। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রামের ডিএফও উমর ইমাম, ঝাড়গ্রাম পৌরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গৌতম মাহাতো, ঝাড়গ্রাম শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নবু গোয়ালা সহ অন্যান্যরা। প্রসঙ্গত, বাম আমলে ঝাড়গ্রাম শহরে একাধিক পার্ক তৈরি হলেও দীর্ঘদিন ধরে সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শহরের ঘোড়াধরা পার্ক, রবীন্দ্র পার্ক, বৈকালিক পার্ক, লোকাল বোর্ড পুকুর সংলগ্ন সঞ্চিতা পার্ক, বেনাগেড়িয়ার অরবিন্দ পার্ক এবং সত্যবান পল্লির পার্ক; এমন মোট আটটি পার্ক একসময় গড়ে উঠেছিল। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ পার্কই রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। কোথাও আলো নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সন্ধ্যার পর অন্ধকার নেমে আসে, আবার কোথাও তারের বেড়া ছিঁড়ে যাওয়ায় গবাদি পশুর অবাধ যাতায়াত দেখা যায়। ফলে বহু জায়গাতেই পার্কগুলির ব্যবহার কার্যত কমে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নতুন শিশু উদ্যান তৈরির উদ্যোগকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। একই সঙ্গে পার্কটির নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। তিনি জানান, পার্কটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বনদফতরের হাতে দেওয়ার বিষয়ে চিন্তাভাবনা চলছে এবং এ নিয়ে দফতরের সঙ্গে আলোচনা করা হবে। নতুন এই পার্ককে ঘিরে ইতিমধ্যেই এলাকার শিশু ও অভিভাবকদের মধ্যে উৎসাহ দেখা দিয়েছে। স্থানীয়দের আশা, সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ হলে ভবিষ্যতে এই শিশু উদ্যান ঝাড়গ্রাম শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিনোদন কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে।

মুখ্যমন্ত্রীর প্রকল্পের পোস্টার ঢেকে বিজেপির পতাকা, বিতর্ক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পুরুলিয়া

পুরুলিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর ছবি দেওয়া রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের ব্যানার ও পোস্টার বিজেপির দলীয় পতাকা দিয়ে ঢেকে দেওয়ার অভিযোগে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে। পুরুলিয়া শহরের বিভিন্ন জায়গায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর ছবি সহ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ব্যানার ও পোস্টার লাগানো রয়েছে। অভিযোগ, সেই পোস্টারগুলির উপরেই বিজেপির দলীয় পতাকা লাগিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শহর জুড়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর।

তৃণমূলের যুব সভাপতি গৌরভ সিং এর অভিযোগ, রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজকে আড়াল করার উদ্দেশ্যেই বিজেপির পক্ষ থেকে এই কাজ করা হয়েছে।

যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন পুরুলিয়া বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক সুদীপ মুখার্জী।

দুই ফুলে আঁতাত রয়েছে ঃ সৃজন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেটেলি

বিধানসভা ভোটের পর বামফ্রন্ট সরকার গঠন করলে তরুণদের ভাতা ১,৫০০ থেকে বাড়িয়ে ৩,০০০ টাকা করা হবে। চালসায় কর্মীসভা থেকে এমনটাই প্রতিশ্রুতি দিলেন বাম ছাত্র নেতা সৃজন ভট্টাচার্য। তৃণমূল বা বিজেপির থেকে লোকবলে পিছিয়ে থাকলেও ভোটে তাঁদের জয় নিয়ে বেশ আত্মবিশ্বাসী সৃজন। রবিবার চালসার ওপর দিয়ে যখন বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা যায়, ঠিক সে সময়েই পরিমল মিত্র নগর কলোনিতে চলছে বামেদের কর্মীসভা। মাল ও নাগরাকাটা বিধানসভার বাম নেতা-কর্মীদের নিয়ে ছিল সভাটি। ছাত্র-যুব ছাড়াও কৃষকসভা, খেতমজুর সংগঠন, শ্রমিক নেতারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জিয়াউল আলম তাঁর বক্তৃতায় বাম কর্মীদের মনোবল বাড়ানোর চেষ্টা করেন। তবে কর্মীসভায় উপস্থিতির হার দেখে যথেষ্ট অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। তিনি নির্দেশ দেন, নির্বাচনি প্রচারের জন্য তৃণমূল, বিজেপি বা কংগ্রেস সমস্ত নেতাদের বাড়িতেই যেতে হবে। তিনি কর্মীদের সাবধান করেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘরে বসে শাসকের সমালোচনা যাঁরা করেন, তাঁদের তথ্য দলের কাছে আছে। নীতি ও আদর্শগতভাবে লড়াইয়ের জন্য দলের কর্মীদের প্রস্তুত হতে নির্দেশ দেন জিয়াউল। ঝাঁঝালো বক্তব্য রাখেন সৃজন। এসএফআইয়ের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এবং রাজ্য কমিটির সদস্য এই সভাতেই তৃণমূল ও বিজেপি গোপন আঁতাতের অভিযোগ করেন। সৃজনের অভিযোগ, ডুয়ার্সের বুকে যে সমস্ত চা বাগান বন্ধ বা অচল, সেখানে বাগানের শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াতে দেখা যায়নি তৃণমূল, বিজেপির জনপ্রতিনিধিদের। চাকরি চুরি নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন সৃজন। রাজনীতিতে ধর্মীয় মেরুকরণ নিয়ে দুই ফুলকেই কটাক্ষ করেন ছাত্র নেতা।

তৃণমূলের চার ও বিজেপির এক

১ পৃঃ পর

কোন ভোটাভুটি না হওয়ায় এবং মনোনয়নপত্রে কোনো গাফিলতি ধরা না পড়ায় আজ রাজ্য বিধানসভায় গিয়ে রিটার্নিং অফিসারের কাছ থেকে নিজেদের সাংসদ পদে নির্বাচিত হওয়ার সার্টিফিকেট হাতে নেন নব নির্বাচিত সাংসদেরা। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সার্টিফিকেট পেলেন তৃণমূলের বাবুল সুপ্রিয়, কোয়েল মল্লিক, রাজীব কুমাররাও। তবে মানেকা গুরুস্বামী দিল্লিতে থাকায় তাঁর হয়ে সার্টিফিকেট নিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। মনোনয়নপত্রে বেশ কিছুটা ভুল ত্রুটি থাকলেও সবকিছু ফ্রেশ করে অবশেষে সাংসদ হিসেবে সার্টিফিকেট পেলেন বিজেপির মনোনীত প্রার্থী রাহুল সিনহা। সোমবার বিধানসভায় তাঁর হাতে জয়ের সার্টিফিকেট তুলে দিলেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক। তাঁর হাত ধরে অভিনন্দন জানাতে দেখা গেল তৃণমূল সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়কে।

খামেনেইয়ের উত্তরসূরি

১ পৃঃ পর

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, ইরানের পরবর্তী নেতা নির্বাচনে হোয়াইট হাউসের মতামত থাকা জরুরি। কিন্তু ট্রাম্পের সেই দাবিকে কার্যত নস্যাৎ করে দিয়েছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান। তাঁর সাফ কথা, 'ইরানের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের যে স্বপ্ন ট্রাম্প দেখছেন, তা স্বপ্ন হয়েই থাকবে।' মোজতবার নির্বাচন ইরানের জাতীয় ঐক্যকে আরও মজবুত করবে বলেও দাবি করেন তিনি। চিনের বিদেশ মন্ত্রকও একে ইরানের 'অভ্যন্তরীণ বিষয়' বলে সমর্থন জানিয়েছে।এদিকে মোজতবার নাম ঘোষণার সমান্তরালে রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছে মধ্যপ্রাচ্যের আকাশ। বাহরিনের 'বাপকো' তৈল শোধনাগারে ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইরান। সোমবার সকালে দফায় দফায় বিস্ফোরণে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় সিত্রা এলাকা। অন্যদিকে ইরাকে বাগদাদ বিমানবন্দরের কাছে মার্কিন ঘাঁটিতেও আছড়ে পড়েছে ঘাতক ড্রোন। সি-র‍্যাম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দিয়ে কিছু হামলা রোখা গেলেও ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো যায়নি। রাষ্ট্রপুঞ্জের তথ্য বলছে, সাম্প্রতিক মার্কিন-ইজরায়েলি হানায় ইরানে ১৩৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে সাত মার্কিন সেনারও।যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্ববাজারে খনিজ তেলের দাম এখন আকাশছোঁয়া। ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন, 'ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নির্মূল হওয়ার পরেই তেলের দাম কমবে।'

শান্তির স্বার্থে বিশ্ববাসীকে এই 'সামান্য মূল্য' চোকাতে হবে বলে মনে করেন তিনি। লেবাননের বেইরুটেও হিজবুল্লা ঘাঁটি লক্ষ্য করে বোমা বর্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে ইজরায়েল। সব মিলিয়ে মোজতবা জমানার শুরুতেই এক চরম অনিশ্চয়তার মুখে দাঁড়িয়ে গোটা বিশ্ব।

বিজেপির অপ্রচারে কেউ

১ পৃঃ পর

একজনকে হাতেনাতে ধরা হয়। এলাকার দোকান থেকে উদ্ধার হয়েছে বিজেপির 'ব্রিগেড চলো' লিফলেট। বিজেপি অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে দলের নেতা রাহুল সিংহ বলেন, 'বিজেপি কোনও লিফলেট ওদের ওখান বিলি করছে না। এটা ওরাই করে বিজেপির নামে দোষ দিচ্ছে। যাঁরা ওখান প্ল্যাকার্ড নিয়ে পৌঁছে গেলেন, তাঁদেরও অধিকার আছে। মুখ্যমন্ত্রী কোন অধিকারে দিনের পর দিন ওখানে রাস্তা আটকে বসে রয়েছেন? কে অনুমতি দিল? পুলিশ অনুমতি দিল কী ভাবে? মুখ্যমন্ত্রীর যদি ওখানে বসে থাকার অধিকার থাকে, তা হলে ওখানে পৌঁছে নিজেদের দাবি তুলে ধরার অধিকার আছে, লিফলেট দেওয়ার অধিকারও আছে।' একই সঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'আমাদের কোনও কর্মী ওখানে লিফলেট দিতে যাননি। কারণ মোদীজির সভায় আমরা এদের ডাকতে চাই না। আমরা চাই না ব্রিগেডে ওরা আসুক। তাই ওদের লিফলেট দেওয়ার কোনও প্রয়োজন আমাদের নেই।' প্রসঙ্গত, আগামী শনিবার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে জনসভা করবেন মোদী।

মতিবুরের রাজকীয় প্রত্যাবর্তনে উত্তপ্ত হরিশ্চন্দ্রপুরের রাজনীতি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হরিশ্চন্দ্রপুর

হরিশ্চন্দ্রপুরের রাজনৈতিক সমীকরণ কি রাতারাতি বদলে যেতে চলেছে? শনিবার কলকাতায় তৃণমূল ভবনে পতাকা গ্রহণের পর রবিবার সকালে মালদা স্টেশনে পা রাখলেন প্রাক্তন বিজেপি প্রার্থী মতিবুর রহমান। হাজার হাজার অনুগামীর সংবর্ধনা আর হুডখোলা জিপে রাজকীয় 'মেগা র‍্যালি'র মাধ্যমে এলাকায় ফিরলেও, মতিবুরকে ঘিরে তৃণমূলের অন্দরে দানা বেঁধেছে তীব্র অসন্তোষ। সোশ্যাল মিডিয়ায় দলেরই একাংশ তাঁকে 'বহিরাগত' তকমা দিয়ে আক্রমণ শুরু করায় অস্বস্তিতে জেলা নেতৃত্ব। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের ৯টি পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় ৪৫ শতাংশের বেশি শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়ের বাস। গত নির্বাচনে মন্ত্রী তজমুল হোসেন এই এলাকায় ভালো ফল করলেও, সাম্প্রতিক পঞ্চায়েত ও লোকসভা নির্বাচনে শাসকদলের ভোটব্যাংকে বড় ধস নেমেছে। এই পরিস্থিতি সামাল দিতেই শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়ের নেতা মতিবুরকে 'ট্রাম্প কার্ড' হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে ঘাসফুল শিবির। লক্ষ্য একটাই; তজমুল-বিরোধী গোষ্ঠীকে এক ছাতার তলায় এনে নির্বাচনি বৈতরণি পার হওয়া। মতিবুরের আগমনে ৪৬ নম্বর হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভা আসনে প্রার্থীপদ নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। একদিকে বর্তমান বিধায়ক তথা মন্ত্রী তজমুল হোসেন, অন্যদিকে তিনবারের জেলা পরিষদ সদস্য মর্জিনা খাতুন ও বুলবুল খান; সবাই রয়েছেন দৌড়ে। এদিন মতিবুর স্পষ্ট জানিয়েছেন, ক্ষুদল চাইলে আমি প্রার্থী হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াব।ক্ষু যদিও মন্ত্রী তজমুল হোসেন কূটনৈতিকভাবে মন্তব্য করেছেন, ক্ষুমতিবুরের মতো ভালো মানুষ দলে আসা ইতিবাচক, তবে প্রার্থী ঠিক করবে দলই।

হরিশ্চন্দ্রপুরের তৃণমূলের প্রধান কাঁটা হলো অভ্যন্তরীণ কোন্দল। তজমুল-বিরোধী গোষ্ঠী ইতিমধ্যেই মতিবুরের দিকে পাল্লা ভারী করতে শুরু করেছে। তবে সাধারণ কর্মীদের বড় অংশ এখনও মতিবুরকে মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। শনিবার রাত থেকেই ফেসবুকে শুরু হয়েছে বিরোধিতার ঝড়। এই পরিস্থিতিতে মতিবুর রহমান দলের জন্য 'তুরুপের তাস' হবেন নাকি অন্তর্কলহে আরও 'গলার কাঁটা' হয়ে উঠবেন, সেটাই এখন দেখার।

ধনেশ পাখির তেল দিয়ে শক্তি বাড়াচ্ছে বিজেপি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দিনহাটা

লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগেই নির্বাচন কমিশন ও বিজেপির আঁতাঁত নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন রাজ্যের মন্ত্রী উদয়ন গুহ। সোমবার সকাল ৯টা থেকে দিনহাটা মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে বিশাল গণ অনশন মঞ্চ বেঁধে প্রতিবাদে শামিল হন তিনি। মঞ্চ থেকেই বিজেপিকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, তবিজেপি দিল্লি থেকে ধনেশ পাখির তেল নিয়ে এসে শক্তি বৃদ্ধি করার চেষ্টা করছে।দ উদয়ন গুহর অভিযোগের মূল তির নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের দিকে। তাঁর দাবি, বিজেপির ইশারায় দিনহাটা বিধানসভা এলাকায় ইচ্ছাকৃতভাবে 'বিচারাধীন' ভোটারের দীর্ঘ তালিকা তৈরি করা হয়েছে। উদয়নবাবু জানান, তাঁর নির্বাচনী ক্ষেত্রে প্রায় ৩৬ হাজার মানুষের নাম এই তালিকায় রাখা হয়েছে, যা নজিরবিহীন। এই বিপুল সংখ্যক মানুষের ভোটাধিকার নিয়ে সংশয় তৈরি করার প্রতিবাদেই আজ দিনভর গণ অনশনের ডাক দিয়েছেন তিনি।

অনশন মঞ্চ থেকে মন্ত্রী স্পষ্ট জানান, তৃণমূল এই 'সাজানো' তালিকা মেনে নেবে না। তাঁর মতে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে লড়াই করতে ভয় পেয়েই বিজেপি কমিশনের মাধ্যমে এই ধরনের কৌশল অবলম্বন করছে। দিনহাটা মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন কয়েক হাজার তৃণমূল কর্মী-সমর্থক।

জ্ঞানেশ কুমারের কাছে অনুরোধ

১ পৃঃ পর

জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে বৈঠকের পর বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য অভিযোগ করেন, বৈঠকে তাঁদের 'অপমান' করা হয়েছে এবং নারীদের প্রতি অসম্মানজনক আচরণ করা হয়েছে। বৈঠক শেষে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, 'মুখ্য নির্বাচন কমিশনার কারও কথাই শুনতে চান না, তিনি শুধু নিজেই বলে গিয়েছেন। আমরা কথা বললেই বলা হয়েছে আপনারা চিৎকার করবেন না। এমনকি আমার গলার স্বর কমানোর জন্য মাইকের ভলিউম কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।' চন্দ্রিমা বলেন, '১১৪৫ থেকে ১২টার মধ্যে ডাকা হয়েছে। একদম শেষ দফায় ডাকা হয়েছিল। আমার সঙ্গে ফিরহাদ হাকিম ছিলেন এবং রাজীব কুমার। আমরা বলেছি, আপনার কাছে আমরা বহুবার গেছি। বহুবার সমস্যার কথা বলেছি। সমস্যা যেগুলো রয়েছে আপনারা সেই পথে হাঁটছেন না। ৬৩ লক্ষ ভোটার বাদ দিয়েছেন। ফর্ম ৬ জমা পড়েছে ৬ লক্ষের বেশি। সেই জায়গায় নাম যোগ হয়েছে ১ লক্ষ। ডিলিশন হচ্ছে ৫ লক্ষ। আগে বেশি ছিল মেয়েরা। এখন কমে গেছে। মহিলাদের টার্গেট করছে'। চন্দ্রিমার অভিযোগ এই সমস্ত কথা বলতে গেলেই কমিশনের তরফে উত্তর আসে, 'সুপ্রিম কোর্টে গেছেন। আমাদের কিছু করার নেই'। চন্দ্রিমা বলেন, 'আমাকে বলছে ডোন্ট শাউট। আমি একজন মহিলা ভাবুন আমার উপর চিৎকার করছে। আমি একজন মহিলা, আমাকে বলছে ডোন্ট শাউট'। এরপরেই চন্দ্রিমার প্রশ্ন, 'সুপ্রিম কোর্ট গেছি বেশ করেছি। মহিলাদের উপর চিৎকার আপনি দেখে নেবেন। বলছে সব সুপ্রিম কোর্টে আছে। আমাদের কথা শুনতে রাজি নয়। সুপ্রিম কোর্টে গেছে ঠিক হয়েছে, গেছি। কেন নাম নেই, কেন বলছেন সবাই? আরও, ডিইও-দের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এটা দফার ভোটের আলোচনা নয়?' সোমবার তৃণমূলের প্রতিনিধি দলে ছিলেন ফিরহাদ হাকিমও। বৈঠক শেষে ফিরহাদের বক্তব্য, 'আমি জানি আপনি কে? বিজেপি মাইন্ডসেট করেছে রোহিঙ্গা আছে। সেই ধারণা সেটা তৈরি করা হয়েছে। আপনাদের এই প্রসেসে কটা রোহিঙ্গা পেয়েছেন? এই প্রসেস যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদের দায়িত্ব কে নেবে?

বিজেপি একটা পার্সেপশন তৈরি করেছে অনুপ্রবেশকারী, রোহিঙ্গা আছে। কিন্তু, প্রমাণ করতে পেরেছেন? কয়েকশো মানুষের মৃত্যু হয়েছে, অসুস্থ হয়েছে এইগুলোর দায় কে নেবে?' কমিশনের সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া মন্তব্যের প্রেক্ষিতে ফিরহাদ বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার আগে কত বার আপনাদের কাছে গেছি। কেন যাব না সুপ্রিম কোর্টে? আন্ডার অ্যাডজুডিকেশনে এত নাগরিককে ফেলে দিয়েছে, অধিকার আছে তাই আমরা সুপ্রিম কোর্টে গেছি।'

১৬ দফা দাবি কমিশনে জমা

১ পৃঃ পর

সদস্যের প্রতিনিধি দলে ছিলেন দলের নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি জানান, নির্বাচন দ্রুত শেষ করা এবং ভোটারদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করার দাবিই তাদের প্রধান লক্ষ্য। ভোটের সময়ে নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিজেপি। দলের দাবি, বর্তমানে রাজ্যে প্রায় ৪০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন থাকলেও তাদের কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে না। জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, এই বাহিনীর পরিচালনায় রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। দলের আরেক নেতা অভিযোগ করেন, রাজ্য পুলিশ যেভাবে নিরাপত্তা বাহিনী ব্যবহার করছে তাতে তারা সন্তুষ্ট নন। সহিংসতামুক্ত ও ভয়মুক্ত ভোটের পরিবেশ তৈরি করতে হলে নির্বাচন কমিশনকে রাজ্য পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে, যদি তারা ভোটারদের ভোট দিতে বাধা দেয়। এছাড়াও বিজেপির অভিযোগ, সংবেদনশীল এলাকায় না গিয়ে রুট মার্চ অনেক সময় শান্তিপূর্ণ এলাকায় করা হচ্ছে। বিজেপি প্রতিনিধি দলের সদস্য শিশির বাজোরিয়া জানান, তিনি নিজে দেখেছেন যে অনেক রুট মার্চ এমন এলাকায় করা হয়েছে যেখানে কোনও বসবাসকারী নেই, শুধু যানবাহন চলাচল করে। এর ফলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রকৃত প্রয়োজনীয় এলাকায় উপস্থিতি কমে যাচ্ছে বলে অভিযোগ বিজেপির। জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'এসআইআর নিয়ে আমরা আলোচনা করিনি। সুপ্রিম কোর্টে এ বিষয়ে মামলা আছে।

আদালত যা সিদ্ধান্ত নেবে, আমরা মানতে বাধ্য। আজ বৈঠকে শুধু ভোট নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমাদের অসন্তোষের কথা জানিয়েছি।' তাপস রায় বলেন, 'গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোট হয়নি। কমিশনের দায়িত্ব এই রাজ্যে গণতন্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করা। মমতা এবং তাঁর দলবল এখনও ভয় দেখাচ্ছে।' জানা গিয়েছে, এদিন কমিশনের কাছে মোট ১৬ দফা দাবি রেখেছে বিজেপি। তালিকায় রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বেশি করে ব্যবহার করা, রিগিং ঠেকানোর মতো বিষয়গুলি। বামেদের পক্ষ থেকে উপস্থিত হন মহম্মদ সেলিম এবং শমীক লাহিড়ি। এসআইআর নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তাঁরা। মহম্মদ সেলিম বলেন, 'আমরা জানতে চেয়েছি কমিশন একটা ভোটার তালিকা তৈরি করতে গিয়ে মানুষকে শত্রু বানাল কেন?

মানুষের বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ ঘোষণা করল? কেন নির্বাচন কমিশন হয়ে গেল নির্যাতন কমিশন? ভোটের আগে তো তাদের নিজেদের সম্মান বজায় রাখতে হবে।'

মলয় ঘটকের ক্ষমতা খর্ব

১ পৃঃ পর

ডেকেও পাঠিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, সেই আলোচনাতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপাতত জানিয়ে দেন, আইন দফতর আপাতত তিনিই দেখবেন। যদিও তা বিজ্ঞপ্তি আকারে কিছু সামনে আসেনি। গত শুক্রবার মলয় ধর্মতলায় তৃণমূল নেত্রীর ধর্না-মঞ্চে এসেছিলেন। কিন্তু সেখানেও তৃণমূল নেত্রী তাঁকে নিজের অসন্তোষের কথা জানিয়ে দেন। তার পর থেকে অবশ্য এই কর্মসূচিতে তাঁকে দেখা যায়নি। উল্লেখ্য, এর আগেও শ্রম দফতরের মন্ত্রী থাকাকালীন মলয় ঘটকের বেশ কিছু কাজ, সিদ্ধান্ত নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁকে সে বিষয়ে প্রকাশ্যে বলতেও দেখা গিয়েছিল।

মমতা-সরকারের দ্বিতীয় ইনিংসেও মলয় ঘটক দফতরহীন মন্ত্রী ছিলেন। পাশাপাশি আসালসোল সংগঠনের কাজেও মলয় ঘটকের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ রয়েছে দলের অন্দরে।

স্লোগান জ্ঞানেশ কুমারকে

১ পৃঃ পর

জ্ঞানেশ কুমারকে। ভিআইপি রোড দিয়ে যাওয়ার সময় কালো পতাকা দেখান সিপিআইএম নেতা-কর্মীরা। তোলা হয় 'গো ব্যাক' স্লোগানও। এরপর সোমবার সকালেই প্রশাসনিক বৈঠকের আগে কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিতে যান জ্ঞানেশ কুমার। সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) মনোজ কুমার আগরওয়াল। ফলে নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছিল গোটা মন্দির চত্বর। কিন্তু তাঁরা পৌঁছানোর আগে থেকেই মন্দিরের বাইরে জড়ো হয়েছিলেন একদল বিক্ষোভকারী। কমিশনারের গাড়ি পৌঁছাতেই তাঁকে লক্ষ্য করে কালো পতাকা দেখানো হয়। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, এসআইআর-এর মাধ্যমে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ভোটার তালিকা থেকে বহু মানুষের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। কমিশনারের সামনেই নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন তাঁরা।তবে পুজো দিয়ে বেরিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বিতর্ক এড়িয়ে যান। বিক্ষোভ নিয়ে কোনও মন্তব্য না করে কেবল বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের সকল ভাইবোনকে আমার নমস্কার। কালী মা সকলকে ভালো রাখুন।'

দফায়-দফায় বৈঠক কমিশনের

এদিন নিউটাউনের হোটেলে বাংলার প্রত্যেকটি প্রথম সারির রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ।

এর পরে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের নেতৃত্বে কমিশনের ফুল বেঞ্চ বৈঠকে বসেন রাজ্যের জেলা শাসক এবং পুলিশ সুপারদের সঙ্গে। সোমবার সকালে আটটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে এক প্রস্থ আলোচনার পরেই জেলাশাসক ও কেন্দ্রীয় এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। কিন্তু সেই বৈঠকেই তিন কেন্দ্রীয় এজেন্সির কাজে চূড়ান্ত অসন্তোষ প্রকাশ করে তাদের কার্যত ধমক দিলেন সিইসি।

শুধু কেন্দ্রীয় এজেন্সিই নয়, কলকাতা পুলিশ, রাজ্য পুলিশ এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়ার ডিইও-সহ একাধিক আধিকারিক জ্ঞানেশ কুমারের ক্ষোভের মুখে পড়েন। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কড়া সমালোচনার মুখে পড়েন রাজ্যের এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) বিনীত গোয়েল।

সূত্রের দাবি, বৈঠকে রাজ্যের আধিকারিকদের উদ্দেশে কমিশন বলেছে, যদি কেউ ভাবেন, দেড় মাসের জন্য কমিশন সক্রিয়, তার পরে আর নয়, তা খুব ভুল ভাবনা।

sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 3/9/2026 8:47 PM Page 5

পাচারে অতিষ্ঠ সীমান্তবাসী,

জওয়ানদের ঘিরে ৪ ঘণ্টা বিক্ষোভ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হেমতাবাদ

সীমান্তের কাঁটাতার কেটে দেদার গোরু পাচার, আর সেই পাচারকারীদের দাপটে বিঘার পর বিঘা ফসলের ক্ষয়ক্ষতি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই রবিবার রণক্ষেত্রের চেহারা নিল হেমতাবাদের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন সনগাঁও এলাকা। বিএসএফের নজরদারি এড়িয়ে কীভাবে সাতসকালে এই কাণ্ড ঘটল, তা নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা। কর্তব্যরত জওয়ানদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি সনগাঁও বিওপি-ও ঘেরাও করে উত্তেজিত জনতা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে হয় ভাটোল ফাঁড়ির পুলিশ ও ৮৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের উচ্চপদস্থ কর্তাদের। ৪ ঘণ্টা ধরে চলে সেই বিক্ষোভ। গাফিলতির অভিযোগে ইতিমধ্যেই এক মহিলা জওয়ান সহ দুজনকে শোকজও করেছে বিএসএফ। সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে গোরু পাচারকারীদের দাপট দীর্ঘদিনের সমস্যা। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাত নামলেই সীমান্তের কাঁটাতার সংলগ্ন এলাকায় দুষ্কৃতীদের আনাগোনা বেড়ে যায়। কখনও কাঁটাতার কেটে, আবার কখনও নদীপথে গোরু পাচারের চেষ্টা চলে। এই পাচারের সময় বিঘার পর বিঘা চাষের জমির ওপর দিয়ে গোরু নিয়ে যাওয়ায় নষ্ট হয় ভুট্টা, ধান ও রকমারি সবজি। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণের কোনও ব্যবস্থা থাকে না। এই অনিশ্চয়তা ও পাচারকারীদের ভয়ের মধ্যে দিন কাটান প্রান্তিক চাষিরা। রবিবার ভোরে সেই আতঙ্কই বাস্তবে রূপ নেয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ভোরে বাংলাদেশের একদল দুষ্কৃতী গ্যাস কাটার দিয়ে কাঁটাতারের বেড়া কেটে ভারতে প্রবেশ করেছিল। অভিযোগ, সেই বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা একদল ভারতীয় পাচারকারীর মদতে ১২টি গোরু সীমান্ত পার করে বাংলাদেশে নিয়ে যায়। আর এই পাচারের সময় আবার স্থানীয়দের কৃষিজমির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ঘটনাটি প্রথম নজরে আসে স্থানীয় বাসিন্দা মিজানুর রহমানের। তাঁর চিৎকারে গ্রামবাসীরা জড়ো হতেই পাচারকারীরা চম্পট দেয়। এরপরই ক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। বিএসএফ-এর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে গ্রামের বাসিন্দা রেজাউল হক বলেন, 'পাচারকারীদের সঙ্গে বিএসএফের যোগসাজশ রয়েছে। তা না হলে কীভাবে সাতসকালে বাংলাদেশে গোরু পাচার হল। পাচারকারীদের পায়ে পিষ্ট হয়ে ক্ষতি হয়েছে ফসলের। সেই কারণেই বিএসএফের জওয়ানদের ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে।' আরেক গ্রামবাসী শাকিলা বেগমের অভিযোগ, 'এটা নতুন কিছু নয়। প্রতিবছরই গোরু পাচারকারীদের পায়ে চাপা পড়ে আমাদের ফসল নষ্ট হয়। বারবার বিএসএফের আধিকারিকদের বলেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। ফলে ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে আমাদের মতন চাষিদের।' এদিন স্থানীয় বাসিন্দারা জওয়ানদের ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তখন উত্তেজনা প্রশমিত করতে আসরে নামেন ৮৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের কোম্পানি কমান্ডান্ট রণবীর সিং। তিনি বলেন, 'দায়িত্বে থাকা এক মহিলা জওয়ান সহ দুজনকে শোকজ করা হয়েছে।

ঘটনার তদন্ত চলছে।' বিএসএফ সূত্রে খবর, ওই দুই জওয়ানের এক মাসের বেতন কাটার পাশাপাশি একাধিক পদক্ষেপ করা হচ্ছে। রায়গঞ্জ থানার আইসি উদয়শংকর ঘোষ জানান, বিএসএফের তরফ থেকে একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। গ্রামবাসীদের এই বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে বলা হয়েছে।

'আফসোস সারাজীবন থেকে যাবে...' রাষ্ট্রপতির অসন্তোষে আক্ষেপ গোঁসাইপুর-বিধাননগরের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
গোঁসাইপুর ও বিধাননগর

সংবাদপত্রে যেদিন প্রথম খবরটা চোখে পড়ল, সেদিন থেকেই গর্ব হচ্ছিল সোনাই ভট্টাচার্যর। প্রথমবার উত্তরবঙ্গে সফরে আসছেন দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, তাও আবার তাঁদের গোঁসাইপুরে। চাট্টিখানি কথা! এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার যে মাঠে অনুষ্ঠানটি হয়েছে, সেখান থেকে সোনাইয়ের বাড়ি মেরেকেটে ১০০ মিটার দূরের একটি গলির ভেতর। রাষ্ট্রপতি ঢোকা-বেরোনোর সময় তাঁকে একটিবার দেখার জন্য রাস্তার ধারে আর পাঁচজনের সঙ্গেই দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। দ্রৌপদী মুর্মু নাকি গাড়ি থেকে হাতও নাড়িয়েছেন। মেজাজ তারপর থেকে বেশ ফুরফুরে ছিল। কিন্তু হাসি মিলিয়ে গেল বেলা গড়াতেই। রাজ্য থেকে জাতীয় স্তরে এই মুহূর্তে আলোচনার কেন্দ্রে বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের গোঁসাইপুর। ইতিবাচক নয়, নেতিবাচক। নিন্দার ঝড় বইছে সর্বত্র। রাজনৈতিক দলগুলো একে অপরকে দোষারোপ করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। উলটোদিকে, আক্ষেপের সুর সোনাইদের গলায়। তাঁদের জায়গায় এসে ভারতবর্ষের সাংবিধানিক প্রধানের এমন খারাপ অভিজ্ঞতা হতে পারে, তা এখনও মেনে নিতে পারছেন না ওঁরা। রবিবার বলছিলেন, 'রাষ্ট্রপতি তো আমাদের অতিথি ছিলেন। তাঁকে সম্মান দিতে বাথরুমে সামান্য জলের ব্যবস্থা করা যেত না? রাস্তার ধারে সারাবছর আবর্জনা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। পরিষ্কার করতে দেখি না। আমাদের না হয় গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে, রাষ্ট্রপতির জন্যও সাফাই করা গেল না। এটা চূড়ান্ত ব্যর্থতা।' রাষ্ট্রপতি এসেছিলেন সাঁওতাল কনফারেন্সে যোগ দিতে। সভামঞ্চে ওঠার পর থেকে ৩০ মিনিট এবং তারপর বিধাননগরে যাওয়া, এই পুরো সময়ের প্রায় অধিকাংশজুড়ে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন শনিবার। অথচ রাজ্য থেকে কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দলের জনপ্রতিনিধিরা প্রথম থেকেই দায় ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন। ভোটের আগে যে যার মতো বিষয়টিকে হাতিয়ার করছে। রাষ্ট্রপতির সফর ঘিরে শুরু হওয়া রাজনীতি কোনওভাবেই মেনে নিতে পারছেন না গোঁসাইপুর, বিধাননগরের বাসিন্দারা। কারও মতে, রাষ্ট্রপতির অপমান হয়েছে। তাই, যাঁরা এই অব্যবস্থার জন্য দায়ী, তাঁদের সকলের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা প্রয়োজন। কেউ আবার বলছেন, রাজনীতির সময় নয় এটা, রাষ্ট্রপতির কাছে নিঃশর্তে ক্ষমা চাইতে হবে রাজ্য সরকারকে। কারও প্রশ্ন, স্থানীয় বিজেপি সাংসদ ও বিধায়করা কেন আগাম ব্যবস্থা নিলেন না? বাগডোগরায় বাড়ি সুভাষ রায় বসুনিয়ার। তাঁর বক্তব্য, 'কে কী করল না, কে কী করেছে, কার দায় বা কার নয়- এসব নিয়েই তো আলোচনা চলছে। আমার দেশের সাংবিধানিক প্রধানের অপমান হয়েছে। রাজ্য আর কেন্দ্র- দুই পক্ষেরই ক্ষমা চাওয়া উচিত।' যে এলাকায় সভা করতে চেয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি, সেই বিধাননগরের একটি চা বাগানের শ্রমিক সঞ্জয় লাকড়ার সঙ্গে এদিন দুপুরে কথা হচ্ছিল। সঞ্জয় বিধাননগরে রাষ্ট্রপতিকে দেখতে গিয়েছিলেন। তাঁর কথায়, 'একবার শুনলাম, রাষ্ট্রপতি এখানে আসবেন। তারপর হঠাৎ করে সব বদলে গেল। ওখানে সভা হল। তবুও রাষ্ট্রপতি বিধাননগরে এলেন, আমাদের সৌভাগ্য। তাঁর যেন কোনও অসুবিধে না হয়, সেটা প্রশাসনের দেখা উচিত ছিল।' বিধাননগরেরই বাসিন্দা ক্ষিতিশ সরকারের কথায়,

'সরকারি হোক বা বেসরকারি অনুষ্ঠান, প্রোটোকল সবক্ষেত্রেই তো সমানভাবে মানা উচিত।

সংবাদপত্রে যা দেখছি, সত্যি যদি তেমন হয়ে থাকে, তবে ভারী অন্যায় হল।' যে মাঝি থানে গিয়ে শাল গাছ লাগিয়েছেন রাষ্ট্রপতি, তার কাছেই বাড়ি কানু পালের।

সন্তোষিণী বিদ্যাচক্রের মাঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে চাপা স্বরে বলে উঠলেন, 'বড় ভুল হয়ে গেল বোধহয়, এই আফসোস সারাজীবন থেকে যাবেখ।'

সেনাবাহিনীতে যোগদান বিষয়ক সচেতনতা ও পথপ্রদর্শন কর্মসূচি

দেশের সেবায় যুবসমাজকে উৎসাহিত করা এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগদানের সঠিক দিশা দেখানোর উদ্দেশ্যে গাজোল মহাবিদ্যালয়ে আয়োজিত হলো একটি বিশেষ সচেতনতা ও পথপ্রদর্শন কর্মসূচি।

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
গাজোল

দেশের সেবায় যুবসমাজকে উৎসাহিত করা এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগদানের সঠিক দিশা দেখানোর উদ্দেশ্যে গাজোল মহাবিদ্যালয়ে আয়োজিত হলো একটি বিশেষ সচেতনতা ও পথপ্রদর্শন কর্মসূচি। সোমবার, ৯ মার্চ ২০২৬ তারিখে গাজোল মহাবিদ্যালয়ের গীতাঞ্জলি সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয় 'ইন্ডিয়ান আর্মি আউটরিচ লেকচার প্রোগ্রাম'। গাজোল মহাবিদ্যালয়ের এনসিসি ইউনিট, ১১ বেঙ্গল এনসিসি, মালদা এবং শিলিগুড়ি আর্মি রিক্রুটিং অফিস-এর যৌথ উদ্যোগে এই মহতী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে নিয়োগ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সচেতনতা ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুবেদার মেজর আর এন পাটিল। তিনি সেনাবাহিনীতে নিয়োগ প্রক্রিয়া, প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, শারীরিক দক্ষতার পরীক্ষা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পাশাপাশি তিনি অগ্নিপথ প্রকল্পের আওতায় অগ্নিবীর স্কিম সম্পর্কে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের সামনে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। তিনি জানান, সেনাবাহিনীতে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, খেলোয়াড়সহ বিভিন্ন পেশাগত ক্ষেত্রের সুযোগ রয়েছে। অগ্নিবীর প্রকল্পের মাধ্যমে কীভাবে তরুণ-তরুণীরা কর্মসংস্থানের সুযোগ পেতে পারে এবং চার বছর মেয়াদ সম্পূর্ণ করার পর কী ধরনের সংরক্ষণ ও অন্যান্য সুবিধা পাওয়া যায়, সে বিষয়েও তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। এছাড়া ১০ম শ্রেণি উত্তীর্ণ প্রার্থীদের জন্য সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন সুযোগ এবং ক্লার্ক পদে যোগদানের যোগ্যতা সম্পর্কেও তিনি আলোকপাত করেন। এই বিশেষ শিবিরটি মূলত উত্তরবঙ্গ ও সিকিম অঞ্চলের ছাত্রছাত্রী এবং চাকরিপ্রার্থীদের কথা মাথায় রেখে আয়োজন করা হয়েছিল। শিলিগুড়ি আর্মি রিক্রুটিং অফিসের পদস্থ আধিকারিকরা বর্তমান সময়ে সেনাবাহিনীতে নিয়োগের বিভিন্ন পদ্ধতি, শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা এবং অগ্নিপথ প্রকল্পের মাধ্যমে সেনাবাহিনীতে যোগদানের খুঁটিনাটি বিষয় ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন গাজোল মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. মনোজ কুমার ভোজ। তিনি বলেন, ভারতের মতো একটি বৃহৎ ও বৈচিত্র্যময় দেশের নিরাপত্তা রক্ষায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবদান অপরিসীম। এই মহান আদর্শ ও দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের তরুণ প্রজন্মকে সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য এগিয়ে আসতে হবে।দ তিনি আরও উল্লেখ করেন, এই ধরনের কর্মসূচি গ্রামীণ এলাকার মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের স্বপ্ন পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ড. মহ. নিজাইরুল ইসলাম, ড. সামিউল আজিম, ড. চন্দন প্রসাদ এবং বিলাস মহলদার। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অধ্যাপক শ্যামল ঘোষ। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মহাবিদ্যালয়ের এনসিসি ইউনিটের কো-অর্ডিনেটর লেফটেন্যান্ট দেবব্রত মণ্ডল।

তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং তরুণ প্রজন্মকে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান। এদিনের অনুষ্ঠানে মহাবিদ্যালয়ের কয়েকশো ছাত্রছাত্রী ও এনসিসি ক্যাডেট অংশগ্রহণ করেন। প্রশ্নোত্তর পর্বে সেনাবাহিনীর আধিকারিকরা পড়ুয়াদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন এবং তাদের নানা সংশয় দূর করেন।

হিমঘরে খরচ বাড়ল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জলপাইগুড়ি ও ধূপগুড়ি

জলপাইগুড়ি জেলার হিমঘরগুলিতে আসন্ন মরশুমে আলু লোডিং, আনলোডিং খরচ বস্তা প্রতি ১ টাকা ৩০ পয়সা বাড়ল।

রবিবার ময়নাগুড়ির এক হিমঘরে মালিক সমিতির সঙ্গে সিটু ও আইএনটিটিইউসি নেতৃত্বের ত্রিপাক্ষিক সভায় এনিয়ে চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এবারের চুক্তি অনুসারে গাড়ি থেকে শেডে নামানো এবং ওঠানো বাবদ বস্তা প্রতি মজুরি গতবারের ৪ টাকা ৯৫ পয়সা থেকে ৩০ পয়সা বেড়ে দাঁড়াল ৫ টাকা ২৫ পয়সা। একইভাবে শেড থেকে চেম্বারে লোডিং-আনলোডিং বাবদ মজুরি গতবারের ৭ টাকা ২৫ পয়সা থেকে ১ টাকা বেড়ে দাঁড়াল ৮ টাকা ২৫ পয়সা।

হিমঘর মালিক সংগঠনের পক্ষে জেলা সভাপতি ওমপ্রকাশ খড়িয়া এবং জেলা সম্পাদক প্রদীপ ঘোষের পাশাপাশি সিটুর রাজ্য কমিটির সদস্য সন্তোষ রায়, আইএনটিটিইউসি'র জেলা সভাপতি তপন দে সহ দুইপক্ষের নেতারা চুক্তিতে সই করেন।

সিটু নেতা সন্তোষ বলেন, 'লাগাতার লড়াইয়ের ফলে মালিকপক্ষের সঙ্গে যে সর্বসম্মত চুক্তি

সিদ্ধান্ত হয়েছে তাতে জলপাইগুড়ির পাশাপাশি প্রতিবেশী দুই জেলা আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের হিমঘর শ্রমিকরাও উপকৃত হবেন।'

সরকারি দিঘিতে অবাধে চলছে 'মাছ লুট'

প্রশাসনের নাকের ডগায় জেলা পরিষদের এক্তিয়ারভুক্ত সরকারি দিঘিতে চলল দেদার মাছ লুট। হরিরামপুর ব্লকের বৈরহাট্টা পঞ্চায়েত এলাকার মালিয়ানদিঘিতে শনি ও রবিবার;টানা দু'দিন ধরে এই ঘটনা ঘটলেও প্রশাসন নীরব দর্শক হয়ে রয়েছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হরিরামপুরে শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে উঠেছে। কংগ্রেস নেতা সোনা পালের অভিযোগ, উচ্চ আদালতে মামলা চলায় এই দিঘিতে বর্তমানে আইনি জটিলতা রয়েছে। কিন্তু স্থানীয় কিছু তৃণমূল নেতার মদতে সরকারি অনুমতি ছাড়াই সেখানে মাছ চাষ করা হচ্ছিল। গত দু'দিন ধরে সেই মাছই অবাধে লুট করা হয়েছে। সোনা পালের দাবি, ক্ষুব্ধসব জেনেও প্রশাসন চোখ বন্ধ করে রেখেছে। আমরা ব্লক প্রশাসন ও পুলিশকে লিখিত জানিয়েও কোনও ফল পাইনি।ক্ষু এই ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার হরিরামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের সহ বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। মাছ লুটের ঘটনা প্রসঙ্গে হরিরামপুর থানা সরাসরি কোনও মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। তবে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিষয়টি যেহেতু উচ্চ আদালতে বিচারাধীন, তাই আদালতের নির্দিষ্ট নির্দেশ না আসা পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ করে নতুন করে ঝামেলায় জড়াতে চাইছে না তারা। অন্যদিকে, ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক দীপঙ্করকুমার রায় জানান, ব্লক থেকে সমস্ত দিঘির বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করার জন্য জেলা স্তরে চিঠি পাঠানো হয়েছে। এখন বিষয়টি জেলা প্রশাসনের এক্তিয়ারভুক্ত। জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি অম্বরীশ সরকার জানিয়েছেন, বিষয়টি খোঁজ না নিয়ে তিনি কিছু বলতে পারবেন না।

হিলিতে পথশ্রী প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হিলি

উন্নয়নের মান বড়, নাকি দলীয় অনুশাসন? দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলিতে পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তার কাজ ঘিরে এই প্রশ্নই এখন তুঙ্গে। নিম্নমানের কাজের প্রতিবাদ জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হয়েছিলেন হিলি গভর্নমেন্ট কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জিএস মৃন্ময় সরকার। কিন্তু দলীয় নেতৃত্বের কোপে পড়ে শেষপর্যন্ত সেই প্রতিবাদের ভিডিও মুছে ফেলতে বাধ্য হলেন তিনি। তবে ছাত্র নেতা মুখ বন্ধ করলেও ক্ষোভ কমেনি গ্রামবাসীদের। হিলি চামুণ্ডা কালীমাতার মন্দির থেকে পশ্চিম আপ্তের পর্যন্ত প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাস্তা সংস্কারের কাজ চলছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, ভালো পিচের রাস্তার বদলে সংকীর্ণ ও নিম্নমানের ঢালাই রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে, যা ভবিষ্যতে বড়সড় দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। গত রবিবার থেকেই এই নিয়ে উত্তেজনা ছিল। রবিবার দুপুরে গ্রামবাসীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ বন্ধ করে দেন এবং পিচের রাস্তার দাবিতে অনড় থাকেন। স্থানীয় বাসিন্দা বিমানকুমার সরকারের সাফ কথা, ক্ষুআমরা এই নিম্নমানের কাজ হতে দেব না।ক্ষু ছাত্র নেতা মৃন্ময় সরকার রাস্তার কাজের ভিডিও ভাইরাল করতেই দলের একাংশের রোষানলে পড়েন বলে অভিযোগ। চাপের মুখে পোস্ট মুছলেও মৃন্ময়ের আক্ষেপ, ক্ষুভালোবেসে দল করি, তাই খারাপ কাজের প্রতিবাদ করেছিলাম। কিন্তু দলেরই লোক আমাকে যেভাবে গালাগাল ও ধমক দিয়েছে, তাতে আমি নিজের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন।ক্ষু যদিও তিনি ভয়ে নির্দিষ্ট কারও নাম নিতে সাহস পাচ্ছেন না।

আবগারি মামলায় ফের চাপে কেজরী-সিসৌদিয়া

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

আবগারি মামলায় অরবিন্দ কেজরীওয়াল ও মণীশ সিসৌদিয়াদের স্বস্তি কি তবে সাময়িক? সোমবার দিল্লি হাই কোর্টের পর্যবেক্ষণে তেমন ইঙ্গিতই মিলেছে। সিবিআইয়ের আর্জি মেনে নিম্ন আদালতের করা 'বিস্ফোরক' মন্তব্যগুলির ওপর স্থগিতাদেশ দেওয়ার কথা জানিয়েছে আদালত। বিচারপতি স্বর্ণকান্তা শর্মা স্পষ্ট করেছেন, সিবিআই এবং তাদের তদন্তকারী অফিসারদের নিয়ে যে পর্যবেক্ষণ রাউস অ্যাভিনিউ আদালত দিয়েছিল, তা আপাতত স্থগিত করা হবে। একই সঙ্গে আগামী ১৬ মার্চ এই বিষ ে য. কেজরীওয়াল-সহ ২৩ জন অভিযুক্তের বক্তব্য জানতে চেয়েছে উচ্চ আদালত। সিবিআইয়ের দায়ের করা এই মামলায় নিম্ন আদালত অভিযুক্তদের অব্যাহতি দিয়ে জানিয়েছিল. 'অভিযোগের স প ে ক্ষ তথ্যপ্রমাণ দাখিল করতে না-পারলে সরকারি প্রতিষ্ঠানের উপর মানুষের আস্থা টলে যায়।' এমনকি কেন্দ্রীয় সংস্থাকে 'অর্থনীতিতে অজ্ঞ' বলেও কটাক্ষ করেছিল আদালত। সোমবার এই মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে দিল্লি হাই কোর্টে সওয়াল করেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। তাঁর দাবি, কোনও বিচার ছাড়াই সিবিআই সম্পর্কে এই মন্তব্য করা হয়েছে এবং কেজরীওয়ালদের বেকসুর খালাস করার রায় আদতে 'ন্যায়ভ্রষ্ট'। হাই কো... সাফ জানিয়েছে, সিবিআইয়ের দায়ের ক ব. । পিটিশনটির নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নিম্ন আদালতে ইডির মামলার শুনানিও পিছিয়ে দিতে হবে। বিচারপতির মতে, কেন্দ্রীয় সংস্থার বিরুদ্ধে করা মন্তব্যগুলি আপাতত স্থগিত রাখা জরুরি। ফলে দিল্লি আবগারি নীতির জল যে আরও ঘোলা হতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য। সিবিআইয়ের দাবি, আম আদমি পার্টির নেতা ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও ঘুষ লেনদেনের অকাট্য প্রমাণ রয়েছে যা দিয়ে চার্জগঠন সম্ভব। উল্লেখ্য, ১৮ মাস জেল খাটার পর গত বছর জামিন পেয়েছিলেন সিসৌদিয়া। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন ২০২৪ সালে গ্রেফতার হয়েছিলেন কেজরীওয়াল। নিম্ন আদালত সিসৌদিয়াকে অব্যাহতি দিয়ে বলেছিল, সিবিআইয়ের পেশ করা ষড়যন্ত্রের তত্ত্বে কেবল 'স্ববিরোধিতা' রয়েছে। হাই কোর্টের এদিনের নির্দেশে সেই পুরনো অস্বস্তি আবার নতুন করে তাড়া করতে শুরু করল দিল্লির শাসক দলকে। ফাইল ফটো।

আলোচনা ও কূটনীতিই শান্তির একমাত্র রাস্তা

পশ্চিম এশিয়া নিয়ে সংসদে বার্তা জয়শঙ্করের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

জ্বলছে মধ্যপ্রাচ্য। ইরান বনাম ইজরায়েল-আমেরিকা সংঘাতে টালমাটাল বিশ্বরাজনীতি। এই চরম অস্থিরতার আবহে দাঁড়িয়ে শান্তির বার্তা দিল ভারত। সোমবার সংসদে দাঁড়িয়ে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, 'আলোচনা ও কূটনীতিই শান্তির একমাত্র রাস্তা'। পেশি প্রদর্শন নয়, বরং সংলাপের মাধ্যমেই যে পরিস্থিতির মোকাবিলা সম্ভব, সেই অবস্থানই ফের স্পষ্ট করল নয়াদিল্লি। যুদ্ধের আবহে ভারতের রণকৌশল এবং প্রবাসী ভারতীয়দের সুরক্ষা নিয়ে সোমবার রাজ্যসভা ও লোকসভায় দীর্ঘ বিবৃতি দেন বিদেশমন্ত্রী। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের মাটিতে আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ হামলায় সুপ্রিম লিডার আয়াতোল্লা খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর থেকে পরিস্থিতি কার্যত হাতের বাইরে চলে গিয়েছে। তেহরানের পাল্টা জবাবে থরথর করে কাঁপছে পশ্চিম এশিয়া। এই সঙ্কটজনক মুহূর্তে জয়শঙ্কর বলেন, 'আলোচনা ও কূটনীতি দুই তরফের উত্তেজনা হ্রাসের একমাত্র পথ। আমাদের সরকার গত ২৮ ফেব্রুয়ারি বিবৃতি জারি করে এই যুদ্ধ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে সব পক্ষকে সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছিল। আমরা বিশ্বাস করি উত্তেজনা কমাতে সকলেরই সংলাপ ও কূটনৈতিক পথ অনুসরণ করা উচিত।' বিদেশমন্ত্রী জানান, মধ্যপ্রাচ্যের এই আগ্নেয়গিরির ওপর কড়া নজর রাখছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যুদ্ধের গ্রাসে আটকে পড়া হাজার হাজার ভারতীয়র নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই এখন সাউথ ব্লকের পয়লা নম্বর লক্ষ্য। তেহরানের ভারতীয় দূতাবাস ২৪ ঘণ্টা সক্রিয় রয়েছে। বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে সেখানে পড়তে যাওয়া ভারতীয় পড়ুয়াদের ওপর। ১ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে নিরাপত্তা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির (সিসিএস) বৈঠকেও ভারতীয়দের সুরক্ষা নিয়ে বিশদে আলোচনা হয়েছে বলে জানান জয়শঙ্কর। পশ্চিম এশিয়ার এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই ভারতের একটি মানবিক এবং কৌশলগত পদক্ষেপের কথা প্রকাশ্যে আনেন বিদেশমন্ত্রী। তিনি জানান, ১ মার্চ তিনটি ইরানি জাহাজকে ভারতীয় বন্দরে আশ্রয়ের অনুমতি দিয়েছে নয়াদিল্লি। এর মধ্যে 'আইআরআইএস লাভান' নামের একটি ইরানি নৌবাহিনীর জাহাজ কেরলের কোচি বন্দরে নোঙর করেছে। ভারতের এই সিদ্ধান্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি। জয়শঙ্কর বলেন, ত্ইরানের নৌবাহিনীর জাহাজ 'আইআরআইএস লাভান'-কে কোচি বন্দরে আশ্রয় দেওয়ার জন্য সে দেশের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি ভারতকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।দ তবে খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর সে দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা যে রীতিমতো কঠিন কাজ, তাও স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি। যুদ্ধের ছায়ায় বিশ্বজুড়ে জ্বালানি তেলের বাজারে আগুন লাগার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ভারতের অর্থনীতির ওপর যাতে এর আঁচ না পড়ে, সে দিকেও সতর্ক সরকার। আমেরিকা রাশিয়ার তেলের ওপর ভারতের জন্য ৩০ দিনের বিশেষ ছাড় ঘোষণা করলেও, ভারত কোনো চাপের মুখে নতিস্বীকার করবে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী। জ্বালানি আমদানির ক্ষেত্রে মোদী সরকারের অবস্থান অনড়। জয়শঙ্করের কথায়, 'ভারতীয়দের স্বার্থই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে। আমাদের জাতীয় স্বার্থ সর্বদাই গুরুত্বপূর্ণ।' খরচ, ঝুঁকি এবং জোগানের ভারসাম্য বজায় রেখেই ভারত পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে। তিনি আরও যোগ করেন, 'জ্বালানি-নিরাপত্তা নিয়ে সরকার দায়বদ্ধ রয়েছে। খরচ, ঝুঁকি, জোগান কেমন রয়েছে, সেই বিষয়গুলি মাথায় রাখা হচ্ছে।' সংসদে জয়শঙ্করের এই বিবৃতি ঘিরে অবশ্য রাজনৈতিক পারদও চড়েছে। কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলি এই স্পর্শকাতর ইস্যু নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার দাবি জানায়। বিরোধীদের হইহট্টগোল ও ওয়াকআউটের জেরে লোকসভার অধিবেশন দুপুর ৩টে পর্যন্ত মুলতুবি করে দিতে হয়। তবে সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠে ভারত এটাই বুঝিয়ে দিল যে, যুদ্ধ নয়, বুদ্ধের দেশ সর্বদা শান্তির পক্ষেই দাঁড়াবে। এখন দেখার, ভারতের এই শান্তিবার্তা মধ্যপ্রাচ্যের বারুদের স্তূপে কতটা জল ঢালতে পারে। ফাইল ফটো।

যুদ্ধের আবহে ভারতের রণকৌশল এবং প্রবাসী ভারতীয়দের সুরক্ষা নিয়ে সোমবার রাজ্যসভা ও লোকসভায় দীর্ঘ বিবৃতি দেন বিদেশমন্ত্রী। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের মাটিতে আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ হামলায় সুপ্রিম লিডার আয়াতোল্লা খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর থেকে পরিস্থিতি কার্যত হাতের বাইরে চলে গিয়েছে। তেহরানের পাল্টা জবাবে থরথর করে কাঁপছে পশ্চিম এশিয়া। এই সঙ্কটজনক মুহূর্তে জয়শঙ্কর বলেন, 'আলোচনা ও কূটনীতি দুহ ে তরফের উত্তেজনা হ্রাসের একমাত্র পথ। আমাদের সরকার গত ২৮ ফেব্রুয়ারি বিবৃতি জারি করে এই যুদ্ধ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে সব পক্ষকে সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছিল। আমরা বিশ্বাস করি উত্তেজনা কমাতে সকলেরই সংলাপ ও কূটনৈতিক পথ অনুসরণ করা উচিত।'

যুদ্ধের রাশ নেতানিয়াহুর হাতেও, চরম হুঁশিয়ারি ডোনাল্ড ট্রাম্পের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

পশ্চিম এশিয়ায় বারুদের গন্ধ আরও তীব্র হচ্ছে। আমেরিকা এবং ইরানের সংঘাত দশম দিনে পা রাখল। এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ আর কত দিন চলবে? গোটা বিশ্ব যখন এই প্রশ্নে উদ্বিগ্ন, তখ নই নতুন জল্পনা উসকে দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, যুদ্ধ থামানোর চাবিকাঠি একা তাঁর হাতে নেই। এই বিষয়ে বন্ধুদেশ ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে আলোচনা করেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। অর্থাৎ, পশ্চিম এশিয়ার রণক্ষেত্রে কবে শান্তি ফিরবে, তা এখন অনেকটাই নির্ভর করছে ট্রাম্প-নেতানিয়াহু জুটির রসায়নের ওপর। 'টাইম্ স অফ ইজরায়েল'-কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে মার্কিন প্রেসিডেন্টের গলায় শোনা গিয়েছে রণংদেহি মেজাজ। যুদ্ধবিরতি বা সামরিক অভিযান বন্ধের প্রশ্নে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, সিদ্ধান্ত কি তিনি একাই নেবেন? ট্রাম্পের জবাব ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, 'আমি মনে করি, এটি কিছুটা হলেও যৌথ সিদ্ধান্ত হবে। আমাদের মধ্যে কথাবার্তা চলছে। আমি সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত নেব। তবে সব দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' ট্রাম্পের এই মন্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপে ইজরায়েলকে পূর্ণ মর্যাদা দিচ্ছে ওয়াশিংটন। ট্রাম্পের দাবি, তিনি এবং নেতানিয়াহু ঢাল হয়ে না দাঁড়ালে ইজরায়েলের অস্তিত্ব বিপন্ন হতো। ইরানের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাঁদের যৌথ লড়াইকে কৃতিত্ব দিয়ে ট্রাম্প বলেন, 'ইজরায়েল এবং তার আশপাশের সব কিছু ধ্বংস করতে যাচ্ছিল ইরান। আমরা (ট্রাম্প এবং নেতানিয়াহু) একসঙ্গে কাজ করছি। আমরা এমন একটি দেশকে ধ্বংস করছি যারা ইজরায়েলকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল।' মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই বয়ান ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঝাঁজ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ অভিযানে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ইরান। সেই ভয়াবহ হামলাতেই প্রাণ হারান ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই। তারপর থেকেই পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি হতে শুরু করে। খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর ইরান পালটা আঘাত হানে পশ্চিম এশিয়ায় আমেরিকার বন্ধুদেশগুলির ওপর। ভারত-সহ বিশ্বের একাধিক রাষ্ট্র এই পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের ডাক দিলেও ট্রাম্পের সুর এখ নও নরম হয়নি। ইরানের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ ঠিক কত দিন স্থায়ী হবে? ট্রাম্প এর আগে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, এই অভিযান দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। 'ডেইলি মেইল'-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন, ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চার বা পাঁচ সপ্তাহ পর্যন্ত চলতে পারে। এমনকি প্রয়োজনে আরও দীর্ঘ সময় ধরে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমেরিকা প্রস্তুত বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তিনি। যুদ্ধের এই আবহের মধ্যেই সোমবার ইরানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বড় বদল এসেছে। প্রয়াত খামেনেইয়ের উত্তরসূরি হিসেবে তাঁর পুত্র মোজতবা খামেনেইকে দেশের নতুন সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা হিসেবে ঘোষণা করেছে ইরান। কিন্তু মোজতবার দায়িত্ব গ্রহণকেও ভালো চোখে দেখছে না হোয়াইট হাউস। তেহরানের নতুন নেতৃত্বকে কার্যত তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন ট্রাম্প। 'এবিসি নিউজ'-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি সাফ জানিয়েছেন, 'হোয়াইট হাউস না-চাইলে ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা বেশি দিন টিকতে পারবেন না।' ট্রাম্পের এই চরম হুঁশিয়ারি এবং নেতানিয়াহুর সঙ্গে তাঁর ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতা পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতিকে কোন দিকে নিয়ে যায়, এখ ন সেটাই দেখার।

কেরলে 'সিজেপি' তত্ত্বে বাম, বিজেপিকে বিঁধলেন রাহুল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

জাতীয় স্তরে বিজেপি বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া' থাকলেও কেরলের মাটিতে সিপিএম এবং বিজেপিকে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ বলে দেগে দিলেন রাহুল গান্ধী। বিধানসভা নির্বাচনের মুখে দাঁড়িয়ে বিরোধী দলনেতার বিস্ফোরক দাবি, কেরলে আসলে বাম বা রাম আলাদা কিছু নেই, ওরা মিলেমিশে 'সিজেপি' হয়ে গিয়েছে। মোদী এবং পিনারাই বিজয়ন তলে তলে জোট বেঁধে চলছেন বলে তোপ দেগেছেন তিনি। রাহুলের এই আক্রমণকে ঘিরে জাতীয় রাজনীতিতে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে। রাহুল সাফ জানিয়েছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প যেভাবে নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ন্ত্রণ করেন, ঠিক একইভাবে নরেন্দ্র মোদী নিয়ন্ত্রণ করেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নকে। তাঁর অভিযোগ, দুজনে মিলে কেরলে কার্যত ছায়া সরকার চালাচ্ছেন। দুর্নীতির ইস্যুতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির ভূমিকা নিয়েও সরব হয়েছেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি। তাঁর বক্তব্য, 'গোটা দেশে বিরোধীদের উপর ইডি-সিবিআই আক্রমণ করছে। আমার নিজের উপর ৩৬টা মামলা। ৫৫ ঘণ্টা ডেকে জেরা করেছে। অথচ এখানকার মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ কেন্দ্রীয় এজেন্সগুলি করছে না।' পিনারাই বিজয়নের মেয়ে বীণার বিরুদ্ধে ওঠা আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ এবং মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির প্রসঙ্গ তুলে রাহুল বলেন, এত অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্র হাত গুটিয়ে বসে আছে। রাহুলের ব্যাখ্যায়, 'এত অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও কোনওরকম পদক্ষেপ করছে না কেন্দ্র। ওরা সিপিএম-বিজেপি নয়। ওরা আসলে সিজেপি।' উল্লেখ্য, রাহুলের এই মন্তব্যকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জলঘোলা শুরু হতেই আসরে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস। রাহুলের সুরেই বাম-বিজেপিকে একাসনে বসিয়েছেন তৃণমূলের কুণাল ঘোষ। তাঁর কটাক্ষ, সিপিএম এবং বিজেপি যে এক, এটা রাহুল গান্ধী এতদিনে বুঝলেন। তবে বাংলা অনেক আগেই এই সত্য বুঝে গিয়েছিল বলে দাবি করেন তিনি। দিল্লি বা বাংলায় বাম-কংগ্রেসের 'দোস্তি' থাকলেও কেরলের লড়াই যে আগাগোড়া 'কুস্তি'র, রাহুলের এই মন্তব্যে তা আরও একবার স্পষ্ট হয়ে গেল।

মধ্য এশিয়ার যুদ্ধমেঘে কাঁপছে বাংলাদেশ

জ্বালানি বাঁচাতে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের নির্দেশ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

মধ্য এশিয়ার যুদ্ধমেঘের ছায়ায় জ্বালানি সংকটের অশনি সংকেত দেখছে বাংলাদেশ। পরিস্থিতি সামাল দিতে দেশজুড়ে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নিল তারেক রহমান সরকার। সোমবার থেকেই এই নির্দেশ কার্যকর হচ্ছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয় করতেই এই কড়া পদক্ষেপ বলে জানানো হয়েছে প্রশাসনের তরফে। বিশ্ববাজারে সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় আগাম সতর্কতা হিসেবেই এই 'শাটডাউন'। শিক্ষা মন্ত্রকের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সহকারী সচিব সুলতান আহমেদ স্বাক্ষরিত এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে। ইদ-উল-ফিতরের নির্ধারিত ছুটির সঙ্গেই এই বাড়তি সময়সীমা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সরকারের লক্ষ্য, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ রেখে বিদ্যুতের ব্যবহার সর্বনিম্ন স্তরে নামিয়ে আনা। নবগঠিত সরকারের এই ব্যয়সাশ্রয়ী অভিযান মূলত ইরানের যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে তৈরি হওয়া আন্তর্জাতিক চাপ মোকাবিলার কৌশল। আমদানিনির্ভর অর্থনীতির ওপর যাতে বড় কোনো ধাক্কা না আসে, তার জন্যই এই আগাম রক্ষাকবচ।

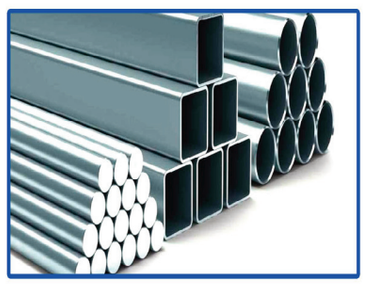

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের পাশাপাশি আমজনতার জীবনযাত্রাতেও রাশ টানার পরামর্শ দিয়েছে জ্বালানি মন্ত্রক। নাগরিকদের উদ্দেশে জারি করা বার্তায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, খুব প্রয়োজন ছাড়া যাতায়াত এড়িয়ে চলতে হবে। অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ সীমিত করার পাশাপাশি বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়ার আর্জি জানানো হয়েছে। বিশেষ করে উৎসবের আলোকসজ্জা বা সাজসজ্জার আলো পুরোপুরি এড়িয়ে চলার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহারের বদলে সাধারণ মানুষকে গণপরিবহনের ওপর বেশি নির্ভর করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এদিকে জ্বালানি সংকটের খবর চাউর হতেই ঢাকা-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পেট্রোল পাম্পগুলোতে হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছে। গত কয়েক দিন ধরেই পাম্পগুলোতে উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে তিন-চার ঘণ্টা অপেক্ষা করেও অনেকে পর্যাপ্ত তেল পাচ্ছেন না বলে খবর। এই হিড়িক সামাল দিতেই তড়িঘড়ি কড়া নির্দেশিকা জারি করল সরকার। বিশেষজ্ঞদের মতে, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামের ওঠানামায় বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মতো দেশগুলো সবথেকে বেশি ঝুঁকিতে থাকে।

মঙ্গলবার সব জেলায় বজ্রবিদ্যুতের সতর্কতা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

রাজ্যে আবারও আবহাওয়ার বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত। বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢোকার ফলে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার থেকে রাজ্যের প্রায় সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

কোথাও কোথাও দমকা ঝোড়ো হাওয়া ও বজ্রপাতের আশঙ্কাও রয়েছে। আবহাওয়াবিদদের মতে, সিকিম ও উত্তরবঙ্গের উপর দিয়ে একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা অতিক্রম করবে। তার প্রভাবেই উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ঝড়-বৃষ্টির পরিস্থিতি তৈরি হবে। উত্তরবঙ্গে শনিবার পর্যন্ত বৃষ্টি চলতে পারে এবং দক্ষিণবঙ্গে বুধবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং, উত্তর দিনাজপুর এবং জলপাইগুড়ি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই সব জেলায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়াও বইতে পারে। এছাড়াও আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং মালদা সহ দুই দিনাজপুর জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গেও ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ঝাড়গ্রাম, দুই মেদিনীপুর, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় দু,এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

বিশেষ করে দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়া জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম জেলায় ঘণ্টায় প্রায় ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি হতে পারে। অন্যদিকে পূর্ব বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলায় ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই আগামী কয়েকদিন আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে এবং দু,এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কোথাও কোথাও সাময়িকভাবে ঝড়-বৃষ্টির কারণে দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে সতর্ক করেছে আবহাওয়া দপ্তর।

বুধবারের পর থেকে ধীরে ধীরে বৃষ্টির পরিমাণ কমতে পারে। বৃহস্পতিবার থেকে বেশিরভাগ জেলায় শুষ্ক আবহাওয়া ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় অস্বস্তিকর গরম অনুভূত হতে পারে এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও সামান্য বাড়তে পারে বলে পূর্বাভাস।

খাসির মাংসের দাম বৃদ্ধি, চিন্তায় সাধারণ মানুষ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

একদিকে পবিত্র রমজান মাস, অন্যদিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিয়ের মরসুম;এই দুই সময়কে ঘিরে বাজারে খাসির মাংসের চাহিদা বেড়েছে। আর সেই সুযোগেই লাগাতার বাড়ছে খাসির মাংসের দাম। ফলে চরম বিপাকে পড়েছেন সাধারণ মানুষ।

স্থানীয় বাজারগুলিতে খাসির মাংসের দাম এক ধাক্কায় প্রায় ৮০০ টাকা কেজি ছুঁয়ে ফেলেছে বলে অভিযোগ। কয়েকদিন আগেও যেখানে দাম তুলনামূলক কম ছিল, সেখানে হঠাৎ করে এই মূল্যবৃদ্ধিতে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন ক্রেতারা। অনেকেরই দাবি, উৎসব ও বিয়ের মরসুমকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ীরা ইচ্ছেমতো দাম বাড়াচ্ছেন। ক্রেতাদের অভিযোগ, লাগাতার দাম বাড়লেও প্রশাসনের তরফে তেমন কোনও নজরদারি দেখা যাচ্ছে না। ফলে বাজারে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে দাম বেড়েই চলেছে। এতে সাধারণ ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ছেন। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, প্রশাসনের উচিত দ্রুত বাজারে নজরদারি বাড়ানো এবং খাসির মাংসের দাম নিয়ন্ত্রণে আনা, যাতে সাধারণ মানুষ স্বস্তি পান! এখন দেখার প্রশাসন কি আদৌ কোনো পদক্ষেপ নেবে!নাকি সাধারণ মানুষ অস্বস্তিতেই থাকবে।

হিন্দমোটরে উদযাপিত ‘সংকল্প সংস্থিতা ২০২৬’

সকালের শিরোনাম
পাপ্পু সাঁতরা
হুগলি

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকল হিন্দমোটর। রবিবার, স্থানীয় ‘সংকল্প’ কার্যালয়ে আয়োজিত হলো বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ‘সংকল্প সংস্থিতা ২০২৬’। সমাজ গঠনে নারীদের অসামান্য অবদানকে স্বীকৃতি দিতেই এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট সমাজসেবী সংগঠনটি। প্রতি বছরের মতো এবারও এই মঞ্চে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের লড়াকু ও কৃতী নারীদের সম্মান জানানো হয়। এ বছর মোট ১২ জন বিশিষ্ট মাননীয়াকে তাঁদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্যের জন্য বিশেষ সম্মাননায় ভূষিত করা হয়েছে। শিক্ষা, সমাজসেবা ও সংস্কৃতির এবং স্বনির্ভরতার আঙিনায় নিজ গুণে অনন্যা এই নারীদের হাতে স্মারক ও সম্মাননা তুলে দিয়ে ধন্য মনে করেন আয়োজকরা। কেবল বিশিষ্ট গুণীজনরাই নন, এদিন ‘সংকল্প’ পরিবারের দুই গুরুত্বপূর্ণ সদস্যাকেও তাঁদের নিষ্ঠা ও দীর্ঘকালীন পরিষেবার জন্য বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঘরের ও বাইরের;উভয় ক্ষেত্রের নারীদের মেধা ও পরিশ্রমকে কুর্নিশ জানানোই ছিল এই অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। সংস্থার পদাধিকারীরা তাঁদের বক্তব্যে বলেন, ‘আজকের এই সম্মাননা কেবল ১২ জন বা ১৪ জন ব্যক্তির নয়, বরং সমাজের সেই সমস্ত অদম্য নারীদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য যারা প্রতিকূলতাকে জয় করে এগিয়ে চলেছেন’। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। গুণীজনদের সংবর্ধনা প্রদান ও সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ‘সংকল্প সংস্থিতা ২০২৬’ এক অনন্য মাত্রা পায়। অনুষ্ঠান শেষে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানানো হয় ও জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে পরিসমাপ্তি ঘটে।

চরম অসহায়তায় গৌতম পালের পরিবার!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আউসগ্রাম

পূর্ব বর্ধমান জেলার আউসগ্রাম এক নম্বর ব্লকের ব্রজপুর গ্রামে উঠে এল চরম অসহায়তার এক মর্মান্তিক ছবি। একদিকে দীর্ঘদিনের অসুস্থতা, অন্যদিকে মাথার উপর একমাত্র মাটির বাড়িটিও ভেঙে পড়েছে;সব মিলিয়ে কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়েছেন ক্ষেতমজুর গৌতম পাল ও তাঁর পরিবার। পেশায় ক্ষেতমজুর গৌতম পাল দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ। নিয়মিত কাজ করতে না পারায় সংসারে নেমে এসেছে চরম আর্থিক সংকট। সেই সংকটের মধ্যেই বিপর্যয় নেমে আসে যখন তাঁদের একমাত্র মাটির বাড়িটিও ভেঙে পড়ে। ফলে এখন স্ত্রী, এক সন্তান এবং বৃদ্ধ মাকে নিয়ে অন্যের বাড়িতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন তিনি। স্থানীয়দের কথায়, ‘জলে কুমির ডাঙায় বাঘ’ ; ঠিক এমনই পরিস্থিতির মধ্যে দিন কাটছে গৌতম পালের পরিবারের। একদিকে অসুস্থ স্বামীর চিকিৎসার খরচ, অন্যদিকে মাথার উপর স্থায়ী ছাদের অভাব;সব মিলিয়ে পরিবারটি কার্যত অনিশ্চয়তার অন্ধকারে। গৌতম পালের স্ত্রী কৃষ্ণা পাল চোখে জল নিয়ে বলেন, ‘ঘরটা একদমই ফেটে পড়েছে। সেই বাড়িতে আর থাকা সম্ভব নয়। গত বর্ষা থেকেই বাড়ির অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমার স্বামী ভীষণ অসুস্থ, চিকিৎসাও করাতে পারছি না। নতুন করে বাড়ি বানানোর সামর্থ্য আমাদের নেই’। তিনি আরও জানান, সমস্যার কথা জানিয়ে একাধিকবার পঞ্চায়েত অফিস এবং ব্লক অফিসে গিয়েছেন। ‘ওরা এসে বাড়ির ছবি তুলে নিয়ে গেছে, সব দেখেও গেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও সাহায্য পাইনি’, অভিযোগ তাঁর। এদিকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রত্যেকের মাথার উপর পাকা ছাদের কথা বলা হলেও বাস্তবে এমন চিত্র সামনে আসায় হতাশ এলাকাবাসীরাও। তাঁদের দাবি, দ্রুত সরকারি সহায়তার মাধ্যমে গৌতম পালের পরিবারের মাথার উপর একটি স্থায়ী ছাদের ব্যবস্থা করা হোক এবং অসুস্থ গৌতম পালের চিকিৎসার জন্যও প্রশাসন এগিয়ে আসুক। অসহায়তার এই ছবি এখন ব্রজপুর গ্রামের মানুষের মনে প্রশ্ন তুলছে;কবে মিলবে এই পরিবারের মাথার উপর নিরাপদ আশ্রয়? আউসগ্রাম এক নম্বর ব্লক সভাপতি শান্তাপ্রসাদ রায়চৌধুরী এই ঘটনাকে ঘিরে বলেন, বাংলা আবাস যোজনার প্রথম পর্যায়ে যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল, পরে দেখা যায় আউসগ্রাম এক ব্লকের বহু মানুষের নাম সেই তালিকায় নেই। বিষয়টি সামনে আসতেই তিনি নিজে জেলা শাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং এলাকার বিধায়কও বিষয়টি উচ্চ পর্যায়ে তুলে ধরেন বলে জানান তিনি। শান্তাপ্রসাদ রায়চৌধুরীর দাবি, প্রথম পর্যায়ে তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় পর্যায়ে কীভাবে সেই নাম তালিকা থেকে বাদ পড়ে গেল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তাঁর কথায়, ‘প্রথম তালিকায় যাঁদের নাম ছিল এবং যাঁরা বাড়ি পাওয়ার কথা ছিল, দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁদের নাম কীভাবে পোর্টাল থেকে উধাও হয়ে গেল তা খ তিয়ে দেখা দরকার। এর পিছনে কোনও সরকারি আধিকারিকের ভূমিকা রয়েছে কি না, তা নিয়েও আমাদের সন্দেহ রয়েছে’। তবে তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন, যে পরিবারটি বর্তমানে চরম অসহায় অবস্থার মধ্যে রয়েছে, তাদের পাশে দল ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে থাকার চেষ্টা করা হবে এবং বিষয়টি নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে। বর্ধমান বিভাগের বিজেপি যুব মোর্চার কনভেনার সৌমেন কার্ফা এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি আউসগ্রামের তৃণমূল নেতৃত্ব, বিশেষ করে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ও স্থানীয় বিধায়কের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। সৌমেন কার্ফা দাবি করেন, উন্নয়নের প্রচারের তুলনায় বাস্তবে সাধারণ মানুষের সমস্যার সমাধান খুব কমই হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, এলাকার বহু মানুষ এখনও বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, যা প্রশাসনিক ব্যর্থতার দিকেই ইঙ্গিত করছে। ওখানকার বিধায়ক মাল তুলছে, বিরাট তোলাবাজ বলেও অভিযোগ তোলেন বিজেপি নেতা। তিনি আরও বলেন, আউসগ্রামের বর্তমান বিধায়ক এলাকার মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বজায় রাখেন না। বোলপুরে থাকেন আউসগ্রামের মাটির সাথে তার কোন সম্পর্কই নেই। একইসঙ্গে তিনি তৃণমূলের ব্লক সভাপতির মন্তব্যকেও গুরুত্ব না দিয়ে বলেন, ‘পকেট বাবুর’ পিছু পিছু না ঘুরে সংগঠন শক্তিশালী করার দিকেই তাঁদের মনোযোগ দেওয়া উচিত। সৌমেন কার্ফার দাবি, আগামী ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে আউসগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে বড় ধরনের পরিবর্তন দেখা যাবে এবং সেখানে বিজেপি জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী। তৃণমূল ব্যাপক ভোটে হারবে বলেও দাবি তাঁর। এছাড়াও তিনি অভিযোগ তোলেন যে অজয় নদী সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকা থেকে বালু উত্তোলনকে কেন্দ্র করে অনিয়মের ঘটনা ঘটছে বলে স্থানীয় মানুষের মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে। তাঁর বক্তব্য, এই বিষয়গুলি নিয়ে প্রশাসনের আরও কঠোর নজরদারি প্রয়োজন, যাতে সাধারণ মানুষের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে এবং উন্নয়নের প্রকৃত সুফল মানুষ পেতে পারেন।

মন্তেশ্বরে তৃণমূলের দাওয়াত-এ-ইফতার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কুসুমগ্রাম

পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো এ বছরও দাওয়াত-এ-ইফতার অনুষ্ঠানের আয়োজন করল মন্তেশ্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস।

পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর ব্লকের কুসুমগ্রাম কিষাণ মান্ডি চত্বরে মহাধুমধামের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় এই ইফতার অনুষ্ঠান। এদিন কয়েক হাজার মুসলিম সম্প্রদায়ের রোজাদার এই ইফতার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। শুধু মুসলিম সম্প্রদায় নয়, বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশে সকলে একসঙ্গে ইফতার করেন।

ইফতারের পর উপস্থিত রোজাদারদের জন্য নামাজ পড়ারও বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সমগ্র ইফতার অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন মন্তেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অহমদ হোসেন শেখ। তাঁর উদ্যোগে কুসুমগ্রাম কিষাণ মান্ডি চত্বর জুড়ে এই বৃহৎ আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি এবং পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল যুব সভাপতি রাসবিহারী হালদার। এছাড়াও মন্তেশ্বর ব্লকের একাধিক নেতা-নেত্রী এবং মন্তেশ্বর বিধানসভার অন্তর্গত মেমারি দুই নম্বর ব্লকের তৃণমূল নেতৃত্বও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বৃহৎ এই ইফতার অনুষ্ঠানে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এলাকায় সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বার্তা বহন করেছে বলে মত উপস্থিতদের একাংশের।

যাত্রী বাড়ছে, ট্রেন নয়, দাবিপত্র কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীকে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ভাতাড়

ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানোসহ একাধিক দাবিকে সামনে রেখে রবিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতাড় রেলস্টেশনে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করল বর্ধমান,কাটোয়া রেলযাত্রী সমিতি। বর্ধমান,কাটোয়া রেলপথে যাত্রীসংখ্যা ক্রমশ বাড়লেও ট্রেনের সংখ্যা না বাড়ায় চরম ভোগান্তির অভিযোগ তুলেছেন নিত্যযাত্রীরা। রবিবার সকালে ভাতাড় রেলস্টেশন চত্বরে যাত্রী সমিতির সদস্যরা ও স্থানীয় বাসিন্দারা জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখান এবং বিভিন্ন দাবিতে স্লোগান তোলেন।

পরে স্টেশন ম্যানেজারের হাতে একটি স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়। যাত্রীদের দাবি, বর্ধমান,কাটোয়া লাইনে প্রতিদিন বহু মানুষ কাজ, পড়াশোনা ও বিভিন্ন প্রয়োজনে ট্রেনে যাতায়াত করেন। কিন্তু সেই তুলনায় ট্রেনের সংখ্যা অত্যন্ত কম হওয়ায় অধিকাংশ সময় অতিরিক্ত ভিড়ের মধ্যে যাতায়াত করতে হচ্ছে। রেলযাত্রীদের অভিযোগ, গত কয়েক বছরে এই লাইনে যাত্রীসংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। অথচ নতুন ট্রেন চালু বা পরিষেবা বাড়ানোর ক্ষেত্রে তেমন কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি। ফলে নিত্যদিন ভোগান্তির মুখে পড়ছেন সাধারণ যাত্রীরা। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে অন্তত দুই জোড়া নতুন ট্রেন চালুর দাবি জানিয়েছেন যাত্রী সমিতির সদস্যরা। শুধু ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানোই নয়, বিভিন্ন ছোট স্টেশনে পানীয় জলের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার দাবিও তোলা হয়েছে। যাত্রীদের অভিযোগ, অনেক স্টেশনেই পানীয় জলের ব্যবস্থা অপ্রতুল এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব রয়েছে, যা সাধারণ যাত্রীদের সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তুলছে। এদিন একই সময়ে কাটোয়া শহরে একটি দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। বর্ধমান,কাটোয়া রাজ্যসড়ক ধরে যাওয়ার সময় ভাতাড় বাজারের নাসিকগ্রাম মোড়ে তাঁর কনভয় থামিয়ে দেন স্থানীয় বাসিন্দা ও রেলযাত্রী সমিতির সদস্যরা। সেখানে তাঁকে গোটা বিষয়টি বিস্তারিতভাবে জানানো হয় এবং দাবিপত্রের একটি প্রতিলিপিও তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়। রেলযাত্রী সমিতির সদস্যরা জানান, দীর্ঘদিন ধরেই এই দাবিগুলি প্রশাসনের কাছে জানানো হচ্ছে।

কিন্তু এখনও পর্যন্ত তেমন কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তাই বাধ্য হয়েই আবারও প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। দাবিপত্র গ্রহণ করার পর কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার আশ্বাস দেন, বিষয়টি তিনি গুরুত্ব সহকারে দেখবেন এবং কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রকের কাছে যাত্রীদের দাবিপত্রটি পাঠিয়ে দেবেন। তাঁর এই আশ্বাসে কিছুটা আশাবাদী স্থানীয় বাসিন্দা ও রেলযাত্রী সমিতির সদস্যরা।

বৃদ্ধা খুনের ঘটনার কিনারা করলো পুলিশ, ধৃত এক

সকালের শিরোনাম
সুমন আদক
জগৎবল্লভপুর

জগৎবল্লভপুরে বৃদ্ধা খুনে সাফল্য পুলিশের। এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত শানু মান্না (৩০) নামের এক যুবককে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, স্থানীয়দের দেওয়া বিভিন্ন তথ্য এবং বিভিন্ন সূত্র কাজে লাগিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। এই ঘটনায় তার সঙ্গে আরও যারা সহযোগী ছিল তাদেরও খোঁজা হচ্ছে। পুলিশের দাবি, ক্রমাগত পুলিশি জেরায় ধৃত শানু খুনের কথা স্বীকার করেছে। জানা গেছে, ওই বৃদ্ধার বাড়িতে ঘর দখল করে শানু এবং তার সহযোগীরা বৃদ্ধার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মদ্যপান করছিল। ঘটনার দিন সন্ধ্যেয় তাঁরা মদ্যপান করছিল। বৃদ্ধা প্রতিবাদ করায় তাঁকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়। ধৃতকে রবিবার দুপুরে আদালতে তোলা হলে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। পাশাপাশি বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। উল্লেখ্য, হাওড়ার জগৎবল্লভপুর থানা এলাকার মধ্য সন্তো ষপুর মান্নাপাড়ায় ওই বৃদ্ধাকে নৃশংসভাবে খুনের অভিযোগ ওঠে। গত শুক্রবার নিজের ঘর থেকেই বছর ৬৫-র ওই বৃদ্ধার পচাগলা বিবস্ত্র দেহ উদ্ধার হয়। ওই বৃদ্ধার মুখে সাঁড়াশি ঢুকিয়ে খুন করা হয়েছিল। বিধবা বৃদ্ধা দুর্গা মন্ডল (৬৫) বাড়িতে একাই থাকতেন। খুন করার পর বাইরে থেকে তালা দিয়ে পালিয়ে যায় দুস্কৃতিরা। মৃতার স্বামী মারা গিয়েছেন আগেই। ছেলে কর্মসূত্রে বিদেশে থাকেন এবং মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাওয়ায় ওই বৃদ্ধা বাড়িতে একাই থাকতেন। দিন চারেক পরিবারের লোকজন ফোনে তাঁর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করতে পারছিলেন না। শুক্রবার স্থানীয়রা এসে দেখেন বাড়ির বাইরে থেকে তিনটি দরজাই তালা বন্ধ। বাড়ি থেকে তীব্র পচা দুর্গন্ধ পেয়ে স্থানীয়রা জানলা দিয়ে উঁকি মারেন। খবর পেয়ে জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বৃদ্ধার মেয়ের উপস্থিতিতে দরজা ভেঙে দেহটি উদ্ধার করে।

টি-টোয়েন্টিতে বিশ্ব জয়ে উল্লাস ক্রীড়া প্রেমীদের

সকালের শিরোনাম
পিয়ালি বোস
নদিয়া

নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে বিশ্বকাপ জয়ী ভারত। গোটা দেশ নজর রেখেছিল টি-টয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালে উপর। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একেবারে টানটান উত্তেজনাপূর্ণ ছিল ম্যাচ। যদিও নিউজিল্যান্ডকে একতরফা হারিয়েছে বিশ্বজয়ী ভারত। এরপরেই জয়ের উল্লাসে ফেটে পড়ে নদিয়ার বিভিন্ন জায়গার ক্রিকেটপ্রেমীরা। ৮ থেকে ৮০, মহিলা থেকে পুরুষ সকলেই বিশ্বকাপ জয়ের আনন্দে মেতে ওঠেন। রবিবার ফাইনাল খেলা উপলক্ষে রানাঘাট শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে পুরসভার পক্ষ থেকে এলইডি স্ক্রিনে খেলা দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। সন্ধ্যার পর থেকে রাত যত বেড়েছে খেলা দেখতে ভিড় ততই বেড়েছে ক্রীড়া প্রেমীদের। ২৫৬ রানের টার্গেট দিতেই একপ্রকার ক্রীড়া প্রেমীরা বিশ্বকাপ জয়ের আনন্দ গুনতে থাকেন। টসে জিতে প্রথমে ভারতকে ব্যাটিং করতে পাঠিয়েছিল নিউজিল্যান্ড। প্রথম থেকেই দুর্দান্ত খেললেও, একসময় পরপর উইকেট পড়ে যাওয়ায় চাপে পড়েছিল ভারত। কিন্তু পরবর্তীতে ব্যাটার ও বোলারদের অসাধারণ দৌরাত্ম্যে জয় ছিনিয়ে নেয় ভারত। ভারত জয়ী হতেই ভারত সমর্থক ক্রীড়া প্রেমীরা ঘর থেকে বেরিয়ে বাজনা, বাজি সহকারে হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে আনন্দে মেতে ওঠেন।

তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় ঘিরে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ভাতাড়

সরকারি আবাস যোজনা প্রকল্পে দুর্নীতি এবং স্বজন পোষণের অভিযোগ এলাকার তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে। তৃণমূল নেতাদের আত্মীয়-স্বজনরা ঘর পেলেও দরিদ্র মানুষ যাদের প্রকৃতপক্ষে ঘরের দরকার তাদের নাম নেই তালিকায়। এমনকি তৃণমূল নেতাদের আত্মীয়-স্বজনের নাম রয়েছে তার পরিবর্তে। পাকা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও একই ব্যক্তি পুনরায় আবাস যোজনার ঘরের টাকা পেয়েছে বলে অভিযোগ। এই সমস্ত অভিযোগ কে ঘিরে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় সহ বাজারে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন এলাকার বাসিন্দারা। বিক্ষোভের আঁচ বুঝতে পেরে আগেই পালিয়ে যান তৃণমূল কংগ্রেসের বেশ কয়েকজন নেতা। যদিও একজন তৃণমূল নেতা আটকা পড়ে। আর তাকে ঘিরেই তুমুল বিক্ষোভ দেখায় এলাকার বাসিন্দারা। রবিবার রাতে ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় পূর্ব বর্ধমানের ভাতাড়ের বলগোনা পঞ্চায়েতের ভাটাকুল গ্রামে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ তৃণমূল নেতাদের আত্মীয়-স্বজন তারা ঘরের তালিকায় নাম তুলেছে। পাকা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও নাম তুলেছে অনেকজন। তারা টাকাও পেয়েছে। এমনকি ঘর দেবার নাম করে তৃণমূল নেতারা কাটমানি পর্যন্ত নিয়েছে বলে অভিযোগ।যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, সেই সমস্ত স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের খোঁজে এক জোট হয়েছেন ভাটাকুল গ্রামের বাসিন্দারা। দলীয় কার্যালয় ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। যদিও বিক্ষোভের আঁচ পেয়ে আগেই এলাকা ছেড়ে এই গা ঢাকা দেয় তৃণমূলের ওই সমস্ত নেতারা। যে সমস্ত মানুষের কাছ থেকে ঘরের টাকা নিয়েছে সেই টাকার হিসেব দিতে হবে বলে দাবি উঠেছে গ্রামে। ব্লক এবং জেলা নেতৃত্ব বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে। তবে ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই বিজেপি নেতারা জানান, গোটা তৃণমূল দলটাই হলো কাটমানি খাওয়া ও তোলাবাজি করা। কাটমানি ছাড়া এই বাংলায় কোনো কাজ হয় না। যতক্ষণ না বাংলায় বিজেপির সরকার আসছে, ততক্ষণ এই যন্ত্রনা মানুষকে ভুগতে হবে। এদিন ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতির সামাল দেয়। পরে পুলিশের আশ্বাসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় ও বিক্ষোভ উঠে যায়।

sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 3/9/2026 8:47 PM Page 8

বাজারে শেড উদ্বোধন, স্বস্তিতে ব্যবসায়ী ও ক্রেতারা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পূর্বস্থলী

পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী এক ব্লকের জাহাননগর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বিদ্যানগর মোড়ে স্থানীয় হাটের পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন ঢালাই আচ্ছাদিত বাজার শেডের উদ্বোধন করা হলো সোমবার। এই উপলক্ষে এলাকায় একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আরএমসি,র সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার দিব্যেন্দু রায়, আরএমসি,র জেলা সম্পাদক বিভান পাল, রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক ডক্টর দেবাশীষ নাগ, জাহাননগর পঞ্চায়েতের প্রধান মৃণালকান্তি দেবনাথ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। জানা গেছে, আরএমসি,র তত্ত্বাবধানে প্রায় ৪৩ লক্ষ ৬২ হাজার ৫১০ টাকা ব্যয়ে এই ঢালাই আচ্ছাদিত বাজার শেডটি নির্মাণ করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে একটি স্থায়ী বাজার পরিকাঠামোর দাবি উঠছিল। সেই দাবির প্রেক্ষিতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান, বিদ্যানগর মোড়ে সপ্তাহে তিন দিন হাট বসে। এতদিন খোলা আকাশের নিচেই সবজি ও মাছ বিক্রি করতে হত তাঁদের। ফলে বর্ষা কিংবা তীব্র রোদে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই ভোগান্তির মুখে পড়তে হত। নতুন এই আচ্ছাদিত বাজার শেড তৈরি হওয়ায় ব্যবসায়ীদের যেমন কাজের সুবিধা হবে, তেমনি ক্রেতারাও এখন আরও স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে কেনাকাটা করতে পারবেন বলে মনে করছেন এলাকার বাসিন্দারা। ফলে দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হওয়ায় এলাকায় খুশির আবহ তৈরি হয়েছে।

সাড়ে সাত বছরের শিশুর ওজন ১২৭ কেজি!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মন্তেশ্বর

পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার সিজনা গ্রামে এক অবাক করা ঘটনার সাক্ষী থাকলেন চিকিৎসক ও হাসপাতাল কর্মীরা। মাত্র সাড়ে সাত বছর বয়সী এক শিশু কন্যার ওজন প্রায় এক কুইন্টাল ২৭ কিলোগ্রাম হওয়ায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও এমার্জেন্সি বিভাগে পৌঁছে দিতে হিমশিম খেতে হয় পরিবারের সদস্যদের। জানা গেছে, সিজনা গ্রামের বাসিন্দা নাসিমা খাতুনের বয়স সাড়ে সাত বছর। হঠাৎ পেটে তীব্র যন্ত্রণা শুরু হওয়ায় পরিবারের সদস্যরা তাকে দ্রুত টোটো করে মন্তেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসেন।

কিন্তু শিশুটির অস্বাভাবিক ওজনের কারণে হাসপাতালের মূল ফটক থেকে তাকে এমার্জেন্সি বিভাগে নিয়ে যেতে সমস্যায় পড়েন বাড়ির লোকজন। এই পরিস্থিতির কথা জানতে পেরে মানবিকতার পরিচয় দেন হাসপাতালের চিকিৎসক ডক্টর সুরাবুদ্দিন বড়া। পরিবারের সদস্যরা এমার্জেন্সিতে গিয়ে বিষয়টি জানাতেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালের বাইরে এসে টোটোর মধ্যেই শিশুটিকে পরীক্ষা করে চিকিৎসা শুরু করেন। প্রথমে শিশুটির বয়স ও ওজন শুনে চিকিৎসকও বিস্মিত হয়ে পড়েন।

মাত্র সাড়ে সাত বছর বয়সে প্রায় ১২৭ কিলোগ্রাম ওজন হওয়ায় বিষয়টি নিয়ে তিনি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বিস্তারিত কথা বলেন। তিনি জানান, এমন পরিস্থিতিতে অনেক আগেই নিয়মিত চিকিৎসার প্রয়োজন ছিল। এরপর মনোযোগ দিয়ে শিশুটির প্রাথমিক চিকিৎসা করেন তিনি এবং পরিবারের সদস্যদের ভবিষ্যতে নিয়মিত চিকিৎসা করানোর পরামর্শ দেন। পাশাপাশি নাসিমা খাতুনের চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার আশ্বাসও দেন তিনি। এই ঘটনায় একদিকে যেমন শিশুটির অস্বাভাবিক ওজন সকলকে বিস্মিত করেছে, অন্যদিকে সংকটময় মুহূর্তে চিকিৎসকের মানবিক উদ্যোগ এলাকায় প্রশংসা কুড়িয়েছে।

পালিত নারী দিবস

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কাটোয়া

নারী শক্তির জাগরণ ও সম্মানকে সামনে রেখে কাটোয়ায় পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। রবিবার ৮ মার্চ 'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা'র আহ্বানে সাড়া দিয়ে কাটোয়ার সার্কাস ময়দানের একটি আবাসিক ভবনে আয়োজিত হয় এক মানবিক ও ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠান। শিক্ষিকা চন্দ্রানী পাইনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে কথা, কবিতা ও গানের মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যেই এক প্রাণবন্ত পরিবেশ তৈরি হয়। প্রায় ত্রিশজন মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে নারী সমাজের মর্যাদা, অধিকার এবং সমাজ গঠনে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পত্রিকা সম্পাদক পুষ্পেন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সমাজকর্মী অপূর্ব চক্রবর্তী। বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে বলেন, সমাজের অগ্রগতির পথে নারীর অবদান অনস্বীকার্য। নারীকে সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া ছাড়া সুস্থ ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠন সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে এমন উদ্যোগ গ্রহণ করে নারী সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানোর সুযোগ করে দেওয়ার জন্য উপস্থিত সকলে আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানের মানবিক আবহ ও আন্তরিক অংশগ্রহণ গোটা পরিবেশকে আরও অর্থবহ করে তোলে।

মহিলাদের বিক্ষোভ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শান্তিপুর

যুদ্ধ পরিস্থিতিতে এক ধাক্কায় গ্যাসের দাম বেড়েছে ৬০ টাকা। যার ফলে গৃহস্থে দেখা দিয়েছে অনটন। নদিয়ার শান্তিপুরে গোবিন্দপুর গেট পাড়া পশ্চিম দাস পাড়া এলাকায় সোমবার সকালে দেখা গেল হাতা, খুন্তি, উনুন নিয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন বাড়ির মহিলারা। বিক্ষোভরত গৃহস্থের মহিলারা বলেন, 'এখন গ্যাসের যেভাবে দাম বেড়ে গেছে তাতে আমাদের খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করতে হবে। সকালবেলা চা খাওয়া বন্ধ করেছি।

চিঁড়া মুড়ি খেয়েই দিন কাটাচ্ছি। দুপুরে শুধু সেদ্ধ ভাত রান্না হচ্ছে। জানিনা এভাবে কতদিন চলতে পারব। তবে কেন্দ্র সরকারের কাছে আর্জি যাতে দামটা একটু কমিয়ে নেওয়া হয়'। গ্যাসের দাম বৃদ্ধি হওয়াতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এক প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দিয়েছিল। দিকে-দিকে বাড়ির মহিলারা কালো শাড়ি পড়ে এই বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন।

জমি বিবাদে দোকান ভাঙচুর ও লুঠপাটের অভিযোগ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মঙ্গলকোট

জমি সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের বিবাদের জেরে দোকানঘরে ভাঙচুর ও লুঠপাটের অভিযোগ উঠল পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার কুলসুনা গ্রামে। ঘটনায় এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের নাম জড়িয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনার পর থেকে আতঙ্কে গ্রামছাড়া হয়ে রয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা। যদিও থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি বলে দাবি পরিবারের। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কুলসুনা গ্রামের বাসিন্দা আব্দুস সালাম মল্লিক, তাঁর ভাই আলমগীর মল্লিক এবং বোন সাকিলা বেগমের বাড়ির সামনে প্রায় দেড় কাঠা জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছে। ওই জমির উপর একটি দোকানঘর রয়েছে, যেখানে প্রায় ১৫ বছর ধরে কাপড়ের ব্যবসা চালিয়ে আসছিলেন সাকিলা বেগম। অভিযোগ, ওই জমির মালিকানা নিয়ে আত্মীয় সরিফুল ইসলাম মল্লিকদের সঙ্গে বিবাদ চরমে ওঠে এবং বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। গত বছর এই নিয়ে মামলা দায়ের করা হয়। আদালত মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দেয়। সেই নির্দেশ মেনেই দোকান চালিয়ে আসছিলেন সাকিলা বেগম ও তাঁর পরিবার। পরিবারের অভিযোগ, গত সপ্তাহে পেশায় সিভিক ভলেন্টিয়ার সরিফুল ইসলাম মল্লিক, আত্মীয় রেজাউল মল্লিকসহ কয়েকজনকে নিয়ে হঠাৎ দোকানে হামলা চালায়। দোকানঘরে ব্যাপক ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি নগদ টাকা ও একটি সেলাই মেশিন লুঠ করা হয় বলে দাবি পরিবারের। ঘটনার কিছু অংশ দোকানের সিসিটিভি ক্যামেরাতেও ধরা পড়েছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা। অভিযোগ আরও, গত ২ মার্চ সন্ধ্যায় ফের দোকানে ভাঙচুর চালানো হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। পরে ৬ মার্চ আব্দুস সালাম মল্লিক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এদিকে ঘটনার পর থেকেই আতঙ্কে গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন আব্দুস সালাম মল্লিক, তাঁর ভাই আলমগীর মল্লিক ও বোন সাকিলা বেগম। তাঁদের অভিযোগ, অভিযুক্ত সিভিক ভলেন্টিয়ার সরিফুল ইসলাম মল্লিক প্রভাব খাটিয়ে লাগাতার হুমকি দিচ্ছে। নিরাপদে গ্রামে ফিরে বসবাসের সুযোগ এবং অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা। যদিও অভিযুক্ত সরিফুল ইসলাম মল্লিকের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি।

যুবকের নাক ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি
দুর্গাপুর

দুর্গাপুরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের জয়ের উচ্ছ্বাস ঘিরে ঘটল অশান্তির ঘটনা। শব্দবাজি ফাটানোকে কেন্দ্র করে এক যুবকের নাক ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। রবিবার রাতে এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় দুর্গাপুরের সিটি সেন্টার এলাকার গোষ্ঠপাল সরণিতে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের জয় উদযাপন করতে এলাকায় কয়েকজন যুবক শব্দবাজি ফাটাচ্ছিলেন। সেই সময় শব্দবাজি ফাটানোকে কেন্দ্র করে বচসা বাধে। অভিযোগ, সেই বচসার জেরে নয়নাংশু ভট্টাচার্য নামে এক ব্যক্তি ইট দিয়ে আঘাত করেন সৌগত দাশগুপ্ত নামে এক যুবককে। আঘাতে গুরুতর জখম হন সৌগত এবং তাঁর নাক ফেটে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন। হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়ার পর যিনি তাঁকে আঘাত করেছেন তাঁর বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করবেন বলে জানিয়েছেন সৌগত দাশগুপ্ত। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বিষয়টি নিয়ে পুলিশের তরফে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।

স্বাস্থ্য সচিবের পরিদর্শনে আশার আলো জঙ্গলমহলে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

দীর্ঘদিনের চিকিৎসা সংকটের মধ্যে জঙ্গলমহলের বেলপাহাড়িতে বড় হাসপাতাল গড়ে ওঠার সম্ভাবনায় নতুন করে আশার আলো দেখছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সম্প্রতি বেলপাহাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল পরিদর্শনে এসে রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব চিকিৎসা পরিষেবার পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন এবং জেলা প্রশাসনের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকও করেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে একজন অ্যানাস্থেসিস্ট থাকায় ইলেকটিভ সিজার পরিষেবা চালু করা হয়েছে। আগামী দিনে অ্যানাস্থেসিস্টের সংখ্যা বাড়লে সব ধরনের সিজার পরিষেবা চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। শনিবার দীর্ঘক্ষণ ধরে বেলপাহাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখেন স্বাস্থ্য সচিব। পরবর্তীতে ঝাড়গ্রাম জেলা শাসকের কার্যালয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকের পর জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ভূবনচন্দ্র হাঁসদা জানান, জেলার চিকিৎসা ব্যবস্থার সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছেন প্রধান স্বাস্থ্য সচিব।

ভবিষ্যতে বেলপাহাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালকে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। বর্তমানে হাসপাতালটিতে পুরুষ ও মহিলা বিভাগ, দুটি প্রসূতি বিভাগ এবং শিশু বিভাগ-সহ মোট সাতটি ওয়ার্ড রয়েছে। বহির্বিভাগে চিকিৎসা, দাঁত ও চক্ষু, শিশুরোগ এবং স্ত্রী রোগ ও প্রসূতি বিভাগের পরিষেবা চালু থাকায় প্রতিদিন গড়ে প্রায় দুইশো পঞ্চাশেরও বেশি রোগী চিকিৎসা নিতে আসেন। বেলপাহাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আওতায় বেলপাহাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল ছাড়াও ওদোলচুয়া এবং শিলদা গ্রামীণ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে রোগীকে ভর্তি রেখে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়। এছাড়াও এড়গোদা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কেবলমাত্র বহির্বিভাগের চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া যায়। এই সমগ্র স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে মোট ছাপ্পান্নটি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, যেগুলি মূলত বেলপাহাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের উপর নির্ভরশীল।

ফলে ভবিষ্যতে এখানে সুপার স্পেশালিটি মানের হাসপাতাল গড়ে উঠলে গোটা জঙ্গলমহল এলাকার চিকিৎসা পরিষেবায় বড়সড় পরিবর্তন আসবে বলেই মনে করছেন সাধারণ মানুষ। বেলপাহাড়ির বাসিন্দা মঙ্গল মুড়া বলেন, 'এখানে বড় হাসপাতাল গড়ে উঠলে আমাদের আর চিকিৎসার জন্য ঝাড়গ্রাম যেতে হবে না। বাড়ির কাছেই উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে যাব'।

খাল সংস্কারের কাজেই বড়সড় ধস, মুহূর্তে ভেঙে পড়ল ৬০-৭০টি দোকান

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেছেদা

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লকের রামতারক হাট এলাকায় খাল সংস্কারের কাজ ঘিরে বড়সড় ধসের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়াল এলাকায়। সোয়াদিঘি খালের পাড় সংলগ্ন প্রায় ৬০ থেকে ৭০টি দোকান আচমকাই ধসে পড়ে যায়। ঘটনায় প্রাণহানির খবর না মিললেও বহু দোকানদারের বিপুল আর্থিক ক্ষতি হয়েছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন পরে সোয়াদিঘি খালের সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছিল। গত কয়েকদিন ধরেই খালের পাড় ঘেঁষে মাটি কাটার কাজ চলছিল। অভিযোগ, যথাযথ পদ্ধতি না মেনে গভীরভাবে মাটি কাটার ফলে পাড়ের মাটি আলগা হয়ে পড়ে এবং ভারসাম্য হারিয়ে বড়সড় ধস নামে। দোকানদারদের দাবি, কয়েকদিন ধরেই মাটিতে ছোট ছোট ফাটল দেখা যাচ্ছিল। সেই ফাটল ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আচমকাই ধসে পড়ে একাধিক দোকানের অংশ। দোকানের ভিতরে থাকা প্রচুর মালপত্র নষ্ট হয়েছে বলেও অভিযোগ তুলেছেন ব্যবসায়ীরা। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের আরও অভিযোগ, খাল কাটার কাজটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মেনে করা হয়নি। অন্যান্য অংশের তুলনায় এই এলাকায় অনেক বেশি গভীরতা পর্যন্ত মাটি তোলা হয়েছিল, যার ফলে পাড়ের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে ধস নামে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লকের বিডিও। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে আপাতত ওই এলাকায় খনন কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। বিষয়টি সেচ দপ্তরকে জানানো হয়েছে এবং পরবর্তী সিদ্ধান্ত সেচ দপ্তরই নেবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিকে ঘটনাকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বিজেপির অভিযোগ, শাসক দলের মদতে মাটি মাফিয়ারা অবৈজ্ঞানিকভাবে মাটি কাটার কাজ করছিল, যার ফলেই এই ধস নেমেছে। যদিও এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে শাসক শিবির।

রাষ্ট্রপতিকে অপমান, তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ ঝাড়গ্রাম বিজেপি সভাপতির

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

রাষ্ট্রপতি নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে বিতর্কের মাঝেই তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করলেন ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপির সভাপতি তুফান মাহাতা। তাঁর অভিযোগ, দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে একজন আদিবাসী মহিলা আসীন হওয়াটা তৃণমূল কখনওই মেনে নিতে পারেনি, তাই শুরু থেকেই রাষ্ট্রপতির প্রতি অসম্মান দেখানো হয়েছে। তুফান মাহাতা বলেন, 'মহামান্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় থেকেই তৃণমূল এই বিষয়টি সহ্য করতে পারেনি যে একজন আদিবাসী মহিলা দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে বসছেন। সেই কারণেই বারবার তাঁকে অপমান করার চেষ্টা করা হয়েছে। এবারও তারই পুনরাবৃত্তি হয়েছে। এটা নতুন কিছু নয়, তাদের মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ'। তাঁর আরও দাবি, তৃণমূলের এই আচরণ আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি বিরোধিতারই প্রতিফলন। তাঁর কথায়, 'উনি একটি সাংবিধানিক পদে বসে আছেন। সেই পদে বসে কোনও রাজনৈতিক মন্তব্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, সেটা সবাই জানে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বিষয়কে কেন্দ্র করে রাজনীতি করা হচ্ছে'। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বিজেপির জেলা সভাপতি। তিনি বলেন, 'ওড়িশার দিকে তাকানোর আগে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগঞ্জের দিকে তাকানো উচিত। গ্রামের রাস্তাঘাটের অবস্থা কী, পানীয় জলের পরিস্থিতি কেমন;সেগুলো দেখা দরকার। কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বা আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধা এখনও অনেক মানুষ পাননি। পনেরো বছর ক্ষমতায় থাকার পরেও বাংলার মানুষের উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার কী করেছে, সেই প্রশ্নই এখন উঠছে'।

নির্বাচন কমিশনকে কালো পতাকা দেখালে 'নির্বাসন', কটাক্ষ দিলীপের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মন্তেশ্বর

নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে রাজ্যের শাসক দলকে তীব্র আক্রমণ করলেন বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ দিলীপ ঘোষ। নাম না করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'নির্বাচন কমিশনকে কালো পতাকা দেখানো, রাষ্ট্রপতিকে বয়কট করা, রাজ্যপালকে গালাগালি দেওয়া কিংবা সুপ্রিম কোর্টের রায় না মানা;এই ধরনের কাজ ভারতবর্ষে চলতে পারে না। যদি তা করা হয়, তাহলে দিল্লির কেজরিওয়ালের মতো নির্বাসনে যেতে হবে'। সোমবার পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর হয়ে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার রথ পৌঁছায় মেমারি বিধানসভায়। সেই উপলক্ষে মেমারি শহরের বামুনপাড়া মোড়ে একটি রিসেপশন সভার আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির একাধিক নেতা-কর্মী ও সমর্থক। এই সভা থেকেই রাজ্য সরকারের বিভিন্ন নীতি ও পদক্ষেপের সমালোচনা করেন দিলীপ ঘোষ। নির্বাচন কমিশন ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ে রাজ্যের শাসক দলের অবস্থানকেও তিনি কটাক্ষ করেন। মমতা বন্দোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে কটাক্ষ করে বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ দিলীপ ঘোষ বলেন, অভিযোগ বা প্রতিবাদ জানাতে হলে তা সঠিক জায়গায় জানানো উচিত। ধর্ণা দেওয়া নিত্যদিনের কাজ হয়ে গেছে। প্রয়োজনে আমেরিকায় গিয়ে ধর্ণা দিতে পারতেন যাতে যুদ্ধ বন্ধ হয়, সেখানে তিনি যাবেন না। কালীঘাট থেকে কলকাতায় এসেই বসতে পারবেন। আমার মনে হয় এখন থেকেই তিনি অভ্যাস করছেন কারণ মেয়ে মাসের পর থেকে কালীঘাটের বাড়িতে বসেই রান্না করতে হবে, নাম না করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উদ্দেশ্যে কটাক্ষ করেন। দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, তাঁর মতে রাজ্যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলের দিকে এগোচ্ছে এবং মানুষ পরিবর্তনের পক্ষেই মত দিচ্ছে। তিনি দাবি করেন, দেশের বহু রাজ্যে ইতিমধ্যেই বিজেপি সরকার রয়েছে এবং আগামী দিনে বাংলাতেও সেই পরিবর্তন আসবে বলে তাঁদের আশা। এদিন তিনি বলেন, কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে দেশের মানুষ তিন তিন বার নির্বাচিত করেছেন এবং উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। একইভাবে বাংলার মানুষও উন্নয়নমুখী পরিবর্তন চান বলে তাঁর দাবি। দিলীপ ঘোষের কথায়, সেই পরিবর্তনের লক্ষ্য হলো সাধারণ মানুষের জীবনে বাস্তব উন্নয়ন আনা;যাতে প্রতিটি বাড়ির সামনে পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকে, মানুষের মাথার উপর নিরাপদ বাসস্থান থাকে, শিক্ষা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হয় এবং শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। তাঁর দাবি, এই লক্ষ্য নিয়েই পরিবর্তনের ডাক দিচ্ছে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ সোমবার আরো বলেন, অনেকের অহংকার ছিল। লালু প্রসাদ এর অহংকার ছিল মোলায়েম যাদবের অহংকার ছিল কেজরিওয়ালের অহংকার ছিল এখন তারা কোথায়? সেই দিন আসছে বাংলায় যার এত অহংকার তাকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না এই ক্ষেত্রে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যই করা বার্তা দিলীপ ঘোষের! তৃণমূল কংগ্রেসকে 'দেশদ্রোহী পার্টি দেশদ্রোহী সরকার' আখ্যায়িত করেন দিলীপ ঘোষ।

নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে রাজ্যের শাসক দলকে তীব্র আক্রমণ করলেন বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ দিলীপ ঘোষ। নাম না করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'নির্বাচন কমিশনকে কালো পতাকা দেখানো, রাষ্ট্রপতিকে বয়কট করা, রাজ্যপালকে গালাগালি দেওয়া কিংবা সুপ্রিম কোর্টের রায় না মানা;এই ধরনের কাজ ভারতবর্ষে চলতে পারে না। যদি তা করা হয়, তাহলে দিল্লির কেজরিওয়ালের মতো নির্বাসনে যেতে হবে'। সোমবার পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর হয়ে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার রথ পৌঁছায় মেমারি বিধানসভায়।

sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 3/9/2026 8:47 PM Page 9

জেলাশাসককে ডেপুটেশন বাউরি সমাজের

সকালের শিরোনাম
সঞ্জীব মল্লিক
বাঁকুড়া

বাউরি জাতিকে এসসি-এ ক্যাটাগরীতে অন্তভূক্তি, কলকাতা সহ পশ্চিম মেদিনীপুর সহ ঝাড়গ্রাম জেলাকে বাউরি কালচারাল বোর্ডে অন্তভূক্তি, কাস্ট সার্টিফিকেট প্রদানে সরলীকরণ সহ সতের দফা দাবিকে সামনে রেখে বাঁকুড়া জেলাশাসককে ডেপুটেশন দিলেন পশ্চিমবঙ্গ বাউরি সমাজ কল্যাণ সমিতির সদস্যরা। সোমবার শহরের হিন্দু স্কুল মাঠ থেকে মিছিল করে তারা জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে পৌঁছান। পশ্চিমবঙ্গ বাউরি সমাজ কল্যাণ সমিতির তরফে জানানো হয়েছে, তারা ১৭ দফা দাবিকে সামনে রেখে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানে বাউরি কালচারাল বোর্ডে এমন লোকেদের রাখা হয়েছে যারা বাউরি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্তই নয়। বাউরি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্তদেরই কালচারাল বোর্ডে যুক্ত করতে হবে। একই সঙ্গে এসসি শংসাপত্র প্রদানে সরলীকরণ, বন্ধ থাকা ছাত্রাবাস গুলি খোলা সহ ১৭ দফা দাবিতে জেলাশাসককে ডেপুটেশন জমা দিলেন বলে তারা জানান।

বিজেপি নেতাদের স্লোগান ঘিরে শোরগোল কাঁকসায়

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কাঁকসা

বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা কর্মসূচি সফল করতে কাঁকসায় বিজেপি কর্মীরা একটি বাইক মিছিল করেন। সেই মিছিল শুরু হওয়ার আগেই কর্মী-সমর্থকরা স্লোগান দিতে থাকেন। স্লোগান দিতে গিয়ে বিজেপি নেতাদের মুখ ফসকে বেরিয়ে যায় দলের বিরুদ্ধে স্লোগান। যাকে নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে কাঁকসা ব্লক জুড়ে। কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা আনন্দ কুমার সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিও পোস্ট করেন। সেই ভিডিওতে দেখা যায় আনন্দ কুমার দলের একটি কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে স্লোগান দিতে গিয়ে তিনি বলেন, পাল্টানো দরকার, আর পেছন থেকে কর্মী-সমর্থকেরা আওয়াজ তোলে বিজেপির সরকার। বিজেপির ঝান্ডা হাতে বিজেপির কর্মী সমর্থকদের এই ধরনের স্লোগান দেওয়া ভিডিও নিজেই নিজের ফেসবুক একাউন্টে পোস্ট করেন। মুহূর্তের মধ্যে সেই ভিডিও ভাইরাল হয়ে যায়। তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকেরা সেই ভিডিও শেয়ার করে রীতিমতো বিজেপিকে কটাক্ষ করতে শুরু করেছে। এই বিষয়ে কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের নেতা পিরু খান বলেন, বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা বুঝে গেছেন যে, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় বিজেপির আর কোনো স্থান নেই। যার কারনে নিজেরাই সত্য কথাটা মুখ থেকে বলে ফেলেছে। এই বিষয়ে আশ্চর্য হওয়ার কোন কিছুই নেই। যদিও বিজেপি কর্মীরা দাবি করেছেন, ভাষাগত বোঝার ভুলে এই বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। শেষে তারা বিষয়টি পরিষ্কার করে বলেছেন।

গুজব আর আতঙ্কের মাঝে মানবিক জয়, 'ঘর ওয়াপসি'

সকালের শিরোনাম
রবীন্দ্রনাথ পড়ুয়া
সাগর

বর্তমান সময়ে যখন 'ছেলেধরা' গুজবে রাজ্যজুড়ে আতঙ্ক ও উত্তেজনা বিরাজ করছে, ঠিক তখনই এক মানবিক ঘটনার সাক্ষী থাকল দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর ব্লকের বঙ্কিমনগর গ্রাম। দীর্ঘ ১৫ বছরের বিচ্ছেদ ঘুচিয়ে এক বৃদ্ধাকে তাঁর পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিল সাগর থানার পুলিশ ও ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাব (হ্যাম রেডিও)। বিগত কয়েকদিন ধরে বঙ্কিমনগর এলাকায় এক অপরিচিত বৃদ্ধাকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখেন স্থানীয়রা। সাম্প্রতিক গুজবের আবহে অপরিচিত কাউকে দেখে গ্রামবাসীদের মনে সন্দেহ দানা বাঁধলে তাঁরা পুলিশে খবর দেন। সাগর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। বৃদ্ধার অসংলগ্ন কথাবার্তার জেরে তাঁর পরিচয় জানা কঠিন হয়ে পড়লে পুলিশ যোগাযোগ করে 'হ্যাম রেডিও'র সঙ্গে। সংস্থার প্রতিনিধি দিবস মণ্ডল বৃদ্ধার সঙ্গে কথা বলে ও নিজস্ব নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে জানতে পারেন, ওই বৃদ্ধার নাম ছবি জ্যোতি (৬৮), বাড়ি হুগলি জেলার সিঙ্গুরে। ১৫ বছর আগে স্বামী হারানোর শোকে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে তিনি ঘর ছেড়েছিলেন। বৃদ্ধার ছেলে সুরজিৎ জ্যোতির সন্ধান পাওয়া গেলেও, মাকে ফিরিয়ে নিতে তিনি প্রথমদিকে গড়িমসি ও টালবাহানা শুরু করেন। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখে হ্যাম রেডিও প্রতিনিধিরা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। শেষ পর্যন্ত প্রশাসনের চাপে ও হ্যাম রেডিওর লাগাতার প্রচেষ্টায় সুরজিৎ সাগর থানায় আসতে রাজি হন। সোমবার সাগর থানায় ১৫ বছর পর মা ও ছেলের পুনর্মিলন ঘটে। দীর্ঘ দেড় দশক পর ছেলেকে চিনতে পেরে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন ছবি দেবী। উপস্থিত পুলিশ কর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের চোখেও তখন জল। সুরজিৎ স্বীকার করেন, এই ফিরে পাওয়া তাঁর কাছে অলৌকিক। সাগর থানার পুলিশ ও হ্যাম রেডিওর এই যৌথ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সকলে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বার্তা দেওয়া হয়েছে, গুজবে কান না দিয়ে সচেতন থাকলে এভাবেই অনেক অসহায় মানুষকে রক্ষা করা সম্ভব।

শান্তিপূর্ণ ভাবেই শুরু রাজ্য বার কাউন্সিলের নির্বাচন

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি
দুর্গাপুর

সোমবার থেকে রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে রাজ্য বার কাউন্সিলের নির্বাচন। দুদিন ব্যাপী অর্থাৎ ৯ ও ১০ই মার্চ চলবে ভোট। এই নির্বাচনে রাজ্যের মোট ৭৮টি আদালতে ভোটগ্রহণ চলছে। সেই তালিকায় রয়েছে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতও। জানা গিয়েছে, এবারের নির্বাচনে রাজ্যজুড়ে মোট ৭৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। দুর্গাপুর মহকুমা আদালত থেকে প্রার্থী রয়েছেন দু'জন; বিনিময় সরকার এবং সৌরিন দাস। ভোটগ্রহণকে কেন্দ্র করে আদালত চত্বরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। প্রার্থীদের দাবি, এখন পর্যন্ত নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবেই চলছে এবং কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

পুলিশের জালে ছয় পরীক্ষার্থী

সকালের শিরোনাম
পিয়ালি বোস
শান্তিপুর

এসএসসি'র গ্রুপ বি-র পরীক্ষা দিতে গিয়ে মোবাইল ফোন ও টুকলি নিয়ে ঢোকার অভিযোগ ৬ পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে।

ঘটনাটি নদিয়ার শান্তিপুরের। পুলিশ ধৃতদেরকে সোমবার রানাঘাট আদালতে পাঠায়। জানা যায়, রবিবার ছিল রাজ্যে এসএসসির গ্রুপ বি-র পরীক্ষা। যেখানে মোবাইল ফোনসহ অন্যান্য ইলেকট্রিক গ্যাজেট নিয়ে কোন পরীক্ষার্থী কেন্দ্রে ঢুকতে পারবে না। কিন্তু বেশ কয়েকটি পরীক্ষা কেন্দ্রে কয়েকজন পরীক্ষার্থী লুকিয়ে ফোন নিয়ে ঢোকে। এই বিষয় কেন্দ্রগুলিতে থাকা পরীক্ষকদের নজরে আসতে তাঁরা খবর দেয় শান্তিপুর থানার পুলিশকে। এরপরেই পুলিশ বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে মোট ছয় জনকে গ্রেফতার করে। ধৃত এক পরীক্ষার্থী বলেন, 'আমি ফোন নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকেছিলাম, ফোন আমার বন্ধ ছিল সারাদিন। ফোন কোথায় রাখব জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কিন্তু কিছু না বলায় আমি পায়ের কাছে রেখে দিয়েছিলাম। আমাকে ফাঁসানো হয়েছে'।

কংগ্রেসের বিক্ষোভ, জেলাশাসক-কে স্মারকলিপি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আসানসোল

পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়ার পর প্রায় ৬৩ লক্ষ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এছাড়াও প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষের নাম বর্তমানে 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন'-এ রয়েছে, যেগুলি বিভিন্ন আদালতের বিচারকদের মাধ্যমে যাচাই করা হচ্ছে। এই বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের মানুষের মধ্যে ব্যাপক বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিস্থিতিকে সামনে রেখে মঙ্গলবার কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পশ্চিম বর্ধমান জেলা শাসকের দফতরের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয় এবং জেলা শাসকের হাতে একটি স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়। স্মারকলিপিতে দাবি করা হয়, যাদের নাম বর্তমানে অ্যাডজুডিকেশনে রয়েছে, তাদের নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এদিন পশ্চিম বর্ধমান জেলা কংগ্রেস মাইনরিটি সেলের চেয়ারম্যান মোঃ ফিরোজ খান অভিযোগ করে বলেন, বিজেপির ইশারায় নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে কংগ্রেস লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে বলেও তিনি জানান। কংগ্রেস কাউন্সিলর এস এম মুস্তফা বলেন, বিজেপির নির্দেশে নির্বাচন কমিশন এই ন্যক্কারজনক কাজ করছে, যার ফলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। তিনি বলেন, এই বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই রাহুল গান্ধী সরব হয়েছেন। তিনি আরও বলেন, এই সমস্যার জন্য বিজেপির পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেস এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও সমানভাবে দায়ী। তাঁর অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগে বলেছিলেন পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর হতে দেবেন না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসআইআর হয়েছে এবং এত মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, তবুও তিনি এ নিয়ে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেননি। তিনি আরও দাবি করেন, আগামী নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মতো হতে পারে, কারণ তিনিও অত্যন্ত অহংকারী হয়ে উঠেছেন। এই কর্মসূচিতে কংগ্রেস নেতা শাহ আলম, প্রসেনজিৎ পুইতুন্ডি, রবি যাদবসহ বহু কংগ্রেস কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ গেল নববিবাহিত যুবকের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মন্তেশ্বর

অজ্ঞাত একটি গাড়ির সঙ্গে মোটরবাইকের সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক যুবকের। মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার এলাকায়। মৃত যুবকের নাম আজহারউদ্দিন শেখ (২৫)। তিনি মন্তেশ্বর ব্লকের কুসুমগ্রাম পঞ্চায়েতের কুসুমগ্রামের শানাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মাত্র চার মাস আগে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রবিবার সকাল প্রায় ন'টা নাগাদ মন্তেশ্বর থানার মুরুলিয়া গ্রামে দিদির বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে ফিরছিলেন আজহারউদ্দিন শেখ। পিপলন ও ভাগড়া বাজারে ঢোকার আগেই একটি অজ্ঞাত গাড়ি তাঁর মোটরবাইকে ধাক্কা মেরে দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে যায়। ধাক্কার জেরে তিনি রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর জখম হন এবং রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকেন। খবর পেয়ে মন্তেশ্বর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত অবস্থায় আজহারউদ্দিন শেখকে উদ্ধার করে মন্তেশ্বর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপর মৃতদেহটি মন্তেশ্বর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সোমবার দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য কালনা মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মন্তেশ্বর থানার পুলিশ।

এসআইআর-এর বিরুদ্ধে তৃণমূলের প্রতিবাদ সভা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হাসনাবাদ

এসআইআর ইস্যুকে কেন্দ্র করে সুন্দরবনের হাসনাবাদ এলাকায় প্রতিবাদে সরব হল শাসকদল। বসিরহাটের সুন্দরবনের হাসনাবাদ ব্লকের পাটলিখানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘুনী আদর্শ হাই স্কুলের প্রাঙ্গণে পাটলিখানপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সৌজন্যে আয়োজিত হয় এক প্রতিবাদ সভা। সভায় এলাকার বিভিন্ন গ্রাম থেকে বহু দলীয় কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষ উপস্থিত হন। বিশেষ করে মহিলাদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি এদিনের সভায় নজর কেড়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এসআইআর সংক্রান্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে এই প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, পরিকল্পিতভাবে মানুষের অধিকার খর্ব করার চেষ্টা চলছে এবং সেই কারণেই মানুষের পাশে দাঁড়াতে ও তাদের সচেতন করতে এই সভার আয়োজন করা হয়েছে। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের হাসনাবাদ ১নং ব্লক সভাপতি আনন্দ সরকার, হাসনাবাদ ১ ব্লকের আইএনটিটিইউসি সহ-সভাপতি ওয়াসিম গায়েন, ব্লক মহিলা তৃণমূল সভাপতি অঞ্জনা মন্ডল, পাটলীখানপুর অঞ্চল কনভেনার মুকুল গায়েন, প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি আব্দুর রহিম গাজী ও পাটলীখানপুর পঞ্চায়েতের প্রধান প্রতিনিধি কাদের গাজী সহ ব্লক ও অঞ্চল স্তরের একাধিক নেতৃত্ব। সভামঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আনন্দ সরকার বলেন, 'এসআইআরের নামে যে চক্রান্ত চলছে তা কোনওভাবেই সাধারণ মানুষ মেনে নেবে না। মানুষের ভোটাধিকার ও নাগরিক অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলার চেষ্টা করা হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেস সবসময় মানুষের পাশে থেকেছে এবং আগামী দিনেও মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াই চালিয়ে যাবে'। তিনি আরও বলেন, 'সুন্দরবনের মানুষ সচেতন। তারা বুঝতে পারছে কারা তাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। তাই গ্রাম থেকে গ্রাম মানুষের মধ্যে সত্যিটা তুলে ধরতেই এই প্রতিবাদ সভা করা হচ্ছে'। সভায় উপস্থিত অন্যান্য নেতৃত্বরাও একই সুরে কেন্দ্র ও বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন। তাদের বক্তব্য, সাধারণ মানুষের স্বার্থে এবং গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার প্রশ্নে তৃণমূল কংগ্রেস রাস্তায় নেমে আন্দোলন চালিয়ে যাবে। সুন্দরবনের মতো প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের অধিকার নিয়ে কোনও রকম রাজনীতি সহ্য করা হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন তারা। এদিনের সভায় এলাকার বহু মহিলা অংশগ্রহণ করেন। স্থানীয় মহিলাদের বক্তব্য, তাদের পরিবার ও এলাকার মানুষের অধিকার রক্ষার প্রশ্নে তারা এই আন্দোলনের সঙ্গে রয়েছেন। সভা জুড়ে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে প্রাঙ্গণ ছিল জমজমাট। সভা থেকে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের ইঙ্গিতও দেন নেতৃত্বরা।

তাদের দাবি, মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে সুন্দরবনের মানুষকে সঙ্গে নিয়েই এই প্রতিবাদ কর্মসূচি আরও জোরদার করা হবে।

রণকৌশল ঠিক করতে বৈঠক বিজেপির

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেদিনীপুর

বিজেপির পরিবর্তন রথযাত্রা শেষ হওয়ার পর মেদিনীপুর বিধানসভা এলাকার বিজেপির নির্বাচনী রনকৌশল ঠিক করার জন্য বৈঠক শুরু করলো বিজেপি দলের নেতারা। বিজেপির মেদিনীপুর মন্ডল চারের অন্তর্গত ২৬ নম্বর শক্তি কেন্দ্রের ৪৭ নম্বর সীতানাথপুর বুথে মেদিনীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত শালবনি ব্লকের ৯ নম্বর কাশিজোড়া অঞ্চলের কনভেনার কৃষ্ণপদ সরেনের নেতৃত্বে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপ্রদেশের বিধায়ক ডক্টর সুধীর গুপ্তা এবং জেলা কমিটির মেম্বা বিশ্বনাথ পট্টনায়ক, জেলার টিচার সেলের কনভেনর সত্যেন কাবরি এবং বিজেপির মেদিনীপুর মন্ডল চারের সম্পাদক বাপন ঘোষ সহ আরো অনেকে।

বৈঠকে উত্তরপ্রদেশের বিধায়ক সুধীর গুপ্তা দলীয় নেতৃতাদের কিভাবে বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করতে হবে তার রণকৌশল ঠিক করে দেন।

পশ্চিম বর্ধমানের ৯টি বিধানসভা কেন্দ্রে ২০২১ সালের নির্বাচনের ফলাফল

তৃণমূলের দাপট, বিজেপির শক্ত উপস্থিতি

সকালের শিরোনাম
সন্তোষ মন্ডল
আসানসোল

২০২১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিম বর্ধমান জেলার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির মধ্যে তীব্র লড়াই লক্ষ্য করা যায়। জেলার মোট ৯টি বিধানসভা কেন্দ্র-পাণ্ডবেশ্বর, দুর্গাপুর পূর্ব, দুর্গাপুর পশ্চিম, রানীগঞ্জ, জামুরিয়া, আসানসোল দক্ষিণ, আসানসোল উত্তর, কুলটি এবং বারাবনি। এই সব কেন্দ্রেই ভোটের লড়াই ছিল অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। কোথাও তৃণমূল কংগ্রেস এগিয়ে থেকেছে, আবার কোথাও বিজেপি শক্ত অবস্থান তৈরি করেছে।

পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্র (নং ২৭৫) ঃ এই কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৭৩,৯২২ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেন, যা মোট ভোটের ৪৪.৯৯ শতাংশ। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির জিতেন্দ্র তিওয়ারি পান ৭০,১১৯ ভোট (৪২.৬৮ শতাংশ)। নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৩,৮০৩ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন।

দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্র (নং ২৭৬) ঃ এই কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রদীপ মজুমদার ৭৯,৩০৩ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেন, যা মোট ভোটের ৪১.১৬ শতাংশ। বিজেপির কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরী পান ৭৫,৫৫৭ ভোট (৩৯.২১ শতাংশ)। এখানে জয়ের ব্যবধান ছিল ৩,৭৪৬ ভোট।

দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্র (নং ২৭৭) ঃ এই কেন্দ্রে বিজেপির লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘড়ুই ৯১,১৮৬ ভোট (৪৬.৩১ শতাংশ) পেয়ে জয়লাভ করেন। তৃণমূল কংগ্রেসের বিশ্বনাথ পাড়িয়াল পান ৭৬,৫২২ ভোট (৩৮.৮৬ শতাংশ)। লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘড়ুই ১৪,৬৬৪ ভোটের বড় ব্যবধানে জয়ী হন।

রানীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র (নং ২৭৮) ঃ এই কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৮,১৬৪ ভোট (৪২.৯০ শতাংশ) পেয়ে জয়ী হন। বিজেপির ডাঃ বিজন মুখোপাধ্যায় পান ৭৪,৬০৮ ভোট (৪০.৯৫ শতাংশ)। এখানে জয়ের ব্যবধান ছিল ৩,৫৫৬ ভোট।

জামুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্র (নং ২৭৯) ঃ জামুরিয়া কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের হরেরাম সিং ৭১,০০২ ভোট (৪২.৫৯ শতাংশ) পেয়ে জয়লাভ করেন। বিজেপির তাপস কুমার রায় পান ৬২,৯৫১ ভোট (৩৭.৭৬ শতাংশ)। এখানে জয়ের ব্যবধান ছিল ৮,০৫১ ভোট।

আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র (নং ২৮০) ঃ এই কেন্দ্রে বিজেপির অগ্নিমিত্রা পাল ৮৭,৮৮১ ভোট (৪৫.১৩ শতাংশ) পেয়ে জয়ী হন। তৃণমূল কংগ্রেসের সায়নী ঘোষ পান ৮৩,৩৯৪ ভোট (৪২.৮২ শতাংশ)। অগ্নিমিত্রা পাল ৪,৪৮৭ ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেন।

আসানসোল উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র (নং ২৮১) ঃ এই কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের মলয় ঘটক ১,০০,৯৩১ ভোট (৫২.৩২ শতাংশ) পেয়ে বড় ব্যবধানে জয়লাভ করেন। বিজেপির কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় পান ৭৯,৮২১ ভোট (৪১.৩৮ শতাংশ)। এখানে জয়ের ব্যবধান ছিল ২১,১১০ ভোট।

কুলটি বিধানসভা কেন্দ্র (নং ২৮২) ঃ এই কেন্দ্রে ছিল অত্যন্ত হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। বিজেপির অজয় কুমার পোদ্দার ৮১,১১২ ভোট (৪৬.৪১ শতাংশ) পেয়ে জয়ী হন। তৃণমূল কংগ্রেসের উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় পান ৮০,৪৩৩ ভোট (৪৬.০২ শতাংশ)। এখানে জয়ের ব্যবধান ছিল মাত্র ৬৭৯ ভোট।

বারাবনি বিধানসভা কেন্দ্র (নং ২৮৩) ঃ এই কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের বিধান উপাধ্যায় ৮৮,৪৩০ ভোট (৫২.২৬ শতাংশ) পেয়ে জয়লাভ করেন। বিজেপির অরিজিৎ রায় পান ৬৪,৯৭৩ ভোট (৩৮.৪০ শতাংশ)। এখানে জয়ের ব্যবধান ছিল ২৩,৪৫৭ ভোট।

সামগ্রিকভাবে দেখা যায়, পশ্চিম বর্ধমান জেলার এই ৯টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ৬টি কেন্দ্রে জয়লাভ করে শক্ত অবস্থান ধরে রাখে, অন্যদিকে বিজেপি ৩টি কেন্দ্রে জয় পেয়ে উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি দেখায়। এই ফলাফল রাজ্যের রাজনীতিতে পশ্চিম বর্ধমান জেলার গুরুত্বকেও স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

দাম্পত্য কলহের জেরে একে অপরকে ধারালো অস্ত্রের কোপ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
লালগোলা

সোমবার দুপুরে লালগোলা থানার উত্তর সুন্দরগঞ্জ এলাকায় দাম্পত্য কলহের জেরে স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনায় দুজনেই গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন। স্থানীয়রা শামিমা খাতুন ও সাহিল শেখ নামে ওই দম্পতিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে কৃষ্ণপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেন। কিন্তু তাদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকলে দুজনকেই মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, দুজনের শরীরে একাধিক ক্ষত রয়েছে। ভগবানগোলা এসডিপিও বিমান হালদার বলেন, দাম্পত্য কলহের জেরে ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রাথমিক অনুমান। সম্পূর্ণ বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, লালগোলা থানার কৃষ্ণপুর রেল স্টেশন সংলগ্ন সাইদা পাড়ার বাসিন্দা শামিমা খাতুন ও সাহিল শেখ।

পূর্বে দুইজনেরই অন্যত্র বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে ওই দুইজন বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। তিন মাস আগে তারা বিয়ে করে এবং উত্তর সুন্দরগঞ্জে বাড়ি ভাড়া করে থাকতে শুরু করে। শামিমা খাতুনের সঙ্গে তার দুই ছেলেমেয়ে থাকছিল। এদিন দুপুরে হঠাৎ প্রতিবেশীরা আর্তনাদ শুনতে পেয়ে ওই বাড়িতে ছুটে এসে দেখেন দুইজনেই ঘরের মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

তাঁরাই লালগোলা থানায় খবর দেওয়ার পাশাপাশি দুইজনকে উদ্ধার করে কৃষ্ণপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। স্থানীয় বাসিন্দা, রাকিব শেখ বলেন, তিন মাস আগে স্থানীয় একটি ক্লাবের পাশের একটি বাড়িতে ঘর ভাড়া নিয়ে ওই দম্পতি থাকতে শুরু করে। এদিন দুপুরে এক প্রতিবেশীর থেকে খবর পেয়ে ছুটে গিয়ে দেখি দুজনেই রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের অনুমোদন

হুড়া ব্লকে ১৮টি আইসিডিএস কেন্দ্র ও দুটি আধুনিক ল্যাব

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পুরুলিয়া

পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের অনুমোদনে হুড়া ব্লকে ১৮টি আইসিডিএস কেন্দ্র এবং দুটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তিযুক্ত বিজ্ঞান ল্যাব স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শিশুদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পুষ্টিকর খাবার তৈরির উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবের কথা তুলে ধরে ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন দপ্তরের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল। সেই আবেদনের ভিত্তিতেই পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের পক্ষ থেকে ১৮টি আইসিডিএস কেন্দ্র নির্মাণ এবং উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্যে দুটি স্কুলে আধুনিক প্রযুক্তিযুক্ত বিজ্ঞান ল্যাব স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। হুড়া ব্লক কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, দ্রুততার সঙ্গে এই কাজগুলি সম্পন্ন করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যাতে সাধারণ মানুষকে আর দীর্ঘদিন ভোগান্তির মধ্যে থাকতে না হয়। এ বিষয়ে হুড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি জানান, মুখ্যমন্ত্রী সারা বছর ধরেই মানুষের উন্নয়নের কাজ করে চলেছেন এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রশাসন ধারাবাহিকভাবে কাজ করছে।

জগৎবল্লভপুরে বিধানসভা নির্বাচনের মুখে প্রকাশ্যে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জগৎবল্লভপুর

বিধানসভা নির্বাচনের মুখেই এবার হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের 'গোষ্ঠীকোন্দল' চরম আকার নিল। রবিবার রাতে ওই থানা এলাকার মুন্সীরহাটের চকসাহাদৎ গ্রামে তৃণমূলের দুই 'গোষ্ঠী'র মধ্যে সংঘর্ষ হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পথবাতি লাগানোকে কেন্দ্র করে সন্ধ্যে থেকে প্রথমে শুরু হয় বিবাদ। তারপর অনুষ্ঠান শেষে এই নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। তৃণমূলের পার্টি অফিসে ঢুকে একদল বিক্ষুব্ধ 'ব্যানার' ও 'ফেস্টুন' ছিঁড়ে রাস্তায় ফেলে দেয় বলে অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় জখম হন দু'জন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও র্যা ফ। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। একজনকে এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় এখনও চাপা উত্তেজনা রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম সেখ মুজাই ওরফে সেখ হোজাইফ (২৬)। ধৃতের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেয়েই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। সোমবার ধৃতকে আদালতে পাঠানো হয়। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ধারায় ১২৬(২)/১১৫(২)/১১৭(২)/৩০৩(২)/৩৫১(৩)/৩(৫) মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। আহত সইদুল মিদ্দা জানান, 'তৃণমূলের অনুষ্ঠান ছিল। আমি এখান থেকে বেরিয়ে দোকানে যাচ্ছিলাম। তখন একজন আমাকে বিনা কারণে গালিগালাজ করে বাইক নিয়ে স্পিডে বেরিয়ে যায়। আমি এরপর ওকে ডেকে গালিগালাজ করার কারণ জিজ্ঞেস করাতে ওই যুবকের সম্পর্কে এক ভাই আমার কোমরে সজোরে লাথি মারে। আমার গলার টুটি চেপে ধরা হয়। আমি অসুস্থ বোধ করি। শ্বাসকষ্ট হতে থাকে। আমার ধারণা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক পরিকল্পনা করে এই কাজ করানো হয়েছে'।

বিজেপির পরিবর্তন যাত্রাকে লক্ষ করে 'জয় বাংলা' স্লোগান তৃণমূলের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেমারি

২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে রাজ্যজুড়ে চলছে বিজেপির 'পরিবর্তন যাত্রা'। আর সেই কর্মসূচি ঘিরেই এবার মেমারিতে তৈরি হলো চরম উত্তেজনা। বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা মেমারিতে পৌঁছাতেই একদল যুবক 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে দেখা থাকে। যাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে যায়। পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে বিজেপির এই পরিবর্তন যাত্রায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ, প্রাক্তন আইপিএস অফিসার তথা বিজেপি নেত্রী ভারতী ঘোষ এবং নেত্রী স্মৃতিকণা। হুডখোলা জিপে চড়ে যখন তাঁরা কর্মী-সমর্থকদের অভিবাদন গ্রহণ করছিলেন, ঠিক তখনই রাস্তার ধার থেকে একদল মানুষ আচমকা 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে শুরু করেন। বিজেপি নেতৃত্বকে হাতের নাগালে পেয়েই বিরোধী শিবিরের এই স্লোগান ঘিরে মুহূর্তের মধ্যে এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

টায়ার গুদামে আগুন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ডোমজুড়

হাওড়ায় ডোমজুড়ের পাকুড়িয়া এলাকায় একটি টায়ারের গুদামে রবিবার রাতে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। এর জেরে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আগুন দ্রুত ভয়াবহ আকার নেয়। গুদামে মজুত রাখা টায়ারগুলি জ্বলতে শুরু করে। জ্বলন্ত টায়ার থেকে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশ ছেয়ে যায়। অনেক দূর থেকেও সেই ধোঁয়া দেখা যায়। জাতীয় সড়কের ধারে থাকা ওই টায়ারের গোডাউনের আগুন মুহূর্তের মধ্যে এতটাই ভয়াবহ আকার ধারণ করে যে পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা একটি ক্রেনেও আগুন লেগে যায় এবং গাড়িটি সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে যায়। খবর পেয়ে দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে কয়েক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যায়নি। এই ঘটনায় যথারীতি এলাকায় স্থানীয় মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। আগুন লাগার কারণ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

বাংলাদেশে গরু পাচার রুখল বিএসএফ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
লালগোলা

রবিবার গভীর রাতে লালগোলার সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে গরু পাচার রুখে দেয় খান্দুয়া সীমাচৌকির ৭১ নম্বর ব্যাটেলিয়নের বিএসএফ জওয়ানরা। লালগোলার রাধাকৃষ্ণপুর দিয়ে পদ্মা পেরিয়ে বাংলাদেশে যাওয়ার আগেই চারটি পূর্ণ বয়স্ক গোরু সহ এক বাংলাদেশিকে আটক করে বিএসএফ। পরবর্তীতে বিএসএফের পক্ষ থেকে ওই বাংলাদেশি এবং গোরুগুলিকে লালগোলা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম নাইম শেখ। বাড়ি বাংলাদেশের চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানার সাহাপাড়া তারাপুর গ্রাম। ধৃতকে সোমবার ধৃতকে পাঁচ দিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানিয়ে লালবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হয়। ভগবানগোলা এসডিপিও বিমান হালদার বলেন, ধৃতকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে, সে দীর্ঘদিন ধরে গোরু পাচারের সঙ্গে যুক্ত। পূর্বে কয়েকবার অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে এসে গোরু নিয়ে পদ্মা পেরিয়ে ওপারে যেতে সফল হয়েছিল। দিন কয়েক আগে ধৃত বাংলাদেশি বিএসএফের নজর এড়িয়ে লালগোলার রাধাকৃষ্ণপুর সীমান্ত দিয়ে এদেশে এসেছিল। ওইদিন গভীর রাতে একই পথে বাংলাদেশে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। সেই সময় বিএসএফের হাতে পাকড়াও হয়। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাত দেড়টা নাগাদ খান্দুয়া সীমাচৌকির কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানরা রাধাকৃষ্ণপুর পদ্মানদী সংলগ্ন এলাকায় সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করেন। ওই গতিবিধি লক্ষ্য করে জওয়ানরা এগোতে শুরু করে। বিএসএফের উপস্থিতি বুঝতে পেরে গোরু পাচারকারী সীমান্তের দিকে ছুটতে শুরু করে। বিএসএফ জওয়ানরা পিছু ধাওয়া করে তাকে আটক করে। পরে সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা থেকে চারটি গোরু বাজেয়াপ্ত করা হয়।

লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু যুবকের

সকালের শিরোনাম
মনা বীরবংশী
কীর্ণাহার

বাড়ি ফেরার পথে লরির চাকায় পিষে দিল কীর্ণাহারের যুবককে। ছেঁছড়ে নিয়ে গেল ৫০ মিটারেরও বেশি রাস্তা। মৃতদেহ কার্যত মাংসপিণ্ড পরিণত করে পালিয়ে গেল ঘাতক গাড়ি। জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম শড়ানন দলুই(২৮),

গতরাতে বাড়ি ফেরার সময় নানুরের দিক থেকে কীর্ণাহার বাসস্ট্যান্ড ঢোকার আগে কোলা ফ্যাক্টরি সংলগ্ন স্থানে রাত্রি দশটার দিকে ঘটে দুর্ঘটনাটি। অভিযোগ, ঘাতক লরিটি মৃতদেহ ছেঁচড়ে বাসস্ট্যান্ডের দিকে নিয়ে যায়। এরপরেই মৃত যুবকের পরিজন স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে, পুলিশ পৌঁছালে রীতিমতো রণক্ষেত্রের রূপ নেয় ঘটনাস্থল। দীর্ঘক্ষণ মৃতদেহ তুলে নিয়ে যেতে বাধা দেয় বিক্ষোভকারীরা। শেষমেষ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নানুর-কীর্ণাহার-লাভপুর থানার ওসি সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। প্রায় ঘন্টাখানেক পর মৃতদেহ উদ্ধার করে ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয় পুলিশ।

খেজুরি বিধানসভা (পূর্ব মেদিনীপুর)

বোমা-গুলির ছায়ায় খেজুরি! ভোট এলেই উত্তাপ বাড়ে

দশ বছরে সংঘর্ষের 'হটস্পট'

সকালের শিরোনাম

সুনীপম মহাকুল

পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূল ঘেঁষা খেজুরি বিধানসভা;এক সময় যা নন্দীগ্রাম আন্দোলনের পরবর্তী রাজনীতির নীরব সাক্ষী ছিল;গত এক দশকে বারবার শিরোনামে উঠে এসেছে রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও নির্বাচনী উত্তেজনাকে কেন্দ্র করে। কাঁথি-নন্দীগ্রাম এলাকার রাজনীতির প্রভাব যেখানে প্রবল, সেই খেজুরিতেই ভোট এলেই যেন বাড়ে উত্তাপ। স্থানীয়দের একাংশের কথায়, পঞ্চায়েত থেকে সমবায়;গ্রামের ক্ষমতার প্রতিটি স্তরকে ঘিরেই এখানে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব তীব্র। ফলে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির সংঘর্ষ প্রায় নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে।

২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের রণজিৎ মণ্ডল বড় ব্যবধানে জয়ী হয়ে আসন ধরে রাখেন। প্রায় ৪২ হাজার ভোটের ব্যবধান সেই সময় খেজুরিকে তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি হিসেবেই চিহ্নিত করেছিল। কিন্তু ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সেই ছবিই পাল্টে যায়। বিজেপির শান্তনু প্রমাণিক তৃণমূলের পার্থপ্রতিম দাসকে ১৭,৯৬৫ ভোটে হারিয়ে আসন দখল করেন। এই ফলাফলের পর থেকেই খেজুরির রাজনৈতিক সমীকরণ দ্রুত বদলাতে শুরু করে এবং দুই শিবিরের টানাপোড়েন আরও তীব্র হয়ে ওঠে। এর পরের কয়েক বছর জুড়েই বিভিন্ন সংঘর্ষের ঘটনায় উত্তপ্ত হয়েছে এলাকা। ২০২১ সালের নভেম্বরে তৃণমূলের হামলার অভিযোগ তুলে বিজেপি সমর্থকেরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। ২০২২ সালের জানুয়ারিতে এলাকা দখল ঘিরে সংঘর্ষে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় দু'জনের মৃত্যুর অভিযোগ ওঠে এবং এক বিজেপি কর্মীর বাড়ি ভাঙচুরের ঘটনাও সামনে আসে। ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। জুলাই মাসে তৃণমূল কর্মী নরেন্দ্রনাথ মজির ওপর পেট্রল ঢেলে হামলার অভিযোগ ওঠে, যাতে তিনি গুরুতর আহত হন। একই বছর আগস্টে নিচকসবা পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে এবং সেপ্টেম্বর মাসে স্থায়ী সমিতি নির্বাচনকে ঘিরে বিজেপির বাইক বাহিনীর তাণ্ডবের অভিযোগ তোলে তৃণমূল। অক্টোবরে আলিপুর বাজার এলাকায় সংঘর্ষের সময় পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগে সাতজন বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। সাম্প্রতিক সময়েও উত্তেজনা থামেনি। ২০২৫ সালের জুলাই মাসে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দুই জনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বড় রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়। বিজেপি এটিকে হত্যার অভিযোগ তুললেও পুলিশ ঘটনাটিকে দুর্ঘটনা বলে দাবি করে। ঘটনার প্রতিবাদে বিজেপি ১২ ঘণ্টার বন্ধ ডাকে এবং পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তির ঘটনাও ঘটে। একই বছরের সেপ্টেম্বরে সমবায় নির্বাচন ঘিরে আবারও বোমাবাজির অভিযোগ সামনে আসে, যেখানে বিজেপি তৃণমূলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ তোলে এবং তৃণমূল পাল্টা সেই অভিযোগ অস্বীকার করে। স্থানীয় রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, খেজুরিতে সংঘর্ষের মূল কারণ গ্রাম পঞ্চায়েত ও সমবায় প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ, সংগঠন বিস্তারের লড়াই এবং নন্দীগ্রাম-কাঁথি এলাকার বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রভাবের দ্বন্দ্ব। ফলে গত এক দশকে খেজুরি শুধু একটি বিধানসভা কেন্দ্র নয়, বরং পূর্ব মেদিনীপুরের রাজনৈতিক টানাপোড়েনের প্রতীক হিসেবেই উঠে এসেছে। আগামী নির্বাচন ঘিরেও এই এলাকা আবার রাজ্য রাজনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নজরকাড়া কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকেরা।

একইদিনে দুটি দুর্ঘটনা

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

ঘাটাল ও চন্দ্রকোণা

পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল ও চন্দ্রকোণায় একদিনের ব্যবধানে ঘটে গেল দুই বড় সড়ক দুর্ঘটনা। দুটি ঘটনাতেই গুরুতর আহত ও মৃত্যুর খবর সামনে আসায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

প্রথম ঘটনাটি ঘটে সোমবার সকালে চন্দ্রকোণা থানার শ্রীনগর,সন্দিপুর এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উভয়মুখী দুটি মারুতি গাড়ি দ্রুতগতিতে আসার সময় হঠাৎ মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের জেরে একটি গাড়ি ছিটকে গিয়ে রাস্তার পাশের নয়ানজুলিতে পড়ে যায়। অপর মারুতিটি রাস্তার ধারে একটি আমবাগানে গিয়ে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় দুই গাড়ির চালকই গুরুতর আহত হন। স্থানীয় মানুষজন ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এবং পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠায়। দুর্ঘটনার পর বেশ কিছু সময় ওই এলাকায় উত্তেজনা ও যান চলাচলে বিঘ্ন তৈরি হয়।

অন্যদিকে সোমবার দুপুরে ঘাটাল শহরের ঘড়িমোর এলাকায় আরও একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। ঘাটাল থেকে পাঁশকুড়ার দিকে যাওয়ার সময় একটি বড় ডাম্পার একটি বাইক আরোহীকে পিষে দেয়।

ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ঘাটাল শহরের বাসিন্দা তরমাপ প্রসাদ দলই নামে প্রায় পঁয়ষট্টি বছর বয়সী এক ব্যক্তির। দুর্ঘটনার পর ডাম্পারটি দ্রুত পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পরে পুলিশ কিছু দূরে গাড়িটিকে আটক করলেও চালক তখন পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এবং পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ।

স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেছেন, ওই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই বেপরোয়া গতিতে ভারী গাড়ি চলাচল করছে, ফলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ও বেজন স্কুলের শিক্ষক কাশীনাথ দত্ত জানান, 'আমরা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

দেখলাম একজন ভদ্রলোক রাস্তা পার হচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় একটি ডাম্পার অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এসে তাঁকে ধাক্কা মেরে পিষে দেয়। কোনও রকমে থামেনি গাড়িটি, সোজা চলে যায়। খুবই মর্মান্তিক ঘটনা'।

স্থানীয়দের দাবি, ওই রাস্তার সংযোগস্থলে দ্রুত ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হোক।

কারণ এলাকায় স্কুল, বাজার এবং মানুষের যাতায়াত বেশি হওয়ায় প্রতিদিনই দুর্ঘটনার ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। প্রশাসনের কাছে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন বাসিন্দারা।

আইআইটি খড়গপুরে সম্মানিত ড. পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

খড়গপুর

প্লাটিনাম জুবিলি বর্ষে এক গর্বের মুহূর্তের সাক্ষী থাকল আইআইটি খড়গপুর। প্রতিষ্ঠানের অন্যতম বিশিষ্ট প্রাক্তনী ড. পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়কে বিশেষ সংবর্ধনা জানাল কর্তৃপক্ষ। তিনি ১৯৭১ সালে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ থেকে স্নাতক এবং আজাদ হলের প্রাক্তনী। বর্তমানে তিনি 'দ্য চট্টোপাধ্যায় গ্রুপ'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান। অনুষ্ঠানে আইআইটি খড়গপুরের ডিরেক্টর অধ্যাপক সুমন চক্রবর্তী ঘোষণা করেন, ড. চট্টোপাধ্যায়কে ২০২৬ সালের জন্য আইআইটি খড়গপুরের 'অ্যালামনাই হল অব ফেম'-এ অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক শিল্প, গবেষণা ও উদ্যোগের জগতে তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবেই এই সম্মান প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি ডিরেক্টর অধ্যাপক রিন্টু বন্দ্যোপাধ্যায়, অ্যালামনাই বিষয়ক ডিন অধ্যাপক সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়, অ্যাসোসিয়েট ডিন অধ্যাপক পুনীত কুমার পাত্র সহ প্রতিষ্ঠানের একাধিক ডিন, অধ্যাপক, কর্মী এবং ছাত্রছাত্রীরা। নিজের বক্তব্যে ড. পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায় বলেন, আইআইটি খড়গপুর তাঁর চিন্তাভাবনা, নেতৃত্বের ক্ষমতা এবং জাতি গঠনের প্রতি দায়বদ্ধতাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। ভবিষ্যতের দিকেও বড় পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন তিনি। আইআইটি খড়গপুর ও টিসিজি ক্রেস্ট-এর মধ্যে আগামী দশ বছরের একটি কৌশলগত গবেষণা অংশীদারিত্বের প্রস্তাব দেন ড. চট্টোপাধ্যায়। এই সহযোগিতার মাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর স্বাস্থ্য গবেষণা, উন্নত শক্তি সঞ্চয় প্রযুক্তি, কোয়ান্টাম প্রযুক্তি, স্নায়ুবিজ্ঞান এবং টেকসই খাদ্য ব্যবস্থার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নতুন গবেষণা ও উদ্ভাবনের পথ খুলে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ড. চট্টোপাধ্যায়ের বার্তা ছিল স্পষ্ট; আইআইটি খড়গপুরের আগামী যুগে জ্ঞান থেকে সম্পদ এবং সেই সম্পদকে আবার জ্ঞানে রূপান্তরিত করার পথেই এগোতে হবে। গভীর বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে বাস্তব জীবনের উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করাই হবে আগামী দিনের লক্ষ্য। অনুষ্ঠানের শেষে প্রতিষ্ঠানকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান তিনি। আইআইটি খড়গপুর আগামী দশকে গবেষণা, উদ্ভাবন ও জাতি গঠনের পথে আরও বড় ভূমিকা নেবে; এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন উপস্থিত সকলেই।

তৃণমূলে যোগদান একাধিক বিজেপি কর্মীর

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

দুর্গাপুর

ভোটের দামামা যতই এগিয়ে আসছে, ততই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক মেরুকরণ ও দলবদলের ঘটনাও বাড়ছে। শিল্পনগরী দুর্গাপুরেও সামনে এল তেমনই একটি ঘটনা। বিজেপি ছেড়ে একাধিক কর্মী-সমর্থকের তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানের ঘটনায় গেরুয়া শিবিরে ধাক্কা লেগেছে বলে দাবি তৃণমূল নেতৃত্বের।

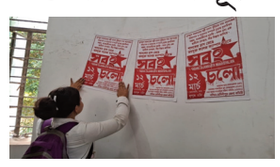

সোমবার দুর্গাপুরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের হর্ষবর্ধন আপনজন ক্লাবের মাঠে একটি যোগদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সেই কর্মসূচিতে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন প্রায় ১২ থেকে ১৫টি পরিবারের সদস্যরা। এদিন দুর্গাপুর ১ নম্বর ব্লক সভাপতি রাজীব ঘোষের হাত থেকে দলীয় পতাকা তুলে নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন হর্ষবর্ধন ৪২ নম্বর বুথের ডিভিসি বস্তি এলাকার প্রায় ২৫ থেকে ৩০ জন বিজেপি কর্মী ও সমর্থক। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজ এবং মুখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে অনুপ্রাণিত হয়েই ওই কর্মীরা বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলেছেন। আগামী দিনে আরও বহু বিজেপি কর্মী তৃণমূলে যোগ দেবেন বলেও দাবি করেন তারা।

অন্যদিকে, বিজেপির পক্ষ থেকে এই যোগদানের ঘটনাকে তেমন গুরুত্ব দিতে নারাজ স্থানীয় নেতৃত্ব। তাদের দাবি, যারা তৃণমূলে গিয়েছেন তারা সক্রিয় বিজেপি কর্মী নন।

মানস ভুঁইয়ার মন্তব্যের প্রতিবাদে 'সবং চলো' কর্মসূচি

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

মেদিনীপুর

রাজ্যের মন্ত্রী মানস ভুঁইয়ার কুরুচিকর মন্তব্যের প্রতিবাদে 'প্রতিবাদ কর্মসূচির' ডাক দিল এসএফআই, ডিওয়াইএফআই ও এআইডব্লিউএ। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে আগামী ১২ মার্চ 'সবং চলো' কর্মসূচিকে সামনে রেখে সোমবার বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পোস্টারিং কর্মসূচি পালন করা হয়। ভারতের ছাত্র ফেডারেশন (এসএফআই) বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে এই পোস্টারিং করা হয়। সংগঠনের কর্মী-সমর্থকেরা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে পোস্টার লাগিয়ে ১২ মার্চের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, মন্ত্রী মানস ভুঁইয়ার সাম্প্রতিক মন্তব্যকে তারা কুরুচিকর ও আপত্তিকর বলে মনে করছে। সেই মন্তব্যের প্রতিবাদেই এসএফআই, ডিওয়াইএফআই ও এআইডব্লিউএ-র যৌথ উদ্যোগে সবংয়ে বৃহত্তর প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। আয়োজকদের দাবি, আগামী ১২ মার্চ 'সবং চলো' কর্মসূচিতে ছাত্র, যুব ও মহিলা সংগঠনের বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থক অংশগ্রহণ করবেন। এই কর্মসূচির মাধ্যমে তারা মন্ত্রীর মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি গণআন্দোলনের ডাক দেবে বলে জানিয়েছে সংগঠনগুলি।

১২০৫ জন ভোটারের মধ্যে ৭৮৭ জন বিচারাধীন

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

বেলডাঙা

মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা বিধানসভা কেন্দ্রের একটি বুথে এসআইআরের ফাইনাল ভোটার তালিকা প্রকাশের পর বড় ধরনের বিভ্রাটের অভিযোগ সামনে এসেছে। জানা গেছে, মোট ১২০৫ জন ভোটারের মধ্যে ৭৮৭ জনের নাম অ্যাডজুডিকেশনের তালিকায় উঠে এসেছে।

এই ঘটনাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে ক্ষোভ ও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, তালিকায় যাদের নাম অ্যাডজুডিকেশনের তালিকায় দেখানো হয়েছে তাদের অনেকেই বহু বছর ধরে নিয়মিত ভোটার। এমনকি কয়েকজন সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষকের নামও ওই তালিকায় রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর বিষয়, স্থানীয়দের দাবি অনুযায়ী ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন প্রাক্তন সদস্য, যিনি কারগিল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তার নামও ওই তালিকায় রয়েছে।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভোটারদের কোনও শুনানিতে ডাকা হয়নি, তবুও তাদের নাম অ্যাডজুডিকেশনের তালিকায় চলে এসেছে। ফলে বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এদিকে বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। গ্রামবাসীদের দাবি, দ্রুত এই বিভ্রাটের সমাধান করে প্রকৃত ভোটারদের নাম পরিষ্কারভাবে তালিকায় ফিরিয়ে আনতে হবে।

বর্তমানে গোটা ঘটনাকে ঘিরে বেলডাঙ্গা এলাকায় তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা ও তীব্র ক্ষোভের পরিবেশ।

এসআইআরের প্রতিবাদে সালানপুরে তৃণমূলের মোটরবাইক মিছিল

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

সালানপুর

এসআইআরের মাধ্যমে ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে রাজ্য জুড়ে বাড়তে থাকা রাজনৈতিক উত্তেজনার আবহে সালানপুর প্রতিবাদে পথে নামল সালানপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে এসআইআরর বিরোধিতা করে একটি বাইক মিছিলের আয়োজন করা হয়। বারাবনি বিধানসভার সালানপুর কালিতলা থেকে মিছিলটি শুরু হয়।

এসআইআরের মাধ্যমে ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে রাজ্য জুড়ে বাড়তে থাকা রাজনৈতিক উত্তেজনার আবহে সালানপুর প্রতিবাদে পথে নামল সালানপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে এসআইআরর বিরোধিতা করে একটি বাইক মিছিলের আয়োজন করা হয়। বারাবনি বিধানসভার সালানপুর কালিতলা থেকে মিছিলটি শুরু হয়। সেখান থেকে হাজার হাজার কর্মী ও সমর্থকের নিয়ে মোটরবাইক মিছিলে দেন্দুয়া, জেমারি, আল্লাডি, রূপনারায়ানপুর হয়ে শিয়াকুলবেড়িয়া শহীদ রতন পরেশ মূর্তির কাছে এসে শেষ হয়। অনেকে টোটোতে ছিলেন। রাস্তায় স্লোগানে সরব হন তৃণমূল কর্মীরা।

এই মিছিলে নেতৃত্ব দেন বারাবনির বিধায়ক তথা আসানসোল পুরনিগমের মেয়র বিধান উপাধ্যায়, যুবনেতা মুকুল উপাধ্যায় সহ ব্লক নেতৃত্ব। মিছিলের শেষে শহীদ রতন পরেশের মূর্তিতে মাল্যদান করেন বারাবনির বিধায়ক তথা আসানসোল পৌরনিগমের মেয়র বিধান উপাধ্যায় সহ সমস্ত নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দরা।

এই প্রসঙ্গে বিধান উপাধ্যায় বলেন, বিজেপি সরকার নির্বাচন কমিশনকে সঙ্গে নিয়ে এসআইআরের নামে পরিকল্পিত ভাবে বহু ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবিতেই এই প্রতিবাদ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আজকের এই ঐতিহাসিক মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, ভোটারদের অধিকার খর্ব করার যে কোনও চেষ্টার বিরুদ্ধেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আগামী দিনেও আন্দোলন জারি থাকবে। এদিনের এই ঐতিহাসিক মিছিল প্রমাণিত করলো মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে। হাজার হাজার যুবক, মহিলা সহ কর্মীরা এদিন সব রেকর্ড ভেঙ্গে দিলেন এই মহা মিছিল করে। তিনি ধন্যবাদ জানান সালানপুর ব্লকের প্রতিটি মানুষকে।

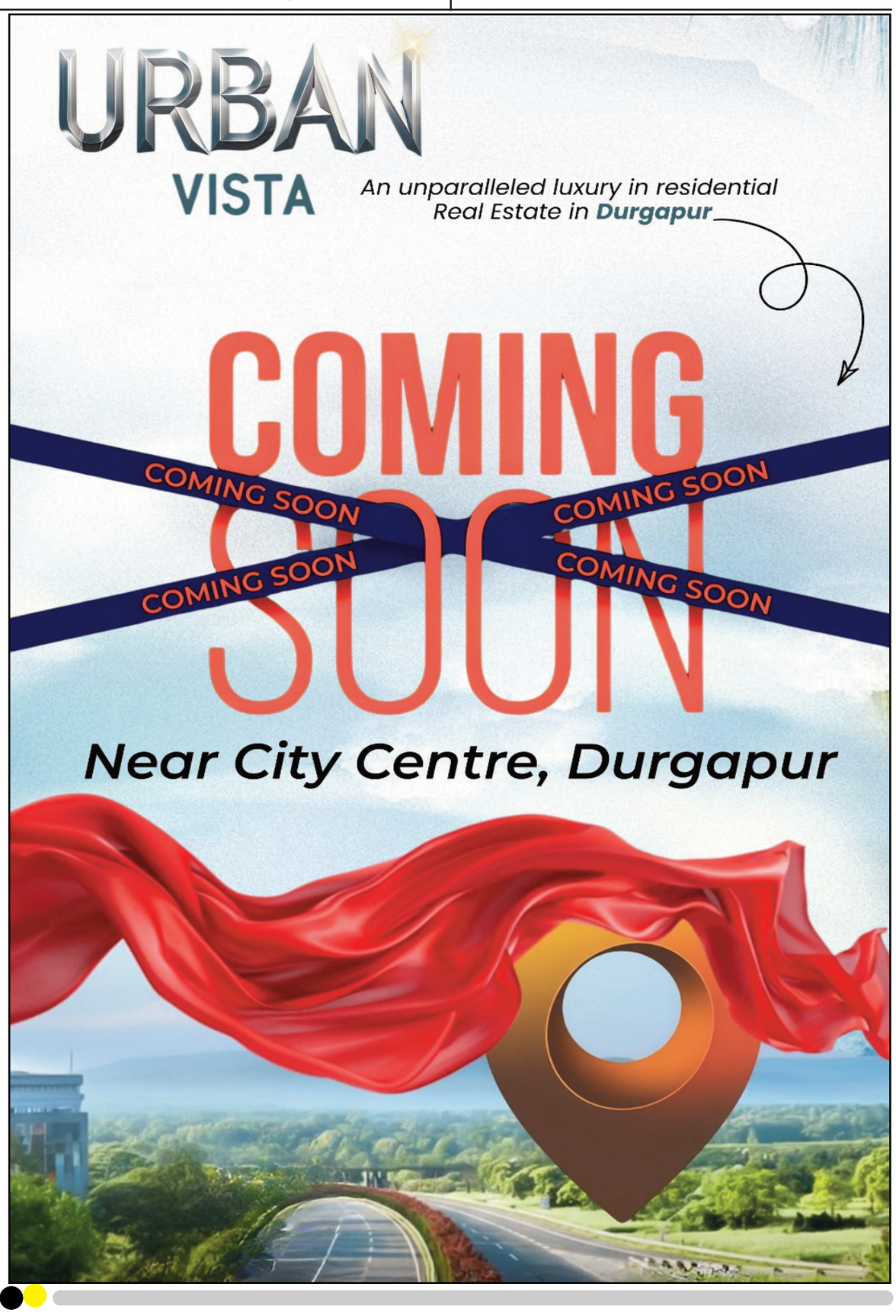

আদালতে দ্বিতীয়বার হুমকির মেল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
সিউড়ি

বার কাউন্সিলের নির্বাচন চলছে। তারই মধ্যে সিউড়ির জেলা আদালতে দ্বিতীয়বার হুমকির মেল। যেখানে উল্লেখ করা আজমল কাসাবের নামও। আর তা জানাজানি হতেই জেলা পুলিশের তৎপরতা। বিভিন্ন এজলাসে তল্লাশি শুরু করেছে বোম্ব ডিসপোজাল টিম। ২৫ ফেব্রুয়ারী এই আদালতেই হুমকি মেল আসে। তারপরই আদালত চত্বরে শুরু হয়েছিলো পুলিশের তল্লাশি। যদিও সেদিন তল্লাশি চালানোর পরেও কিছু পাওয়া যায়নি। এদিন পুনরায় এই মেল আসার পর চঞ্চল্য ছড়িয়েছে আদালতে। চলে তল্লাশি। কে বা কারা এর সাথে যুক্ত তাদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানাচ্ছেন আদালতের আইনজীবীরা।

বিক্ষোভ তৃণমূলের

সকালের শিরোনাম
গোপাল রায়
আরামবাগ

গ্যাস সিলেন্ডারের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কুশপুতুল দাহ করে বিক্ষোভ তৃণমূলের। আরামবাগ-তারকেশ্বর রোডের কাবলে মোড় এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বিক্ষোভ প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় সোমবার। এই প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভে তৃণমূল কংগ্রেসের শ্লোগান ছিল বিজেপি সরকার জনবিরোধী। নিত্য প্রয়োজনী রান্না গ্যাসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ন্যায্য অধিকার এই পথসভা। সোমবার এদিন হরিণখোলা এক নম্বর অঞ্চলের কাবলে বাসস্ট্যান্ডে প্রায় এক ঘন্টা ধরে চলে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ পথ অবরোধ। মহিলারা হাতা, খুন্তি, গ্যাস সেলেন্ডার রাস্তায় রেখে মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ জানায়। তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির কুশপুতুল পোড়ায়। অবরোধ জেরে তারকেশ্বর-আরামবাগ সড়কে এক ঘন্টা ধরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় আরামবাগ থানার পুলিশ। পরে পুলিশের আশ্বাসে পথ অবরোধ তুলে নেয় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বরা। পথসভাতে হাজির ছিলেন, পঞ্চায়েত প্রধান পার্থ হাজারি, তৃণমূল নেতা গোপাল রায়, দিব্যেন্দু ঘোষ, সহ আরোও অনেকে।

সাতদিনের পূজা ও মেলা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ডেবরা

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকের ত্রিলোচনপুরে আজ থেকে শুরু হয়ে গেলো শ্রীশ্রী তালন্দময়ী মাতার চাঁচর ও দোল উৎসব। ধর্মীয় আচার, পূজা ও মেলার মধ্য দিয়ে সাতদিন ধরে চলবে এই ঐতিহ্যবাহী উৎসব। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতি বছরের মতো এ বছরও ভক্তদের উপস্থিতিতে ধুমধাম করে শুরু হয়েছে মাতার আরাধনা। সকাল থেকেই মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। নিয়মমাফিক পূজা, আরতি এবং বিভিন্ন ধর্মীয় আচার পালনের মধ্য দিয়ে উৎসবের সূচনা হয়। উৎসবকে কেন্দ্র করে এলাকায় বসেছে বড় মেলা। বিভিন্ন দোকান, খাবারের স্টল ও খেলনার দোকানে ভিড় জমিয়েছেন গ্রামবাসী ও আশপাশ এলাকার মানুষজন। সন্ধ্যার পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ভক্তিমূলক গানের আয়োজনও করা হয়েছে বলে জানা গেছে। স্থানীয়দের মতে, ত্রিলোচনপুরে শ্রী শ্রী তালন্দময়ী মাতার এই চাঁচর ও দোল উৎসব বহু বছরের প্রাচীন ঐতিহ্য বহন করে আসছে। প্রতি বছরই এই উৎসবকে ঘিরে এলাকার মানুষের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যায়। আগামী সাতদিন ধরে পূজা, ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান এবং মেলার মধ্য দিয়ে উৎসব চলবে বলে জানিয়েছেন আয়োজক কমিটির সদস্যরা। উৎসবকে কেন্দ্র করে এলাকায় নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকেও নজরদারি রাখা হয়েছে।

২৬-এ পরিবর্তনের ডাক বিপ্লব দেবের

সকালের শিরোনাম
রবীন্দ্রনাথ পড়ুয়া
পাথরপ্রতিমা

দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমায় সোমবার বিজেপির 'পরিবর্তন যাত্রা'র জনসভাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তৎপরতা তুঙ্গে উঠল। ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব এই সভার মাধ্যমে রাজ্যের শাসকদলকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে আগামী ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বাংলা জুড়ে পরিবর্তনের ডাক দিলেন। এদিন সকাল ১১টা নাগাদ বকখালি থেকে বিজেপির এই পরিবর্তন রথযাত্রার শুভ সূচনা করেন বিপ্লব দেব। সঙ্গে ছিলেন বিজেপির রাজ্য সম্পাদিকা শর্বরী মুখোপাধ্যায় এবং জেলাস্তরের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। বকখালি থেকে শুরু হওয়া এই যাত্রায় কয়েকশ বিজেপি কর্মী-সমর্থক বাইক মিছিল করে অংশ নেন। সুসজ্জিত রথটি বিকেলের দিকে পাথরপ্রতিমা কলেজ ময়দানে পৌঁছালে সেখানে এক বিশাল জনসভার আয়োজন করা হয়। জনসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব রাজ্যের বর্তমান সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন। তাঁর বক্তব্যের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল রাজ্যের সাম্প্রতিক বিভিন্ন 'দুর্নীতি'। তিনি বলেন, 'বাংলাকে দুর্নীতিমুক্ত করতে এবং প্রকৃত উন্নয়ন আনতে হলে পরিবর্তনের কোনো বিকল্প নেই। আগামী ২৬-এর নির্বাচনেই বাংলার মানুষ এই অপশাসনের জবাব দেবে'। এদিনের মঞ্চে বিপ্লব দেব ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য সম্পাদিকা শর্বরী মুখোপাধ্যায়, মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতি নবেন্দু সুন্দর নস্কর, মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদক বিপ্লব নায়েক সহ একাধিক জেলা নেতৃত্ব। পাথরপ্রতিমা বিধানসভার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রচুর সাধারণ মানুষ ও দলীয় কর্মী এই সভায় যোগদান করেন। এদিকে, জনসভাকে কেন্দ্র করে যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সে জন্য পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সভাস্থলে মোতায়েন ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী। কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি ছাড়াই শেষ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে সভাটি সম্পন্ন হয়।

জনসংযোগে প্রশ্নের মুখে বিজেপি বিধায়ক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পুরুলিয়া

নির্বাচনের মুখে জনসংযোগে বেরিয়ে এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া নিয়ে ক্ষোভের মুখে পড়লেন পুরুলিয়া বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক সুদীপ মুখার্জী। অভিযোগ, সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়ার পরেও বহু মানুষের নাম নতুন ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ ভোটাররা বিধায়কের কাছে সমাধান চান।

ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে উত্তম নন্দীর দাবি, অনেকের বাবার নাম ডিলিট দেখাচ্ছে, আবার অনেক পরিবারের সদস্যদের নাম নতুন তালিকায় নেই। প্রয়োজনীয় সব নথি জমা দেওয়ার পরেও কেন সাধারণ মানুষকে হয়রান হতে হচ্ছে, সেই প্রশ্ন তোলেন তারা। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বুথের বিএলও রাখোহরি দত্ত জানান, নতুন তালিকায় অনেকের নাম বাদ গেছে এবং অনেকের নাম ডিলিট দেখাচ্ছে। এর ফলে পরিবারের সদস্যদের পক্ষ থেকে তাঁদের উপর চাপ তৈরি হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে তারাও অনিশ্চয়তায় রয়েছেন বলে জানান তিনি। অন্যদিকে বিজেপি বিধায়ক সুদীপ মুখার্জী বলেন, কিছু ন্যায্য ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। এর জন্য তিনি রাজ্য সরকার এবং জেলা নির্বাচন দপ্তরকে দায়ী করেন। তবে ন্যায্য ভোটারদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি এবং বলেন, কোনো ভারতীয় নাগরিকের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাবে না।

এদিকে বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করেছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। জেলা তৃণমূল যুব সভাপতি গৌরব সিং বলেন, এসআইআর-এর নামে সাধারণ মানুষকে হয়রান করা হচ্ছে। আগামী দিনে বিজেপি নেতাদের সর্বত্রই এই প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে।

প্রাক্তন সেনাকর্মীর নাম বাদ ভোটার তালিকায়

সকালের শিরোনাম
পাপ্পু সাঁতরা
চুঁচুড়া

শশিকান্ত হালদার বয়স ৮৭। সেনাবাহিনীর ইলেকট্রিক্যাল মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে চাকরি করেছেন। অবসর ১৯৯১ সালে। রাজীব গান্ধির শান্তি সেনার প্রতিনিধি দলের সঙ্গে শ্রীলঙ্কায় এলটিটিই'র সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলেন। চুঁচুড়া পুরসভার আট নম্বর ওয়ার্ড কাপাসডাঙায় তার বসত বাড়ি। বর্তমানে সেখানেই থাকেন। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তার নাম থাকলেও পরে তার নাম বাদ হয়ে যায়। তা তিনি জানতে পারেন এসআইআর শুরু হলে। বিএলও যখন তার বাড়িতে ফর্ম দিতে আসে। পরিবারে তার স্ত্রী দুই ছেলের বৌমাদের নামে ফর্ম দিলেও ডিলিটেড ভোটার হওয়ার জন্য তার ফর্ম দেননি বিএলও। নতুন ভোটার হিসাবে নাম তোলার জন্য ফর্ম ৬ পূরন করে বিএলও বাড়ি থেকে সব তথ্য নিয়ে যান। রবিবার মোবাইলে মেসেজ এলে ফর্ম রিজেকশানের বিষয়টি জানতে পারেন। এরপর বৃদ্ধের ছেলে জেলা প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন। তাদের পক্ষ থেকে বিষয়টি দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়। তবে বৃদ্ধ ও তার পরিবারের প্রশ্ন, নির্বাচন কমিশন বৈধ ভোটারদের নাম থাকবে বলেছিল। তাহলে একজন বৈধ ভোটার কেন ভোট দিতে পারবে না। শশিকান্ত হালদার অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী হিসাবে সরকারি পেনশন পান। তার অন্যান্য সব তথ্য আছে। তা সত্ত্বেও কেন তার নাম বাদ গেলো বা নতুন করে নাম উঠল না, সেটাই বুঝে উঠতে পারছেন না তিনি।

নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ে চুরি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বোলপুর

বীরভূমের শান্তিনিকেতন থানার অন্তর্গত লায়েকবাজার রূপান্তরিত নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রবিবার গভীর রাতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। দুষ্কৃতীরা বিদ্যালয়ের গ্রিল বেঁকিয়ে মিড ডে মিলের রান্নাঘরে ঢুকে বিভিন্ন সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায়। চুরি যাওয়া জিনিসের মধ্যে রয়েছে গ্যাস সিলিন্ডার, বড় কড়াই, ঢাকনা, ডেচকি, চারটি বালতি, প্রেসার কুকারের ঢাকনা, চায়ের সসপ্যান ও কিছু থালা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রঞ্জিত গড়াই জানান, স্কুলের প্রবেশদ্বারে কোনও গেট নেই এবং চারদিকের প্রাচীরও খুব নিচু হওয়ায় সহজেই যে কেউ ভেতরে ঢুকে পড়তে পারে। তিনি বলেন,

প্রায়ই স্কুল প্রাঙ্গণে মদের বোতল পড়ে থাকতে দেখা যায়, যা নিরাপত্তাহীনতার প্রমাণ। ঘটনার পর প্রশাসনের কাছে প্রবেশদ্বারে গেট বসানো এবং প্রাচীরের উচ্চতা বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ।

ওয়ার্ক অর্ডারের ৯ মাস পরও শুরু হয়নি কাজ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কোলাঘাট

কোলাঘাট ও পাঁশকুড়ার গুরুত্বপূর্ণ নিকাশী দেহাটি খাল সংস্কার কাজের ওয়ার্কঅর্ডার ইস্যু হয়েছিল গত ২০২৫ সালের মে মাসে শেষের দিকে। তারপর বর্ষা নেমে যাওয়ায় খাল সংস্কারের কাজ শুরু করা যায় নি। বর্ষা শেষে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে সেচ ও প্রশাসন দপ্তর কাজ শুরুর উদ্যোগ নেয়। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ 'নো কষ্ট' পদ্ধতিতে ১ কোটি ৩৯ লক্ষ ৪৫ হাজার ৩৭৩ বর্গফুট মাটি তোলার নির্দেশ দেয় বিনা মোবাইল নামে এক এজেন্সিকে। সেইমত গত ৯ জানুয়ারী অতিরিক্ত জেলা শাসক(ভূমি ও ভূমি রাজস্ব) দপ্তরের পক্ষ থেকে পশ্চিম বঙ্গ মিনারেল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন
লিমিটেড(ডব্লিউবিএমডিটিসিএল)কর্তৃপক্ষের কাছে পোর্টাল চালুর আবেদন জানিয়ে চিঠি দেন। আশ্চর্যের বিষয়, এখনো সেই খাল সংস্কারের পোর্টাল চালু না হয় খাল পূর্ণসংস্কার কাজ শুরুই হয়নি। বিষয়টি নিয়ে সরব এলাকার কৃষকদের অরাজনৈতিক সংগঠন কৃষক সংগ্রাম পরিষদ। ইতিমধ্যে পরিষদের পক্ষ থেকে জেলা শাসক, তমলুকের মহকুমা শাসক, সেচ দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে কোলাঘাটের বিডিও এবং সেচ দপ্তরের পাঁশকুড়ার এসডিও-কে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। সোমবার এ বিষয়ে ডব্লিউবিএমডিটিসিএল'র চেয়ারম্যান তথা ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং জেলা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিককে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। পরিষদের সম্পাদক নারায়ন চন্দ্র নায়ক অভিযোগ করেন, গত ১ ডিসেম্বর ব্লকের ঐ গুরুত্বপূর্ণ দেহাটী খাল সহ কয়েকটি খাল সংস্কারের বিষয়ে বিডিও সহ সেচ দপ্তরের এস ডি ও'র উপস্থিতিতে পঞ্চায়েত সমিতির সভাগৃহে সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি ও সংশ্লিস্ট সবাইকে নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই বৈঠকে দেহাটি খালের বরদাবাড় সংলগ্ন অংশ থেকে পাঁশকুড়া বাজার পর্যন্ত সংস্কার করার কাজ ওই সময় থেকেই শুরু করার ব্যাপারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সভার পর ৯ মাস অতিক্রান্ত হলেও পাঁশকুড়া ব্লকের দুই জায়গায় সামান্য এবং কোলাঘাট ব্লকের দুই জায়গায় সামান্য কিছু অংশে অল্প মাটি তোলা হয়েছে। সেচ দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, এখনো মাটি বের করার পোর্টালই চালু হয়নি। এবং খাল সংস্কারের পূর্বে খালের ভেতরে থাকা বনসৃজনের গাছ কেটে নেওয়া এবং অবৈধ কাঠামোগুলি সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে সেচ বা প্রশাসন দপ্তরের পক্ষ থেকে এখনো মাইক প্রচার সহ কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

ফলস্বরূপ কোলাঘাট ব্লকের বৃন্দাবনচক, সিদ্ধা-১ ও ২, পুলসিটা, সাগরবাড়, খন্যাডিহি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার আনুমানিক যে ৫০টি গ্রাম গত বর্ষায় জলমগ্ন হয়েছিল, এই বছরও সেই গ্রামগুলি ফের জলমগ্ন হবে। নারায়ণবাবু জানান, দ্রুত সমস্যার সমাধানে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবীতে পরিষদ ১১ মার্চ উত্তর জিঞাদা হাইস্কুলে কৃষকদের জরুরী সভা আহ্বান করেছে। সেই সভা থেকে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি নেওয়া হবে।

পুরুলিয়ায় নারীশিল্পীদের পুরুষবর্জিত নাট্য মঞ্চায়ন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পুরুলিয়া

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে পুরুলিয়ার নিস্তারিণী মহিলা মহাবিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হল এক বিশেষ নাট্য অনুষ্ঠান। পুরুলিয়া থিয়েটার থটের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণ মহিলা শিল্পীদের নিয়ে পুরুষ চরিত্র বর্জিত একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক মঞ্চস্থ করা হয়, যা উপস্থিত দর্শকদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। পুরুলিয়ার নাট্যচর্চার ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেই এই সাহসী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান আয়োজকরা। আয়োজকদের মতে, জেলায় সম্ভবত এই প্রথমবার কোনও নাটক সম্পূর্ণভাবে পুরুষ চরিত্র ছাড়াই মঞ্চস্থ হল। নাটকটির নির্দেশনা দেন ড. দয়াময় রায়। পাশাপাশি ড. জয়দেব গায়েন ও ড. মহঃ খুর্শিদ আলম এই উদ্যোগকে সফল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অনুষ্ঠানে অভিভাবকের ভূমিকায় ছিলেন অশোক কুমার মাহাতো। এছাড়াও নাট্য অভিজ্ঞতা দিয়ে সহযোগিতা করেন জন্মেজয় চ্যাটার্জি, চিন্ময় ব্যানার্জি প্রমুখ। এদিন নাট্য মঞ্চে জেলার দুই স্বনামধন্য যাত্রাশিল্পী ছায়া চ্যাটার্জি ও মায়া কুমারকে তাঁদের দীর্ঘদিনের নাট্য ও যাত্রা জীবনের অবদানের জন্য সম্মাননা জানানো হয়। তাঁদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন অশোক কুমার মাহাতো ও ড. খুর্শিদ আলম। অনুষ্ঠানের সূচনায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন যাত্রাশিল্পী মায়া কুমার ও ছায়া চ্যাটার্জি, নিস্তারিণী কলেজের অধ্যক্ষা ড. অজন্তা দাস, সিধো কানহো বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিস্ট্রার ড. নচিকেতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রাক্তন পরীক্ষা নিয়ামক ড. সুবল চন্দ্র দে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দিব্যেন্দু শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, লেখক ভাস্কর বাগচি, বাচিক শিল্পী শুভাশিস গুহ নিয়োগীসহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি। প্রায় আড়াই ঘণ্টার এই নাট্য অনুষ্ঠানে চারশোর বেশি দর্শক উপস্থিত ছিলেন। প্রতিটি দৃশ্যের শেষে দর্শকদের করতালি এবং নাটক শেষে তুমুল হর্ষধ্বনি এই উদ্যোগকে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেয়। আয়োজক সংস্থার সম্পাদিকা মীনাক্ষী লায়েক উপস্থিত দর্শকদের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শুভেচ্ছা জানান।

হোলির দিন মারধরের শিকার যুবকের মৃত্যু

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কুলটি

কুলটি থানার অন্তর্গত বাবুপাড়া এলাকার বাসিন্দা ভগবান ওঝা ওরফে বিনয়(৩৮) হোলির দিন মারধরের শিকার হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, হোলির দিন কুলটি থানার বহাল এলাকায় ভগবান ওঝাকে কয়েকজন ব্যক্তি বেধড়ক মারধর করে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে আসানসোলের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে কয়েকদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু হয়। সোমবার আসানসোল জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ অ্যাম্বুলেন্সে করে কুলটি থানার সামনে নিয়ে আসেন পরিবারের সদস্যরা। এরপর পরিবারের লোকজন, প্রতিবেশী ও স্থানীয় বাসিন্দারা থানার সামনে দেহ রেখে বিক্ষোভ দেখান এবং কিছু সময়ের জন্য রাস্তা অবরোধ করেন। বিক্ষোভকারীদের দাবি, এই ঘটনায় জড়িত দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। পরিবারের অভিযোগ, বহাল এলাকার তিনজন ব্যক্তি ভগবান ওঝাকে ব্যাপক মারধর করে। সেই মারধরের জেরেই তিনি গুরুতর আহত হন এবং চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুরো বিষয়টি নিয়ে কুলটি থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শান্তিনিকেতন

বীরভূম জেলার শান্তিনিকেতন থানার অন্তর্গত হাটপুকুরডাঙ্গা গ্রামে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক সাইকেল আরোহীর। মৃতের নাম মঙ্গল মাড্ডি। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, তিনি সাইকেল চালিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। সেই সময় উল্টো দিক থেকে আসা একটি তিন চাকার চায়না ভ্যান তাকে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কার ফলে তিনি ভ্যানের নিচে পড়ে যান এবং গাড়িটি তাকে বেশ কিছুটা দূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়। ঘটনায় গুরুতর জখম হন মঙ্গল মাড্ডি। স্থানীয় বাসিন্দারা বিষয়টি জানলে দ্রুত শান্তিনিকেতন থানার পুলিশকে খবর দেয়। শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে উদ্ধার করে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ।

শৈশবের সঙ্গী এখন মোবাইল! চিন্তায় অভিভাবক ও বিশেষজ্ঞরা

সকালের শিরোনাম
কল্যাণ দত্ত

ডিজিটাল যুগে প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে সহজ করেছে ঠিকই, কিন্তু সেই প্রযুক্তিই এখন শিশুদের শৈশবকে বদলে দিচ্ছে দ্রুতগতিতে। খেলাধুলা, গল্পের বই কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে মাঠে সময় কাটানোর বদলে আজ অনেক শিশুর হাতেই দেখা যাচ্ছে স্মার্টফোন। বিশেষজ্ঞদের মতে, অল্প বয়সে অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহারের ফলে শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশের উপর পড়ছে গভীর প্রভাব।

বর্তমান সময়ে অনলাইন পড়াশোনা, ভিডিও দেখা, গেম খেলা কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম;সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে মোবাইল ফোন। অনেক অভিভাবকও ব্যস্ততার কারণে সন্তানকে চুপ করিয়ে রাখতে বা সময় কাটানোর জন্য হাতে তুলে দিচ্ছেন মোবাইল। ফলে অজান্তেই শিশুরা প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, দীর্ঘ সময় মোবাইলের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকলে শিশুদের চোখের সমস্যা, মাথাব্যথা, ঘুমের ব্যাঘাত এবং শারীরিক ক্লান্তির মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। পাশাপাশি শিশুদের স্বাভাবিক খেলাধুলা ও শরীরচর্চা কমে যাওয়ায় স্থূলতা বা শারীরিক দুর্বলতার ঝুঁকিও বাড়ছে। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহারের ফলে শিশুদের মানসিক বিকাশেও নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। বাস্তব জীবনের সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলার বদলে অনেক শিশু ভার্চুয়াল জগতেই বেশি সময় কাটাতে শুরু করছে। ফলে বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা, দলগত খেলাধুলা কিংবা সামাজিক আচরণ শেখার সুযোগ কমে যাচ্ছে। শিক্ষাবিদদের মতে, প্রযুক্তি সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তবে তার সঠিক ব্যবহার শেখানো অত্যন্ত জরুরি। শিশুদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মোবাইল ব্যবহার করতে দেওয়া, পড়াশোনা ও বিনোদনের মধ্যে ভারসাম্য রাখা এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটানোর অভ্যাস গড়ে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চিকিৎসকদের পরামর্শ, ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে মোবাইল ব্যবহার যতটা সম্ভব সীমিত রাখা উচিত। বিশেষ করে পাঁচ বছরের নিচের শিশুদের হাতে মোবাইল তুলে দেওয়া থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। পাশাপাশি শিশুদের বই পড়া, খেলাধুলা, সৃজনশীল কাজ এবং প্রকৃতির সঙ্গে সময় কাটাতে উৎসাহ দেওয়া উচিত। সমাজবিদদের মতে, শিশুদের সুস্থ ও স্বাভাবিক শৈশব গড়ে তুলতে পরিবার, বিদ্যালয় এবং সমাজ; সবাইকে একসঙ্গে সচেতন হতে হবে। প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার শেখানো যেমন জরুরি, তেমনি বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা ও মানবিক সম্পর্কের গুরুত্ব বোঝানোও সমান গুরুত্বপূর্ণ। প্রযুক্তির এই যুগে মোবাইল অবশ্যই প্রয়োজনীয়, কিন্তু যদি সেই মোবাইলই শিশুদের শৈশব কেড়ে নেয়,

তাহলে তা ভবিষ্যতের সমাজের জন্য বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠতে পারে। তাই এখনই সময় সচেতন হওয়ার;যাতে প্রযুক্তি মানুষের সহায়ক হয়, শৈশবের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়।

শিক্ষা ব্যবস্থা ও পরিকাঠামো নিয়ে একগুচ্ছ অভিযোগে সরব অভিভাবকরা

সকালের শিরোনাম
মনা বীরবংশী
বোলপুর

একদিকে যেখানে শহরের নামী কনভেন্ট স্কুলগুলো পড়াশোনার মান উন্নয়নে প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় উল্টো ছবি ধরা পড়ল এক বেসরকারি স্কুলে। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই স্কুলে পড়াশোনা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় চলছে একের পর এক গাফিলতি। আর সেই ক্ষোভেই এদিন ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা একজোট হয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। অভিভাবকদের অভিযোগ, প্লে গ্রুপ থেকে শুরু করে এলকেজি, প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের একটি ঘরেই একসঙ্গে বসিয়ে ক্লাস করানো হচ্ছে। এমনকি একটি মাত্র শিক্ষক দিয়েই করানো হচ্ছে একাধিক শ্রেণীর পাঠদান। ফলে শিশুদের পড়াশোনার মান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলেই দাবি অভিভাবকদের। এখানেই শেষ নয়। অভিভাবকদের দাবি, স্কুলের তরফে ওয়াটসএ্যাপে কোনও অভিভাবক গ্রুপ নেই, ফলে কখন স্কুল ছুটি থাকবে বা পড়াশোনা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কিছুই জানতে পারছেন না তারা। এমনকি পড়ুয়ারা খেলতে গিয়ে আহত হলেও তা অনেক সময় জানানো হয় না বলেও অভিযোগ। শুধু শিক্ষাব্যবস্থাই নয়, স্কুলের পরিকাঠামো নিয়েও উঠেছে একাধিক প্রশ্ন। অভিযোগ, ন্যূনতম শিক্ষাদানের জন্য যে পরিমাণ শিক্ষক শিক্ষিকা ও পরিকাঠামো থাকা দরকার, তার সিকিভাগও নেই এই স্কুলে। ফলে শিশুদের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর উদ্বেগে পড়েছেন অভিভাবকরা। অন্যদিকে এই বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন স্কুলের প্রায় দশজন শিক্ষক শিক্ষিকাও। তাদের অভিযোগ, নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের নিয়োগ করা হলেও গত ছয় মাস ধরে বেতন বন্ধ রেখেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। এমনকি সম্প্রতি তাদের স্কুলে না আসার কথাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। ফলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যেও ক্ষোভ বাড়ছে। সবমিলিয়ে অভিভাবক ও শিক্ষক দুই পক্ষের ক্ষোভে এদিন উত্তাল হয়ে ওঠে স্কুল চত্বর। যদিও এই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেনি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তাদের দাবি, কিছু অফিসিয়াল কাজের জটিলতার কারণে সাময়িক সমস্যা তৈরি হয়েছে। তবে আগামী ১৫ মার্চের মধ্যে সমস্ত বিষয় পরিষ্কার করে দেওয়া হবে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। সবমিলিয়ে শিশুদের শিক্ষা ও শিক্ষকদের বেতন এই দুই ইস্যুতে বোলপুরের এই বেসরকারি স্কুলকে ঘিরে তৈরি হয়েছে তীব্র বিতর্ক। এখন দেখার আগামী দিনে পরিস্থিতি কোন দিকে গড়ায়।

এসআইআর চূড়ান্ত তালিকা নিয়ে প্রশ্ন তৃণমূলের

সকালের শিরোনাম
দীপক রাম
পুরুলিয়া

এসআইআর চূড়ান্ত তালিকা থেকে ২৪০৪ জনের নাম ডিলিট করা হয়েছে বলে দাবি করল পুরুলিয়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। দলের অভিযোগ, যাদের নাম বাদ পড়েছে তাদের অধিকাংশই বর্তমানে জীবিত এবং স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করছেন। সোমবার পুরুলিয়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে এই অভিযোগ তোলেন তৃণমূল নেতৃত্বরা। তাঁদের দাবি, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নির্বাচন কমিশন বারবার নিজেদের গাইডলাইনে পরিবর্তন এনেছে, যার ফলে সাধারণ মানুষের পক্ষে ভোটার তালিকায় নাম বজায় রাখা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। তৃণমূল নেতৃত্বদের অভিযোগ, আগে ফর্ম,৭ জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে উপযুক্ত নথি না থাকলে পাড়া-প্রতিবেশীদের স্বাক্ষর করিয়ে বিএলও-র মাধ্যমে তা জমা দেওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু বর্তমানে নির্বাচন কমিশন সেই বিষয়টিও অগ্রাহ্য করছে বলে দাবি করা হয়। পুরুলিয়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান শান্তিরাম মাহাতো বলেন, আগামী ২০২৬ সালের নির্বাচনের আগে এসআইআর প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন গাফিলতির মাধ্যমে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বিঘ্ন ঘটানোই মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রাজীব লোচন সরেন জানান, পরিকল্পিতভাবেই এই এসআইআর প্রক্রিয়া চালানো হয়েছে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা সম্পূর্ণ করা প্রায় অসম্ভব।

জামুরিয়ায় বিতর্ক

তৃণমূল বিধায়কের পুত্রের মন্তব্য ঘিরে প্রতিবাদ, সরব বাংলা পক্ষ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জামুরিয়া

জামুরিয়ার রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক হরেরাম সিংয়ের পুত্র প্রেমপাল সিংয়ের একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে। অভিযোগ উঠেছে, তিনি বাঙালি মুসলিমদের উদ্দেশে 'জিহাদি' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে আঞ্চলিক সংগঠন বাংলা পক্ষ। বাংলা পক্ষের দাবি, এই ধরনের মন্তব্য শুধু মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি নয়, বাঙালি সমাজের প্রতিও অসম্মানজনক। সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এমন মন্তব্য সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টি করতে পারে এবং সমাজে অশান্তির পরিবেশ তৈরি করতে পারে। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জামুরিয়ার বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায়সহ সকল বাসিন্দাকে এই ঘটনার বিরুদ্ধে একজোট হয়ে প্রতিবাদ জানানোর আহ্বান জানিয়েছেন। তাদের বক্তব্য, এই ধরনের মন্তব্য গণতান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিপন্থী। বাংলা পক্ষের পক্ষ থেকে আরও দাবি করা হয়েছে, জামুরিয়ার মতো এলাকায় স্থানীয় বাঙালি প্রতিনিধিত্ব থাকা জরুরি। সেই কারণে ভবিষ্যতে এখানে একজন বাঙালি বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার দাবিও তুলেছে তারা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তরফে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বাহিনীর রুটমার্চ শ্যামলা অঞ্চলে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পাণ্ডবেশ্বর

সপ্তাহের প্রথম দিনেই ভারী বুটের আওয়াজ শোনা গেল পাণ্ডবেশ্বর থানার শ্যামলা অঞ্চলে। সোমবার পাণ্ডবেশ্বর থানার অন্তর্গত শ্যামলা অঞ্চলের ভুঁড়ি ও ফরফরি গ্রামে দেখা গেল কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহলদারী। দুটি গ্রামের বিভিন্ন অলিগলি ঘুরে দেখেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা।

এদিন কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাথে ছিল পাণ্ডবেশ্বর থানার সাব ইন্সপেক্টর পলাশ মল্লিক।

এলাকার জনসাধারণের সাথে সরাসরি জনসংযোগ করেন প্রশাসন এবং সব ধরনের সহযোগিতারও আশ্বাস দেন। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়, নির্বাচনী প্রাক্কালে যাতে এলাকায় কোনরকম কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে সে কারণেই এই রুটমার্চ। এছাড়াও প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এলাকায় কোন রকম কোন অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হলে সরাসরি স্থানীয় থানার সাথে যোগাযোগ করুন, আমরা সব সময় আপনাদের সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত। নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রশাসনের এহেন টহলদারীতে আশ্বস্ত হয় সাধারণ মানুষ।

sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 3/9/2026 8:48 PM Page 12

মালিঙ্গা - নরকিয়া এখন অতীত ! নজির গড়ে চূড়ায় বুমরাহ

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

সদ্য শেষ হওয়া টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে জসপ্রিত বুমরাহর জন্য একটা বাজে দিনের আশা করেছিলেন মিচেল স্যান্টনাররা । উল্টে শিরোপা লড়াইয়ে দিনে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলেন ভারতের এই পেসার। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দুর্দান্ত বোলিংয়ে গড়ে ফেললেন রেকর্ড। ভারতের এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের নায়কদের অন্যতম বুমরাহ। আমেদাবাদে রবিবারের ফাইনালে ২৫৫ রানের বিশাল রানের পুঁজি গড়ে ভারত। যার সুবাদে ৯৬ রানের বড় ব্যবধানে জয় পায় আয়োজকরা । ব্যাটিং সহায়ক উইকেটে নিউজিল্যান্ডকে ১৫৯ রানে অলআউট করতে ভারতের হয়ে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন বুমরাহ। নিজের নির্ধারিত চার ওভারে ১৫ রানে ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচ সেরার পুরস্কার জেতেন ৩২ বছর বয়সী এই পেসার। এর ফলে পেসারদের মধ্যে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি উইকেট নেওয়ার রেকর্ড এখন বুমরাহর দখলে । বিশ্ব মঞ্চে ২৬ ম্যাচে তার উইকেট সংখ্যা ৪০টি। এই তালিকায় যৌথভাবে দুই নম্বরে নেমে গিয়েছেন শ্রীলঙ্কান প্রাক্তন লাসিথ মালিঙ্গা ও দক্ষিণ আফ্রিকার এনরিখ নরকিয়া। উল্লেখ্য বিশ্বকাপে ৩১ ম্যাচে ৩৮ উইকেট নেন মালিঙ্গা। নরকিয়ার ৩৮ উইকেট এসেছে ২১ ম্যাচ খেলেই। তিন নম্বরে যৌথভাবে রয়েছেন নিউজিল্যান্ডের টিম সাউদি এবং ভারতের আর্শদীপ সিং। ২৫ ম্যাচে সাউদির উইকেট ৩৬টি। তার সমান উইকেট আর্শদীপের নিয়েছেন ২২ ম্যাচে। এদিন টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে কোনো উইকেট পাননি আর্শদীপ । বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি উইকেটের তালিকায় বুমরাহর উপরে রয়েছেন চার স্পিনার । ২৭ ম্যাচে রাশিদ খানের উইকেট সংখ্যা ৪৩টি। একটি করে উইকেট বেশি নিয়ে যৌথভাবে দুই নম্বরে রয়েছেন অ্যাডাম জ্যাম্পা ও আদিল রশিদ । জ্যাম্পার ৪৪ উইকেট এসেছে ২৫ ম্যাচে এবং ৩৮ ম্যাচে ৪৪ উইকেট নিয়েছেন রশিদ। ৪৩ ম্যাচে ৫০ উইকেট নিয়ে এখনও শীর্ষে রয়েছেন সাকিব আল হাসান।

আইএফএলে কামব্যাক ডায়মন্ড হারবারের

ডেম্পোকে হারিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন লুকারা

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগে (আইএফএল) অর্থাৎ পূর্বতন আই লিগের চলতি মরশুমে নিজেদের প্রথম ম্যাচে শ্রীনীধি ডেকানের বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছিল ডায়মন্ড হারবার এফসি। তবে দ্বিতীয় ম্যাচেই ঘুরে দাঁড়ালো তারা। আর ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজেদের প্রথম জয় পেল ডায়মন্ড হারবার এফসি। এদিন কল্যাণী স্টেডিয়ামে ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল কিভু ভিকুনার ছেলেরা। এই ম্যাচেই সম্পূর্ণ সময়ের শেষে ২-১ গোলের ব্যবধানে জয় পেয়েছেন লুকা মাজসেনরা । দলের হয়ে গোল করেন অ্যান্টোনিও মোয়ানো এবং হুগো রদ্রিগেজ। অন্যদিকে ডেম্পোর হয়ে একটি মাত্র গোল করেন মার্কাস জোসেফ। এদিন প্রথম থেকেই যথেষ্ট হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখা গিয়েছিল দুই দলের ফুটবলারদের খেলায় । তবে গোলের দেখা পাচ্ছিল না কোন দল । প্রথমার্ধের শেষ দিকে অতিরিক্ত সময় মোয়ানোর গোলে এগিয়ে যায় ডায়মন্ড হারবার। প্রথমার্ধের শেষে ১-০ গোলের ব্যবধানে এগিয়েছিল ডায়মন্ড হারবার এফসি। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের চতুর্থ কোয়ার্টারে ধাক্কা খায় ডায়মন্ড হারবার। জোসেফের গোলে সমতা ফেরায় ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাব । গোল হজম করার পর থেকেই ফের আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলা শুরু করে ডায়মন্ড হারবার। অবশেষে পঞ্চম কোয়ার্টারে আসে সাফল্য । আসে কাঙ্ক্ষিত গোল । ফলে ২-১ ব্যবধানে ম্যাচ জিতে যায় ডায়মন্ড হারবার এফসি। তাদের পরবর্তী ম্যাচ আগামী ১৪ই মার্চ । প্রতিপক্ষ শিলং লাজং এফসি ।

টি-২০ বিশ্বকাপে কোন কোন ক্রিকেটার কি কি পুরস্কার পেলেন!

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে ৯৬ রানে হারিয়ে আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬'র শিরোপা জিতেছে ভারত। এই জয়ের মাধ্যমে ইতিহাসও গড়েছে ভারত । প্রথম দল হিসেবে টানা দুইবার টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ের কীর্তি গড়ার পাশাপাশি এটি ছিল ভারতের তৃতীয় শিরোপা। ফাইনালে টস জিতে আগে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় নিউজিল্যান্ড । তবে শুরু থেকেই ভারতীয় ব্যাটাররা আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়। ওপেনিং জুটিতে মাত্র ৭ ওভারে ৯৮ রান তোলেন অভিষেক শর্মা ও সঞ্জু স্যামসন । অভিষেক শর্মা ২১ বলে ৫২ রান করে আউট হলে স্যামসনের সঙ্গে যোগ দেন ঈশান কিষান। দুজনে মিলে ৪৮ বলে ১০৫ রানের জুটি গড়ে কিউই বোলারদের ওপর চাপে ফেলেন।স্যামসন ৪৬ বলে ৮৯ রান করেন, কিষান করেন ২৫ বলে ঝোড়ো ৫৪ রান। শেষদিকে শিবম দুবে ৮ বলে অপরাজিত ২৬ রান করে ভারতের সংগ্রহ আরো বড় করেন । বড় লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে নিউজিল্যান্ডের হয়ে টিম সেইফার্ট ২৬ বলে ৫২ রান করেন। এ ছাড়া মিচেল স্যান্টনার ৩৫ বলে ৪৩ রান যোগ করলেও অন্য ব্যাটাররা বড় ইনিংস খেলতে পারেননি। ভারতের হয়ে জসপ্রিত বুমরাহ দুর্দান্ত বোলিং করেন। তিনি ৪ ওভারে মাত্র ১৫ রান দিয়ে ৪ উইকেট নেন । টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তার সেরা বোলিং। শেষ পর্যন্ত নিউজিল্যান্ডকে ১৯ ওভারে ১৫৯ রানে অলআউট করে ৯৬ রানের বড় জয় পায় ভারত।

একনজরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬-'র সেরার সেরা পুরস্কার -

ফাইনালের সেরা খেলোয়াড় -

জসপ্রিত বুমরাহ ,
৪ ওভারে ১৫ রান দিয়ে ৪ উইকেট

টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় -

সঞ্জু স্যামসন ,
৫ ম্যাচে ৩২১ রান
গড় ৮০.২৫, স্ট্রাইক রেট ১৯৯.৩৮

সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক -

সাহিবজাদা ফারহান ,
৩৮৩ রান (৬ ইনিংস)
গড় ৭৬.৬০ , স্ট্রাইক রেট ১৬০.২৬

সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি -

বরুণ চক্রবর্তী ,
১৪ উইকেট (৯ ইনিংস)

সর্বাধিক ক্যাচ -

গ্লেন ফিলিপস ,
১১ ক্যাচ (৭ ইনিংস)।

পিঙ্ক টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ হরমনপ্রীতদের

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল মাত্র কয়েকমাস আগেই ওডিআই বিশ্বকাপ জিতেছিল। ফলে তাদের উপর আশা ছিল অনেক অনেক বেশি । তবে অস্ট্রেলিয়া সফরে তাদের কাঙ্ক্ষিত ফল আসেনি । টি-টোয়েন্টি সিরিজে অজিদেরকে হারিয়েছিল ভারত। এরপর থেকে অস্ট্রেলিয়া সফরে একের পর এক হতাশা সঙ্গী হয়েছে ভারতীয় মহিলা দলের ।

ওয়ানডে সিরিজে বাজেভাবে হেরেছিল হরমনপ্রীতরা । ৮ মার্চ ছিল ভারত অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌরের জন্মদিন। জন্মদিনটা স্মরণীয় হল না । বরং বিষাদে বদলে গেল। অজিদের কাছে পিঙ্ক টেস্টে অসহায় আত্মসমর্পণ করল ভারতের মেয়েরা। ১০ উইকেটে ম্যাচ জিতে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল অস্ট্রেলিয়া । প্রথম ইনিংসে ১৯৮ রান করেছিল ভারত। জেমিমা রদ্রিগেজ অর্ধশতরান করেছিলেন । এছাড়া শেফালি বর্মা ৩৫ রান এবং হরমনপ্রীত কৌর ১৯ রান করেছিলেন । আর বাকিরা সেইভাবে রান করতে ব্যর্থ হন । অস্ট্রেলিয়ার হয়ে অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড চার উইকেট নেন। জবাবে ৩২৩ রান করে অস্ট্রেলিয়া । অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড ১২৯ রান, এলিস পেরি ৭৬ রান করেন। সেখানেই কার্যত ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায় । পাল্লা ভারী হয়ে যায় অস্ট্রেলিয়ার। ভারতের হয়ে সায়ালি সাতঘরে নেন ৪ টি উইকেট। ১২৫ রানের লিড পায় অজিরা । জবাবে খেলতে নেমে ১৪৯ রানে শেষ হয়ে যায় ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস। প্রতীকা রাওয়াল (৬৩) ও স্নেহ রানা (৩০) ছাড়া আর সেভাবে কেউই লড়াই করতে পারেননি । জবাবে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ২৮ রান তুলে ম্যাচ জিতে যায় অস্ট্রেলিয়া।

টি-২০ বিশ্বকাপে জয়, কত টাকা পুরস্কার পেলেন বুমরাহরা!

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

রবিবারেই আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে ৯৬ রানে হারিয়ে ২০২৬ আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছে ভারত । শিরোপা জয়ের পাশাপাশি বড় অঙ্কের পুরস্কার অর্থও পেয়েছে চ্যাম্পিয়নরা । আইসিসি ঘোষিত তথ্য অনুযায়ী, টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬-এ অংশ নেওয়া দলগুলোর জন্য মোট পুরস্কার অর্থ রাখা হয়েছে ১১.২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ১৩৪ কোটি টাকা)। টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া প্রতিটি দলই অন্তত ১ লাখ ১২ হাজার ৫০০ ডলার (প্রায় ১ কোটি ৩৪ লাখ টাকা) নিশ্চিতভাবে পেয়েছে।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় ভারত পেয়েছে ২.৩৪ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ২৭ কোটি ৮৫ লাখ টাকা)। রানার্সআপ নিউজিল্যান্ড পেয়েছে ১.১৭ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ১৩ কোটি ৯৩ লাখ টাকা)। সেমিফাইনালে হেরে যাওয়া দুই দল পেয়েছে ৬৭৫ হাজার ডলার করে (প্রায় ৮ কোটি ৩ লাখ টাকা)। টুর্নামেন্টে পঞ্চম-অষ্টম স্থানে থাকা দলগুলো পেয়েছে ২৭০ হাজার ডলার করে (প্রায় ৩ কোটি ২২ লাখ টাকা), নবম-দ্বাদশ স্থানে থাকা দলগুলো পেয়েছে ১৩৫ হাজার ডলার করে (প্রায় ১ কোটি ৬১ লাখ টাকা)। ১৩তম-২০তম স্থানে থাকা দলগুলো পেয়েছে ১ লাখ ১২ হাজার ডলার করে (প্রায় ১ কোটি ৩৪ লাখ টাকা)। এদিকে প্রতিটি ম্যাচ জয়ের জন্য দলগুলো অতিরিক্ত ৩১ হাজার ১৫৪ ডলার (প্রায় ৩৭ লাখ টাকা) করে পুরস্কার পেয়েছে। সব মিলিয়ে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মোট পুরস্কার অর্থ ধরা হয়েছে ১১.২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ।

ফাইনালে মেজাজ হারালেন আর্শদীপ! মিচেলের দিকে বল ছুঁড়ে অখেলোয়াড় সুলভ আচরণ , চাইলেন ক্ষমা

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে সহজ জয় পেয়েছে ভারতীয় দল । মোটামুটিভাবে বিতর্ক হীন ছিল এই ফাইনাল । তবে একটি ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছিল । ঘটনায় জড়ান নিউজিল্যান্ডের ড্যারিল মিচেল এবং আর্শদীপ সিং। ড্যারিলের কাছে কিছুটা পিটুনি খান আর্শদীপ । আর তা খেয়েই অখেলোয়াড়োচিত আচরণ করে বসেন আর্শদীপ ! বল ছুঁড়ে মিচেলকে আঘাত করে এবার কি আইসিসির শাস্তির মুখে ভারতীয় পেসার? এই প্রশ্ন থাকছেই। এবার ঘটনায় আসা যাক। একাদশতম ওভার বল করছিলেন আর্শদীপ সিং। সেই সময়ে নিউজিল্যান্ডের ব্যাটাররা দু'টো ছক্কা হাঁকাতেই রেগে যান ভারতীয় পেসার। একটি বল ড্যারিল ডিফেন্ড করেন । বল যায় আর্শদীপের হাতে । সেই বল তিনি সোজা ছুড়ে দিলেন মিচেলের শরীর লক্ষ্য করে। আইসিসির আইনে এটি অখেলোয়াড়োচিত আচরণ শুধু নয়, শাস্তিযোগ্য কাজও । জবাবে মিচেলও রেগে এগিয়ে আসেন। তবে শেষ পর্যন্ত আম্পায়ার এগিয়ে এসে পরিস্থিতি সামাল দেন । ফলে বড় কিছু ঘটেনি ।

চোট নিয়ে দুরন্ত লড়াই করে ও হার

অল ইংল্যান্ডে নজির গড়া হল না লক্ষ্য সেনের

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

গোটা ভারত তখন ব্যস্ত টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনাল নিয়ে । ঠিক তখন আরেক ভারতীয় তারকা ক্রীড়াবিদ ব্যস্ত ছিলেন টেমস নদীর পাড়ে । ব্যস্ত ছিলেন চোট নিয়ে ও লড়াই করে অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে নজির গড়তে । একপ্রকার নিঃশব্দে ইতিহাসের দোরগোড়ায় গিয়েও পরাজিত হলেন ভারতের লক্ষ্য সেন । তৃতীয় ভারতীয় হিসাবে অল ইংল্যান্ড ওপেন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ ছিল তাঁর সামনে । তাঁর সামনে ফাইনালে প্রতিপক্ষ ছিল চিনা তাইপের লিন চুন ই । তাঁর কাছে লক্ষ্যকে হারতে হল ২১-১৫, ২২-২০ ফলে । ইতিহাস গড়ে দ্বিতীয়বার অল ইংল্যান্ড ওপেনের ফাইনালে উঠেছিলেন লক্ষ্য। প্রসঙ্গত তিনি প্রথমবার ২০২২-এ উঠেছিলেন ফাইনাল । সে বার রুপো পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল তাঁকে । এবার ও বদলালো না পদকের রঙ । ফাইনালে তাঁর প্রতিপক্ষ লিন চুন ই ধারেভারে অনেকটাই এগিয়ে ছিলেন। এর আগে চার বার সাক্ষাৎ হলেও এখনও পর্যন্ত তাঁকে হারাতে পারেননি লক্ষ্য। এদিনও শুরুটা ভালো হয়নি।

প্রথম গেমে একপ্রকার একপেশে ভাবে ১৫-২১ পয়েন্টে হারেন লক্ষ্য। তবে দ্বিতীয় গেমে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন তিনি।

ভালো লড়াই করেন । দ্বিতীয় গেমের শুরুতেই তিনি ০-২ পিছিয়ে গেলেও ৩-২ করেন। একটা সময় টানা পয়েন্ট পেয়ে ১৪-১৪ করে ফেলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় সেট ২২-২০-তে হেরে যান লক্ষ্য।

বিশ্বজয়ের আনন্দ মাটি করলেন রবি শাস্ত্রী!

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

রবি শাস্ত্রী । নামটা শুনলেই চোখের সামনে ২০১১ বিশ্বকাপ ভেসে আসে। কুলাসেকারাকে গ্র্যান্ড স্টাইলে ছক্কা হাঁকানোর ধারাভাষ্যের মাইক হাতে নিয়ে বলে উঠেছিলেন, ধোনি ফিনিশেস অফ ইন স্টাইল !দ যা এপিক কমেন্ট্রির আখ্যা পেয়েছে। সেই তিনিই 'এক কেঁড়ে দুধে এক ছিঁটে চোনা' ফেলে দিলেন। ভারতের বিশ্বজয়ের পর এমন কিছু বলে বসলেন, যা নিয়ে চরম কটাক্ষের মুখে পড়তে হল তাঁকে। ঠিক কী হয়েছে? নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে তখন কান পাতা দায়। বজ্রধ্বনির মতো গর্জে উঠেছেন সমর্থকরা। নিউজিল্যান্ডের শেষ উইকেট পড়তেই নিশ্চিত হয়ে গেল ভারতের ৯৬ রানের জয়। সঙ্গে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শিরোপাও। ক্রিকেট ইতিহাসে প্রথমবার কোনও দল শিরোপা রক্ষা করল। সঙ্গে ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ জয়ের বিরল গৌরবও অর্জন করল টিম ইন্ডিয়া। ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে চিরস্থায়ী হয়ে থাকার মতো মুহূর্ত ছিল এটি। এই পর্যন্ত সব ঠিকঠাকই ছিল। তাল কাটল রবি শাস্ত্রীর ধারাভাষ্যে। বলে বসলেন, তনবম উইকেটের পতন! ঘটনাচক্রে সেটিই ছিল ম্যাচের শেষ। নিউজিল্যান্ড দল তখন অলআউট। কিন্তু গুলিয়ে ফেললেন শাস্ত্রী। কিন্তু কেন এমন ভুল করে ফেললেন, তার কোনও ব্যাখ্যা নেই। যা নজর এড়ায়নি নেটিজেনদের। দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ওই মুহূর্তের ভিডিও। এরপর অনেকেই রবি শাস্ত্রীকে বলেছেন, 'শিশুসুলভ ভুল করেছেন। অভিজ্ঞ ধারাভাষ্যকারের কাছ থেকে সেটা অপ্রত্যাশিত।' অনেকে আবার বলেছেন, 'ইয়ন বিশপ বা ইয়ন স্মিথ থাকলে অসাধারণ এই মুহূর্তটিকে অন্য রং দিতে পারতেন।

বিশ্বজয়ের পরই 'ট্রফিচোর' নকভিকে মোক্ষম খোঁচা!

ক্রিকেট বিশ্বে এখন ভারতেরই রাজ। টানা দু'বার বিশ্বজয় করে এ কথা আরও একবার বুঝিয়ে দিয়েছে সূর্যকুমার যাদবরা। প্রথম দল হিসাবে টানা তিনবার বিশ্বকাপ জেতার পর ফের পাকিস্তানকে খোঁচা দিলেন বরুণ চক্রবর্তী? ইনস্টাগ্রামে তিনি মজার একটা ছবি পোস্ট করেন। তাতে দেখা যায়, বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন ভারতীয় স্পিনার। সেই পোস্ট দ্রুত ভাইরাল হয়ে জায়। তাতে মজার মন্তব্য করেন নেটিজেনরা। ২০২৫ সালে পাকিস্তানকে হারিয়ে এশিয়া কাপ জেতার পর বরুণ চক্রবর্তী একই রকম একটি ছবি পোস্ট করেছিলেন। সেই সময় পিসিবি প্রধান মহসিন নকভির হাত থেকে ট্রফি নিতে অস্বীকার করেছিল। তাই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ট্রফি না নিয়েই ফিরে আসে টিম ইন্ডিয়া।

স্বত্বাধিকারী ও মুদ্রক নিবেদিতা সিং কর্তৃক প্রকাশিত।। এল, এস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা -৭০০০১৫ কর্তৃক মুদ্রিত।। রেজিঃ অফিস - ২৫/২৬ জয়দেব এভিনিউ,বি - জোন , দুর্গাপুর - ৭১৩২০৫ ।। সম্পাদক - সঞ্জয় কুমার সিং।।
Printed & Published by Nibedita Singh on behalf of owner Nibedita Singh, Published from - 25/26 Joydeb Avenue, B - Zone, Durgapur - 713205. Printed at I.S .Publications Pvt. Ltd. 4 Canal West Road. Kolkata.700015
Editor - Sanjoy Kumar Singh. Contact sakalershironam@gmail.com